বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৮৪ সংখ্যা। } বৈশাখ ১২৮৭—মে ১৮৮০। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

নব-বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা বৎসরের মধ্যভাগে পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, এজন্য ছয় মাসেই বৎসর শেষ করিয়া বর্ত্তমান বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করা গেল। এ সময় গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের মনের গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই কথা আশা ও আনন্দের কথা। আমরা এই পত্রিকা যখন পুনরায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি, তখন আমাদিগের মনে অনেক ভাবনা ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে বাহির হইবে কি না? দ্বিতীয়তঃ এতদিন নানা বিশৃঙ্খলার পর ইহার প্রকাশে গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট পাওয়া যাইবে কি না? তৃতীয়তঃ গ্রাহক কতকগুলি হইলেও ইহার জীবনস্বরূপ মূল্য সংগৃহীত হইবে কি না? আমরা আজি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি, এই সকল বিষয়ে আমরা আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছি। গত ছয়মাস কাল পত্রিকা একপ্রকার নিয়মিতরূপে বাহির হইয়াছে। ইহার পুরাতন গ্রাহকদিগের অধিকাংশই অতিশয় আগ্রহ

সহকারে ইহা পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার পুনরভ্যুদয়ে অনেকে এতদূর গৌরব, সূচক আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাহার জন্য আমরা আপনাদিগকে উপযুক্ত বোধ করি না। অবস্থা পরিবর্ত্তন, অনুদ্দেশ প্রভৃতি কয়েকটী কারণে আমরা যেমন কতকগুলি গ্রাহক হারাইয়াছি, অনেক গুলি নূতন বন্ধু বামাবোধিনীর প্রতি স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা ছয়মাস কালের মধ্যে মূল্য পাইবার বড় আশা করি নাই এবং এক পয়সা না পাইলেও আপনাদিগের দায়িত্বে পত্রিকা প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। সুখের বিষয়, ইহার মধ্যে যে পরিমাণে মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমাদিগের যথেষ্ট সাহায্য অনুভব হইয়াছে। এই সকল শুভ ঘটনার জন্য সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা এবং বামাবোধিনীর হিতৈষী অন্যান্য বন্ধুগণ যাঁহারা অর্থ, উৎসাহকর বাক্য অথবা অন্য প্রকারে অনুগ্রহ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া ইহার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছি। বামাবোধিনী এখন স্থায়ী হইবে এরূপ আশা হইয়াছে এবং ইহার জন্য আমাদিগের ভাবনা ও আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। এক্ষণে পত্রিকাখানির অধিকতর উন্নতিসাধন আমাদিগের বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক প্রকার কল্পনা আছে। কিন্তু আরও কিছুদিন গত না হইলে আমরা অধিকতর ব্যয়সাধ্য কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। গ্রাহকগণ এবং সাধারণে যে প্রকার স্নেহানুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, যদি তাহাহইতে আমরা বঞ্চিত না হই, বর্ত্তমানবর্ষে আমরা আমাদিগের মনোভিলাষ কিয়ৎপরিমাণেও পূর্ণ করিতে পারিব, হৃদয়ে এই আশা ধারণ করিয়া রহিলাম। এখন আর আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই, গ্রাহক ও বন্ধুগণের সহিত হৃদয়ের প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া আমরা নববর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

বৎসর গণনা।

বৎসর গণনা অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের গণনা অনেককালের পরীক্ষা ও চেষ্টার পর স্থির হইয়াছে। প্রথমে মনুষ্য চন্দ্রের সাহায্যে মাস গণনা করিতে শিক্ষা করেন। প্রায় ২৯ দিনের পর চন্দ্র নূতন আকার ধারণ করিয়া উদয় হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণচন্দ্র মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। আদিমকালের লোকের নিকট ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া গণনীয় ছিল এবং তাহারা কৌতূহল সহকারে তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিত। চন্দ্রদ্বারা তিথি পক্ষ ও মাস স্থির হইলে তৎপরে মনুষ্য দেখিতে লাগিল নানাবিধ ঋতুর পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে এবং সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি তাহার কারণ। চন্দ্র যেমন এক মাসের পর পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে উদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্য ১২ মাসের পর আকাশে পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। ইহা দেখিয়া লোকে এক এক বৎসর নিরূপণ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিনের পরীক্ষাতে দেখা গেল চন্দ্রদ্বারা যে মাস গণনা হয়, তাহার ঠিক ১২ মাসে এক বৎসর হয় না। তখন মনুষ্যগণ চান্দ্র মাস ছাড়িয়া সৌর মাস অর্থাৎ সূর্য্যদ্বারা মাস গণনা অধিক যুক্তিসিদ্ধ মনে করিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এই উভয়বিধ গণনারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাচীন মিসর জাতি অতি প্রাচীনকালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। তাঁহারা চন্দ্রের পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঋতু বিভাগ দ্বারা বৎসর স্থির করিতেন। তাঁহারা বৎসরকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিমাসে ৩০ দিন ধরিতেন এবং শেষমাসে ৫ দিন অধিক ধরিয়া লইতেন, ইহাতে ৩৬৫ দিনে বৎসর পূর্ণ হইত। ইহুদীরা পূর্ব্বকালে যেমন, অদ্যাপিও সেইরূপ চন্দ্রদ্বারা বৎসর গণনা করে। ইহাতে সচরাচর ১২ মাসে বৎসর ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ১৩ মাসে এক এক বৎসর ধরিতে হয়, ইহা না হইলে ঋতু পরিবর্ত্ত

এবং সূর্য্যের গতির সহিত কালের ঐক্য রাখা যায় না। প্রাচীন সিরিয়া মাসিডন প্রভৃতি দেশের লোকেরাও এই নিয়মের অনুসরণ করিত। ইহুদীরা একমাস ২৯ ও একমাস ৩০ দিনে পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ নিয়মে গণনা করে এবং ১৯ বৎসরের মধ্যে ৭ বৎসরে দিনসংখ্যা অধিক ধরিয়া লয়। ইহাতে তাহাদিগের কোন বৎসর ৩৫৩ এবং কোন বৎসর ৩৮৫ দিনে হয়। গ্রীকজাতি অতি প্রাচীনকালে ১২ চান্দ্র মাসে বৎসর গণনাকরিত। খৃষ্টের জন্মের ৫৯৪ বৎসর পূর্ব্বে সোলন এথেন্স নগরে পর্য্যায়ক্রমে ৩০ ও ২৯ দিনে মাস ধরিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, ইহাতে ৩৫৪ দিনে বৎসর হইত এবং মধ্যে মধ্যে এক এক বৎসরে দিন বাড়াইয়া লইতে হইত। পরে ইহার পরিবর্ত্তে ৮ বৎসরের মধ্যে ৩ বৎসরের এক এক মাস ৩০ দিনে ধরিয়া লওয়া হইত, ইহাতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর ঠিক্ হইত।

রোমানেরা প্রথমে ১০ মাসে বৎসর গণনা করিত। তৎপরে ১২ চান্দ্র মাসে বা ৩৫৫ দিনে বৎসর ধরিত, মধ্যে মধ্যে এক এক বৎসরে অধিক দিন বাড়াইয়া লইত। খৃষ্টের জন্মের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে জুলিয়াস সিজার নূতন বত্সর গণনা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার গণনানুসারে প্রতি বত্সর ৩৬৫ দিনে ধরিয়া প্রতি চতুর্থ বত্সরকে দীর্ঘ বত্সর বলিয়া তাহাতে এক দিন অধিক ধরা যায়। ইহাতে মোট এক এক বত্সরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট ও ৫০ সেকণ্ড। সিজার যে মাসের যত দিন ধরেন, ইউরোপে অদ্যাপি তাহা প্রচলিত রহিয়াছে।

জুলিয়স সিজারের কৃত সময় গণনা সমুদায় খ্রীষ্টীয় রাজ্যে প্রচলিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের ১৫৮২ পরে এ গণনায় ভ্রম দৃষ্ট হইল। এই বত্সর ২১এ মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ১১ই মার্চ্চে বিষুব সংক্রান্তি হওয়াতে অনেক ধর্ম্মক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। জুলিয়স সিজার যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বত্সর ধরিয়া-

ছিলেন, তাহাতে ১১ মিনিট ১০ সেকেণ্ড অধিক ধরা হইয়াছিল, এই অতিরিক্ত সময় ১৫৮২ বত্সরে ১০ দিন অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি গভীর আলোচনা ও সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা এই ভ্রমের কারণ বাহির করিলেন। পরে তিনি আদেশ করিলেন ১৫৮২ সাল হইতে এই অতিরিক্ত ১০ দিন কমাইয়া লওয়া হয়। ভবিষ্যতে আর এরূপ ভ্রম না ঘটে, এইজন্য তিনি ব্যবস্থা করেন, প্রত্যেক শত বর্ষে এক দিন কম করিয়া ধরা হইবে, এবং ৪৩০ বত্সরের পর একদিন অধিক ধরা হইবে। স্পেন, পর্চুগাল প্রভৃতি কাথলিক দেশে এই মত গৃহীত হইল, কিন্তু পোপের কৃত সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহার প্রতি কুসংস্কারবশতঃ তাহা শীঘ্র গ্রহণ করিলেন না। যাহাহউক বৈজ্ঞানিক সত্য কে অগ্রাহ্য করিতে পারে? ক্রমে ১০০, ১৫০ বা ২০০ বত্সরের মধ্যে প্রায় সকল দেশেতেই তাহা প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে ১৭৫২ সালে ইহা গৃহীত হয় এবং তজ্জন্য সেই বত্সর হইতে ১১ দিন ছাড়িয়া দিতে হয়। রুসিয়া অদ্যাপি ইহা গ্রহণ করেন নাই, এজন্য তত্রত্য নিবাসীদিগকে দুই প্রকার তারিখ দিয়া পত্র লিখিতে হয়।

ফ্রান্সে এক নূতনবিধ বত্সর গণনা আরম্ভ হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স সাধারণতন্ত্র হয় এবং সেই সময় হইতে ফরাসিরা নূতন অব্দ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। বত্সরকে ১২ ভাগ করিয়া প্রতি মাসের নূতন নাম করণ হয় এবং ৩০ দিনে প্রত্যেক মাসের পরিমাণ স্থির করা হয়। সপ্তাহের পরিবর্ত্তে দশাহ করিয়া মাসকে বিভক্ত করা হয়। ৩৬৫ দিন মিলাইবার জন্য বত্সরের শেষ ৫ দিন অতিরিক্ত দিন বলিয়া ধরা হয়। নেপোলিয়নের আজ্ঞায় এই নূতন পঞ্জিকার মত পরিত্যক্ত হইয়া পোপ গ্রেগরির মতই ফ্রান্সে প্রচলিত হইয়াছে।

রাজ্ঞী সেমিরেমিস।

আসিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজ্ঞী সেমিরেমিস সিরিয়া প্রদেশের অন্তঃপাতী আসকেলন নগরে কোন সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনকালে বীরত্ব এবং রাজ্য শাসনদক্ষতার জন্য যত রমণী বিখ্যাত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাঁকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়। কিন্তু ইহাঁর জীবনচরিত যেরূপ অলীক গল্পের সহিত জড়িত এবং ইহাঁর সম্বন্ধে চরিতাখ্যায়কদিগের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত, তাহাতে ইহাঁর বাস্তবিক ইতিহাস নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহাঁর বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে যে শৈশবকালে কতকগুলি কপোত ইহাঁকে লালন পালন করিয়াছিল। সেমিরেমিস আসিরিয়ার অধিপতি নাইনসের এক প্রধান সেনাপতির পত্নী ছিলেন। নাইনস যখন বাক্‌ক্রিয়া রাজ্যের অধীনস্থ অনেক নগর হস্তগত করিয়া অবশেষে রাজধানী আক্রমণ করিতে যান, তখন এই অসাধারণ সাহস ও গুণসম্পন্না রমণীর বাহুবল ও বুদ্ধি কৌশলে জয়লাভে কৃতকার্য্য হন। ইহাঁরই সাহায্যে নাইনস সমগ্র বাক্‌ক্রিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হন। নাইনস সেমিরেমিসের সদ্গুণ ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে নিজ-পত্নীরূপে বরণ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তাঁহার স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজার কোপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মহত্যা সাধান করিলে নাইনস সেমিরেমিসের পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল দেশভ্রমণ করিয়া নেনিভা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া সেমিরেমিস একপুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইহার নাম নিনিয়স। নাইনসের মৃত্যু হইলে সেমিরেমিস স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি নাইনসের স্মরণার্থ যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নেনিভা নগর ধ্বংস হইবার পরেও বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে উপকার ও স্তোকবাক্যে

বন্দীভূত করিয়া সেমিরেমিস পাঁচ দিনের জন্য নিজ হস্তে রাজদণ্ড গ্রহণার্থ নাইনসের নিকট প্রার্থনা করেন। নাইনস সম্মত হইয়া প্রজাদিগকে সেমিরেমিসের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিলেন। এই সুযোগে তিনি নাইনসের প্রাণসংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ নাইনস কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না এবং নাইনসের হস্তে রাজ্য থাকিলেও রাজ্যে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। সেমিরেমিস সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া অনেক মহৎকার্য্য সাধন দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করেন। তিনি বাবিলন মহানগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে ২০ লক্ষ লোক সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্মৃতিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছিলেন। যে স্থানে জলাভাব ছিল, সেখানে খাল খনন করিয়া জল আসিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে দুর্গম পথ ছিল, সেখানে পর্ব্বত কর্ত্তন করিয়া অথবা উপত্যকা পূর্ণ করিয়া প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও স্থানে স্থানে তাঁহার নামাঙ্কিত স্মৃতিস্তম্ভ সকল দেখা গিয়াছে।

প্রজাদিগের উপর সেমিরেমিসের অসাধারণ ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। কখন কখন তাঁহার উপস্থিতি মাত্রেই বিদ্রোহ শান্তি হইত। একদা তিনি বেশভূষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে নগর মধ্যে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া বিদ্রোহ দমনান্তর প্রত্যাগমন করিলেন। এই অসমসাহসিক কার্য্যের স্মরণার্থ তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের

অধীশ্বরী হইয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, ইথিওপিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়া তিনি রাজ্য সুবিস্তৃত করিলেন। যে সময়ে তিনি ইথিওপিয়াতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে জুপিটার আমন দেবের মন্দিরে গিয়া 'কতকাল জীবিত থাকিবেন' তাহা দৈববাণী দ্বারা জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে অবগত হইলেন যে তাঁহার পুত্র নিনিয়স্ যেপর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত না করেন, ততদিন তাঁহার মৃত্যু হইবে না এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আসিয়ার একস্থান তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে।

ইহার পর সেমিরেমিস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। রোমের নানা প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহানন্তর তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ভারতবাসীদিগের বলের মধ্যে গজ সর্ব্বপ্রধান ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বহুসংখ্যক উষ্ট্র গজের আকারে সজ্জিত করিয়া বিপক্ষদিগকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় করিলেন। ভারতবর্ষের রাজা তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তিনি কে ও কি জন্য বিনা অপরাধে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন ইহা জানিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তাহার উত্তরে সেমিরেমিস বলিয়া পাঠাইলেন "আমি কে, তাহা অল্প ক্ষণের মধ্যে আমি নিজেই তাঁহাকে জানাইব।" কিয়ৎক্ষণপরেই তিনি সিন্ধু নদের অভিমুখে যাত্রা করিয়া সৈন্যদিগকে উক্ত নদের অপর পারে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। বিপক্ষেরা বাধা দেওয়াতে সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বিপক্ষেরা পরাস্ত হইলে তিনি সসৈন্যে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর আর এক ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনা হইল। সেই যুদ্ধে সেমিরেমিস পরাস্ত ও আহত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে স্বরাজ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেমিরেমিস দেখিলেন যে তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতির সাহায্যে নিনিয়স তাঁহার প্রতি-

কূলে চক্রান্ত করিতেছে। তখন পূর্ব্বোক্ত দৈববাণী স্মরণ হওয়াতে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে কিছুমাত্র দণ্ড না দিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিলেন। তাহার পর তিনি লোকালয় হইতে অবসৃত হইলেন। কথিত আছে তাঁহার লোকান্তর হইলে আসিরিয়ার লোকেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছিল। ইহাঁর বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতি ভীরু ও দুর্ব্বল এবং কোন প্রকার দুরূহ কার্য্য সাধনে তাঁহারা সমর্থ নহেন, জনসমাজে অদ্যাপি এই সংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে রাজ্ঞী সেমিরামিস স্ত্রীজাতির অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে কত শত রমণী বীরধর্ম্মের ও শাসন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বীরত্বে এবং সাহসিক কার্য্যে স্ত্রীজাতির একেকালে অধিকার নাই বলিয়া যাঁহারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা সত্যের অপলাপ করেন সন্দেহ নাই। মানব ক্ষমতার সকল বিভাগেই স্ত্রীজাতির প্রাধান্য লাভ সম্ভব এবং তাহা আলোচনা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন।

জীবন্ত নাটক।

গৃহিণীর প্রতি রামগতি বাবুর মিতব্যয়িতার উপদেশ।

রামগতি বাবু। বলি গিন্নি! ছোট ছেলেটা এত চীৎকার কোচ্চে কেন? ওর কান্নার জ্বালায় বাড়ীতে টেঁকা ভার।

গৃহিণী। এ দুধের ছেলে, দুধ বই আর কিছু খেতে আজও শেখেনি। তা তুমি বল রোজ রোজ ছেলে পিলে ও আমার জন্য তোমার ঢের খরচ হয়, খরচ কমান উচিত। তাই আজ হ'তে ওর দুধ নেওয়া ছেড়েছি, খিদের জ্বালায় ছেলে কেঁদে সারা হচ্ছে। কান্না শুনেও আবার তুমি বিরক্ত হও!

রামগতি। দুধ নেওয়া ছেড়েছ, বেশ কোরেছ, তবু যাহোক এক বিষয়ে অপব্যয়টা কম্‌লো। ছেলে দুই একদিন দুধ খাওয়ার আবদার কোরে কোরে শেষে আপনি চুপ করিবে। তুমি ওর কান্নাতে কান্ দিওনা। আমি আজও মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য গুটিকত কথা বোল্‌তে চাই। তোমাকে সর্ব্বদা বোলে এসেছি, যে তোমার ও তোমার রাবণের গোষ্ঠী ছেলেদের জন্য আমার এত খরচ পড়্‌ছে যে তাহা কুলন করা আজকাল আমার মতন লোকের পক্ষে ভারি দুষ্কর হোয়ে উঠেছে। তোমাদের গোলমাল না থাক্‌লে আমার একা মানুষের আর খরচ কিসের? (জ্যেষ্ঠপুত্রের একখানা কাগজ হাতে করে প্রবেশ।)

জ্যেষ্ঠপুত্র। বাবা! আমি একাগজ খানা মাটীতে কুড়িয়ে পেয়েছি, এ নিয়ে কি করব?

রামগতি। কিসের কাগজ?

পুত্র। দরজীর একটা বিল, গত বছর তোমার ১০০০ হাজার টাকার কাপড় তোয়ের হয়েছে বোলে লেখা আছে।

রামগতি। আ মর এ ছেলেটা কোথাকার হতভাগা! তোর ওসব খবরে দরকার? বাপ পরম গুরু, তার প্রতি আজ পর্য্যন্ত একটু ভয় ভক্তি হল না। তোর গতিটা কি হবে, তাই ভেবে আমি অস্থির। (গৃহিণীর প্রতি) বলি তোমার ছেলেগুলি যে আমার প্রাণান্ত কোরে ছাড়বে। চাকর সঙ্গে দিয়ে ছেলেটাকে এখুনি তোমার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। তাতে খরচ আর উৎপাত দুই কম্‌বে। তারপর যে কথা বল্‌ছিলেম তা শেষ করি। তোমাকে বিয়ে কোরেছি বোলেই যে তোমার ও তোমার ছেলেদের যত খরচ লাগ্‌বে তা দেওয়ার জন্য আমি দায়ী এভাবা তোমার যারপর নাই ভুল। আমি দেখ্‌ছি বিয়ে করবার চেয়ে পুরুষের পক্ষে ঝক্‌মারি আর কিছু নেই। তোমার কোলের ছেলেটার জন্য একটা চাকরাণী রয়েছে, কেন? এটা কি অপব্যয় নয়? চাকরাণী ভিন্ন কি ছেলে

মানুষ হয় না? তোমার এ সকল বাবুগিরি কিন্তু ছেড়ে দিতে হচ্চে। কালথেকে চাকরাণীকে জবাব দিতে হবে। (একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আজ্ঞে! কি,—লার দোকান থেকে ২২ ডজন মদ এসেছে, সেগুলি কোথায় রাখতে হবে?

রামগতি। কি উৎপাত! দুদণ্ড যে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা কইব, তার যো নাই। যা উল্লুক, এখন চলে যা। গিন্নি ঘোমটা বন্ধ কোরে এস, আমার কথাটা শেষ কোরে যাই। আমি ঠিক কোরেছি, কাল হতে অমুক বন্ধুর বাড়ীতে খেয়ে আফিসে যাব। তাতে আমার কাজ কর্ম্মের ঢের সুবিধে হবে। আমার সেই বন্ধুর একটী বিধবা ভগী আছে, তার যেমন রূপ তেমনি গুণ, কথা শুন্‌লে শরীর জুড়ায়। যাক্‌, সে সব কিছুনয়, কেবল আমার কাজের সুবিধে হবে বোলেই সেখানে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কোরেছি। এদিকে তোমাদের খাওয়া খরচ যত কমাতে পার তার ত্রুটি করো না। একটা রাঁধুনী রাখবার কোন দরকারও দেখ্‌ছি না। কাল হতে তুমি নিজেই রান্না করো। ঘরে বোসে বোসে তোমাদের কোন প্রকার শরীরচালনা হয় না, কাজে কাজে তোমার শরীরও ভাল থাকবে। অদ্যাবধি ন্যায্য খরচ যা লাগ্‌বে, তা দিতে আমি সর্ব্বদা রাজি। কিন্তু মেয়ে মানুষে যে ১০ তরকারী সাজিয়ে একথালা ভাত খেতে বসে, আমারি চক্ষে তার মত কুৎসিত দৃশ্য আর কিছু নেই। ছেলেগুলকে যে ভাল ভাল জিনিস আকণ্ঠা পূরে খেতে দেওয়া হয়, আমি তারো একান্ত বিরোধী। ছেলে মানুষ, ওরা ভাল দামি জিনিসের স্বাদ কি বুঝে? ভাল জিনিস ছেলেদের খাওয়ান আর তা জলে ফেলে দেওয়া, একি কথা। পুষ্টিকর জিনিস খেয়ে ওদের কি দরকার? ছেলেদিগকে কি মানসিক কোন শ্রম কর্ত্তে হয়? তোমাদের জন্য আমাকে এত খাটতে হয় বোলেই রোজ ৫ সের দুধ না খেলে চলে না। তোমাদের জন্য সব টাকা খরচ হয়ে যায়, নতুবা আহারের জন্য আরো ভাল বন্দোবস্ত করা আমার পক্ষে দরকার। আমি মরে গেলে তোমাদিগকে কত কষ্ট

পেতে হবে, সে কথাটী মনে রেখে, নিজেরা কষ্ট স্বীকার কোরে যে প্রকারে হোক আমার খাওয়া দাওয়ার ভালরূপ যোগাড় করা তোমার কর্ত্তব্য। একথা যে আজও বুঝলে না তাতেই দুঃখ।

এখন যাই ৮০০ শ টাকায় যে একটা ঘোড়া কিনেছি সেটা কেমন চলে দেখতে হবে। ঘোড়ায় আমার তত সক নেই। কিন্তু ডাক্তার বারে বারে বলেন, কোন প্রকার ব্যায়াম ভিন্ন আমার শরীর ভাল থাকবে না, তোমাদিগের কথা ভেবে, শরীর রক্ষার জন্য আমাকে সব স্বীকার কোর্‌তে হয়, কেন না তোমাদিগকে প্রতিপালন করবার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। (নিক্রান্ত)

দেশ ভ্রমণ।

লুক্‌হেমবর্গ রাজপ্রাসাদ ও বাগান ঃ—যাঁহারা গত ৩।৪ মাসের ফরাসী রাজনৈতিক বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত থাকিবেন যে এই রাজপ্রাসাদে সিনেট মহাসভা আসীন। ফরাসিস দেশের বর্ত্তমান শাসন কার্য্য দুইটী সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়। তাহাদের একটির নাম সিনেট ও অন্যটির নাম ডেপুটীদিগের গৃহ। ডিপুটী বা সাধারণ প্রতিনিধিগণ সমগ্র অধিবাসীদিগের দ্বারা মনোনীত হন। তাঁহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা বোধ হয় পাঁচ শত হইবে। সিনেট সভার সভ্যগণ ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল নাগরিক সভা আছে, তাহাদের কর্ত্তৃকই মহা সভায় প্রেরিত হন। দুইয়ের একমত না হইলে কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কেবল সাধারণ প্রতিনিধিগণই আয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। দুই সভা একত্রিত হইয়া সমগ্র ফ্রান্সের একজন প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নিয়োগ করেন। অল্প কাল হইল যুবরাজ নেপোলিয়ানের মৃত্যু হওয়ায়, বোনাপার্ট দলের সাধারণ-তন্ত্র প্রণালী উচ্ছেদন করিয়া, পুনরায় কাহাকেও সম্রাট করিবার যে আশা ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়াছে।

ফ্রান্সে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার সাধারণ তন্ত্র নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু লোকেরা রাজনীতি শাস্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া প্রভূত ক্ষমতা হস্তে লইয়া তাহার অপব্যবহার করিল, এ জন্য শাসনকার্য্য সুন্দররূপে চালাইতে পারিল না। এই তৃতীয় বারে প্রায় নয় বৎসর হইল সাধারণ তন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে সাধারণ লোকদের শিক্ষা ও বাণিজ্য-উন্নতি দেখিয়া ইউরোপীয় ও আমাদের সকলের আশা হইতেছে যে ইহা স্থায়ী হইয়া ফ্রান্সের ও ইউরোপের অশেষ উন্নতি বিধান করিবে। জর্ম্মণদিগের সহিত যুদ্ধের পর ফরাসিরা যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরাসীদিগের অধীন করমণ্ডল উপকূলে স্থাপিত পণ্ডিচারী হইতে ডিপুটী বা প্রতিনিধি পারিস্‌নগরে প্রেরিত হয়। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাসভা ভারসেলিস্ নগরে ছিল, কয়েক মাস হইল মহাসভার সিনেটরমণ্ডলী এই রাজপ্রাসাদে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রাসাদটী দেখিতে অতি সুন্দর—প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম তল গৃহে আরিষ্টাইডিস, লিওনিদাস, পেরিক্লিস্, সিসিরো প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। ইহা ভিন্ন 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'কূপ হইতে জল উত্তোলন' ছবি দুইটী আমাদের মনে জাগরূক হইতেছে। দ্বিতীয়তলে বিখ্যাত চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক চিত্রিত নানা চিত্রপট রহিয়াছে। প্রাসাদের এক পার্শ্বে, পারিসের প্রধান শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী (Prefect) বাস করেন। প্রাসাদ হইতে বাগানটী দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

প্রাসাদের সম্মুখেই একটী ছোট দীঘী, তাহার মধ্যে অনেক ফোয়ারা আছে। সকল ফোয়ারা অপেক্ষা পার্শ্বেরটী অত্যন্ত বড়, তাহাতে গ্রীক দেব দেবীদিগের মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে বাগানে নানা ফুলের শোভা--ছায়াবান্ বড় বড় বৃক্ষের নীচে ছেলেদের ক্রীড়া, ও দিকে বড় ফোয়ারা হইতে বেগে জল নির্গমন ও মধ্যে মধ্যে ফ্রান্সের রাজ্ঞীগণ এবং জোয়ান অব্ আর্ক, মেরী ষ্টুয়ার্ট

প্রভৃতি বীর নারীদিগের মূর্ত্তি দৃশ্যে লুকৃহেমবরগ্ বাগান অতি মনোহর হইয়া থাকে। এ প্রকার বাগানের সৌন্দর্য্য ইউরোপের কোন রাজনগরীতে দৃষ্ট হয় না।

হোটেল ডি ইন্‌ভেলিড্ বা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের আশ্রয় ও প্রথম নেপোলিয়নের সমাধি স্থানঃ—পারিস্ নগরের যে ভাগ হইতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় গিল্‌টি করা এই উচ্চ গুম্বজ যেন আকাশ পানে চাহিয়া আছে প্রতীয়মান হয়। এ সৈন্য আশ্রমে অন্যূন পাঁচ সহস্র লোক সমাবেশের স্থান আছে। প্রধান তোরণ দ্বারের সম্মুখে একটী মনোহর উদ্যান আছে, তাহার কোন কোন স্থানে বৃহৎ ২ কামান সুসজ্জিত রহিয়াছে। এ সকল কামান বিনিসীয়, ওলন্দাজ, অষ্ট্রীয়, প্রুসীয়, রুসীয় ও আলিজিরীয় যুদ্ধে লুণ্ঠন স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ইহার ভিতরে সৈন্যদিগের আহার ও বিশ্রাম স্থান, ধর্ম্মালয়, পুস্তকালয় ও নানা যুদ্ধে জয়লব্ধ দ্রব্য যেরূপ ফরাসিদিগের স্বজাতীয় সভ্যতার চিহ্ন, সেইরূপ তাহাদিগের উচ্চ গৌরবের কারণ বলিয়াও প্রতীয়মান হয়।

প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে বিখ্যাত প্রথম নেপোলিয়নের সমাধি। উপরের গুম্বজটী ৪০ টী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। সেণ্টহেলেনা দ্বীপ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের অস্থি প্রভৃতি এ স্থানে আনীত হয়। ভিতরে প্রবেশ করিতে সম্মুখে শ্বেত পাথরের রেলস্থারা বেষ্টিত সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে নানা রঙ্গের কাচ থাকায় সূর্য্যকিরণে বিভিন্ন প্রকার বর্ণের জ্যোতি প্রতিভাত হয়। চারি দিকের কারুকার্য্য বড়ই পরিপাটী। সমাধির এক কোণে নিম্নলিখিত কথাটী লিখিত আছে ঃ—"যে ফরাসি লোকদিগকে আমি এত ভাল বাসিয়াছি, তাহাদের মধ্যেই যেন সীন নদের পারে আমার দেহ ভস্ম রক্ষিত হয়, এই আমার বাসনা।"

অধুনাতন সময়ে পারিসের উত্তর প্রান্তে সাধারণ লোকদিগের বাসস্থানের মধ্য স্থলে কৃত্রিম পাহাড় হ্রদ সমন্বিত একটী মনোরম

বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। যে স্থান পূর্ব্বে কঙ্কাল অস্থি ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি দুর্গন্ধময় দ্রব্যে পরিপূরিত ছিল, এখন তাহাতে উচ্চ পাহাড়, ঝরণা, হ্রদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। যাহাতে দীন শ্রমজীবিদিগের আরাম ও নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ হয়, তজ্জন্য সভ্য জাতিরা কত প্রকার উপায় বিধান করিতেছেন। এই বাগানের ভিতর একটী উচ্চ কৃত্রিম পাহাড় আছে, তাহাতে আরোহণ করিলে সমগ্র পারিস্ নগর দৃষ্ট হয়। কতকদূর অগ্রসর হইলে হ্রদের মধ্যভাগ হইতে উত্থিত প্রস্তরের স্তম্ভোপরি একটী সুন্দর দালান দেখা যায়। তথা হইতে জল কত নীচে বোধ হয়। দুইটী সাঁকো দ্বারা এক পার হইতে অপর পারে ইহা সংযোজিত। হ্রদের চারি দিকে বড় বড় বৃক্ষ, তাহার তলে বসিবার স্থান আছে। এক দিকে হ্রদে জলচর পাখিদের ক্রীড়া ও সন্তরণ দৃশ্য, অন্য দিকে বিশ্রাম ঘরের প্রাঙ্গণে সমবেত বাদনের ধ্বনি, আবার আর এক স্থানে ঝরণা পাতের শব্দ। এ সকল গুলি মিলিত হইয়া বট্‌লাম বাগানটীকে বড়ই মনোহর করিয়াছে।

আমরা এখন পারিসের একটী প্রসিদ্ধ সমাধিস্থল বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। এস্থানটীর নাম পিরলা সেইন্। এস্থানে অনেক প্রসিদ্ধ ফরাসি মহাত্মার মৃত দেহ নিহিত আছে। এখানে আমরা খ্রীষ্টানদের সমাধি মধ্যে একটী মুসলমানের গোর স্থানও দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। সমাধি স্থানটী পাহাড়ের উপর স্থাপিত। বলা বাহুল্য যে অনেকগুলি সমাধি মন্দির সুন্দর প্রস্তর ও কারু কার্য্যে শোভিত। যাঁহারা ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন, তাঁহাদের মন্দির মধ্যে ন্যায়ের কল্পিত মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। এস্থানে একটি ধর্ম্মমন্দিরও আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে শত শত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ সকল বিদ্যমান থাকায় মনে কেমন গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। নানা রঙ্গের সুগন্ধ পুষ্পেরও বাগান নানা স্থানে আছে। পুষ্পের সৌন্দর্য্যের মত অমর আত্মা সকল পরকালে পরম পিতার নিকট প্রস্ফুটিত থাকে, এ ভাবটি হৃদয়ে আসিয়া কত সান্ত্বনা প্রদান করে। ১৮৭১ সালে, কমিয়ুন

সম্প্রদায়ের অধিকার সময়ে, পিরলা সেইচ, তৎপক্ষীয় সৈন্যদিগের আবাস স্থান ছিল। সে বৎসরের ২৭এ মে দিবসে জাতীয় সৈন্যগণ কর্তৃক দুর্বৃত্ত কমিয়ুন দল পরাজিত হয়।

ক্রমশঃ।

সৎ মা।

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অল্পক্ষণ হইল, এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘাসের উপর জল জমিয়াছে, সর্ব্বস্থান অল্লাধিক পরিমাণে জলময়। এমন সময় মৃণাল আসিয়া বলিল "মা, আমি বাগানে খেলা করিতে যাইব। সরলা অনেকক্ষণ অবধি আমাকে ডাকিতেছে। ঐ দেখ সে কেমন একখানি কাঠের ছোট নৌকা আনিয়াছে, আর এই দেখ আমিও আমার টিনের হাঁসগুলি আনিয়াছি। নৌকা এবং হাঁস সকল জলে ভাসিলে কেমন হইবে!!" এই বলিয়া বালিকা মাতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দরজার দিকে অগ্রসর হইল। মাতা দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীর স্বরে বলিলেন "না মৃণাল, আজ তোমার যাওয়া হইবে না। সবে তুমি দুই দিন হইল ভাত খাইয়াছ, এখনও কাসী আছে এবং ডাক্তার বলিয়াছেন আরও দিনকতক বিশেষ সাবধানে না থাকিলে পুনরায় অসুখ বাড়িবার সম্ভাবনা।" বালিকার মুখ রক্তবর্ণ হইল, সে মাতার হাত ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বিরক্তি সহকারে "না আমি যাব" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মাতা কত প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে শুনিবে না। মৃণালের বয়স আট বৎসর মাত্র, কিন্তু মাতৃহীন শিশু বলিয়া সকলের নিকট সে এত অধিক আদর পাইয়াছে যে কিছুতেই আর এখন তাহাকে বশে রাখা যায় না। সে জানে দিদিমা, পিসিমা সকলের নিকট কাঁদিলেই আমার জিত হয়; আমি যাহা চাই, তাহা তাঁহারা না দিয়া থাকিতে পারেন না, সুতরাং কাঁদিলেই

আমার ইচ্ছামত কাজ করিতে পাইব এই ভাবিয়া সে প্রাণপণ চিৎকারে কান্না ধরিয়াছিল।

মৃণালের পিতার দ্বিতীয় সংসার করা অবধি মৃণালের দিদিমা ভয়ানক বিরক্ত। মায়া করিয়া মৃণালকে পিত্রালয়ে আসিতে দিতেন না, যাহাতে সৎমার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জন্মিতে পারে এমন সকল কথা বলিয়া কোমল শিশুর মনকে পিতা মাতা উভয়ের প্রতি অনুরাগ-শূন্য করিবার চেষ্টা পাইতেন। শিশুর দোষ কি? যেমন শিক্ষা দিবে সে তেমনি হইবে। কুশিক্ষার দোষে শৈশব হইতেই মৃণালের বাল-সুলভ সরলতা ও প্রফুল্লভাব স্ফুরিত হইতে পায় নাই। যতপ্রকার মন্দ কুটিল ব্যবহার, অভ্যাস পাইয়াছিল। মৃণালের মাতা দুই-বৎসরের কন্যা রাখিয়া যান, এখন সে আট বৎসরের। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে পিতাকে বিশেষ দেখিতে পাইত না। নরেশ বাবু অতি বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক ও শান্তপ্রকৃতি। স্বীয় মাতৃহীন তনয়াকে নিজের নিকটে রাখিতে অনেক চেষ্টা পান, কিন্তু উদ্ধতপ্রকৃতি শাশুড়ীর দোষে তাঁহার মনের ইচ্ছা এতদিন মনেই ছিল। কেহ কন্যাকে আনিতে গেলে মৃণালের দিদি মা তাহাকে অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করত ফিরাইয়া দিতেন। "সৎমার কাছে গিয়ে আমার সোণার মেয়ে কালী হয়ে যাবে" এই বলিয়া কাহার কথা শুনিতেন না। বরং যে মৃণালকে আনিতে যাইত, তাহাকেই অনেক কথা শুনিয়া আসিতে হইত।

কতিপয় বৎসর এইরূপে গেলে, নরেশ বাবু আর থাকিতে না পারিয়া অবশেষে সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যাকে বাটীতে আনিলেন। মৃণাল অশিক্ষিত দিদিমার আব্দারে মেয়ে, কি ভাল কি মন্দ কেহ তাহাকে তাহা শিখায় নাই। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল-গহনা, সে জানে ইহাই সর্ব্বস্ব। পিতা তাহার বন্ধু নহেন, কিন্তু শত্রু বিশেষ, নতুবা ঘরে সৎমা কেন? সৎমা কি?—না সকল দোষের—সকল প্রকার মন্দ-ভাবের জীবন্ত মূর্ত্তি! মৃণালের সর্ব্ব প্রকার অকল্যাণের জন্যই

তিনি তৎপিতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ মন্দবিশ্বাস লইয়া মৃণাল পিতৃভবনে আগমন করে। “নির্ব্বোধ বালিকা জানে না এতদিন পরে কাহার নিকট সে আসিল, ঈশ্বর তাহার জন্য কত সুখ শান্তি বিধান করিলেন। তাহার কল্যাণের নিমিত্ত কি মহদাশ্রয়ে সে নীত হইল!” তাই সে কথায় কথায় বিরক্ত হয়, ভাল বাসিয়া যত্ন করিয়া সদুপদেশ সৎশিক্ষা দিতে গেলে রাগ করে। অন্য কেহ বলিলে তত নয়, কিন্তু সৎমা বারণ করিতেছেন বলিয়া সে তাই আজ অত অধিক কাঁদিতেছে। খেলিতে পাইব না তাহা তত নহে, কিন্তু সৎমা কেন যাইতে দিবেন না, তিনি আমার কে? এই মন্দভাবে উত্তেজিত হইয়া বালিকা এ প্রকার করিতেছে। নরেশ বাবুর পত্নী অতি গুণবতী, উপযুক্ত পিতা মাতা এবং স্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করিলে যে উচ্চ হৃদয় লাভ করা যায় ইঁহার তাহাই ছিল। তাঁহার কোমল স্বভাব, ও সরল প্রকৃতি, সুশিক্ষার গুণে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সন্তানকে কিরূপে সৎপথে আনিতে হয়, স্বীয় গুণবতী মাতার যত্নে তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কোন সন্তান দেন নাই সত্য, কিন্তু ধার্ম্মিকা পত্নীর সপত্নী-তনয়ার দ্বারা সে স্থান পূর্ণ হইয়াছিল। স্বীয় অপত্য নির্ব্বিশেষে মৃণালকে পালন করিতে লাগিলেন। দুরন্ত বালিকা কিছুতেই মাতার কথা শুনে না। একদিন বলিল, আমার মা থাকিলে নিশ্চয় আমাকে খেলিতে যাইতে দিতেন। কিন্তু জানে না এই একটী কথায় সৎমার কোমল হৃদয়ে কত আঘাত দিল। অবোধ দুর্দ্দান্ত সন্তানকে বশীভূত করা কত কঠিন সকলেই জানেন, বিশেষতঃ সৎমার উপর এই ভার পড়িলে আরও কত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। নরেশ বাবু কন্যাকে অতিরিক্ত স্নেহ করেন, একদিন কাঁদিতে শুনিয়া বিরক্তি সহকারে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “যাও মৃণালকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে দাও। অত কাঁদিতেছে, আশ্চর্য্য, তোমার একটু মায়া দয়া নাই।” যে ভাবে নরেশ বাবু এই কথাগুলি বলিলেন তাহাতে স্ত্রীর

মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল, নিঃশব্দে তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সন্তানকে যত স্নেহই করুন না কেন, মৃণালের মাতা মন্দ ভাল বাসায় সন্তানের অনিষ্ট করিবার লোক নহেন। যিনি যত বিরক্ত হউন না কেন, বিবেকের ও ধর্ম্মবুদ্ধির অনুরোধে, সপত্নী-তনয়ার প্রতি নিঃস্বার্থ অকপট স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার উচ্চ হৃদয় মৃণালের শুভকামনায় নিযুক্ত হইয়াছিল। স্বামীর বিরক্তি, কন্যার দুর্ব্ব্যবহার, প্রতিবাসীগণের অন্যায় অপবাদ, কিছুতেই তাঁহাকে সেই পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। (ক্রমশঃ)

সংযুক্তা হরণ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

শুভ্রোপলে বান্ধা মূল, সুন্দর দর্শন !
ঊর্দ্ধে পর্ণ-চন্দ্রাতপে নিবারে কিরণ,
মধ্যে রম্য সিংহাসন মরকত ময়,
ষড়স্র * স্ফটিকময় শোভে স্তম্ভ-ছয়।
অপূর্ব্ব কৌশলে তায় শিল্প বিন্যাসিয়া
স্তবকে স্তবকে পুষ্প রেখেছে গাঁথিয়া !
পাদপীঠে প্রস্রবণ করে কল কল,
উগারিছে সুনির্ম্মল সুধাময় জল।
সংসর্পে † প্রবাহ মৃদু ভাবে ঘুরে ফিরে
মিশিয়াছে উদ্যানের সরোবর নীরে।
ছায়াময় শিলা গৃহ শৈত্য-নিকেতন,
সুমন্দ সমীর স্নিগ্ধ বহে অনুক্ষণ ;
চারিধারে বিকশিত কুসুম নিচয়,
সুরভি সুগন্ধে দিক সদানন্দময়।
দিবা নিশি কূজনিছে বিহঙ্গমাগণ,

---

* ছয় মুখ বা কোণ বিশিষ্ট। † সর্পাদির গমনবৎ গমন।

অশোক নিকুঞ্জ বন, অশোক ভবন।
ধীরে ধীরে কুমারীরে ধরিয়া যতনে
বসাইলা সহচরী রত্ন সিংহাসনে,
আর্দ্রিয়া অঞ্চল স্নিগ্ধ ঝরণার জলে
মুছাইলা সাশ্রমুখ,—প্রফুল্ল কমলে
মৃদুল আসার ধার মুছায় যেমন
শরদে, নীরদপূর্ণ সুধাংশু বদন।
তিতিল ঈষৎ স্ফীত কপোল পাটল,
প্রভাত-নীহারে যথা প্রক্ষালিয়া দল
হাসিলা কুসুমেশ্বরী গোলাব সুন্দরী।
হৃদয় কমলে বারি আসিঞ্চন করি,
কোলে করি প্রিয় আলী করেন ব্যজন,
সান্ত্বনিতে কন কত আশ্বাস-বচন।
"নৃপসুতা, বৃথা চিন্তা, কিসের কারণ?
ভবিতব্য-লিপি কভু হয় কি খণ্ডন?
ভাগ্যে যদি থাকে বর হস্তিনা ঈশ্বর,
কার সাধ্য লয় তাহা করে, ধরাপর?"
সহস্র কৌশল মন্ত্র করুন রাজন,
যা হবার হবে তাহা না হবে বারণ।
তোমার মতন দেবী ভীষ্মকনন্দিনী
পাইলেন কত দুঃখ, জান-তো কাহিনী
সকলের আকিঞ্চন শিশুপাল সনে
বিয়া দিতে তাঁর, কিন্তু দেবকী নন্দনে
মনে মনে চারুশীলা করিয়া বরণ
দ্বারাবতী পুরে দূত করিলা প্রেরণ।
বার্ত্তা শুনি যদুমণি সত্বর হইয়া
বিদর্ভ নগর মাঝে সহসা আসিয়া,

পরিণয় সভা হতে করিয়া হরণ
রুক্মিণীরে, ফিরে গৃহে করিলা গমন ।
তেমতি জানিবে সখি, নিশ্চয় নিশ্চয়
পত্রপাঠ মাত্র আসি হবেন উদয়
স্বয়ম্বর সভা স্থলে পৃথু নৃপমণি ;
যাচিয়া আসিলে মণি ছাড়ে কি, সজনি,
শুনিয়াছ, কেহ কভু ? তৃষিত সদন
অগ্রসর বারি, ভাগ্য না জানি কেমন !”
　নীরবিলা সহচরী কৌতুকে—সম্ভ্রমে
অবনত স্মিতানন, ঈষদ সরমে ।—
সমীরণ-কর্ণে ঢালি সুরভি বারতা
লজ্জা-অবনত-মুখী মধুমল্লী যথা ।
অপাঙ্গে নিরখে নৃপ-সুতার বদন ।
ভ্রমর-ঝঙ্কার-নিনাদিত সমীরণ
পরশে সরসে সুখ প্রভাত সময়
সর্ব্বরী সুন্দরী যথা বিকসিত হয় ।—
মৃছ বিকসিত মুখ মধুর রহাসে,— *
অধরে ঈষত হাসি, ত্যজি মৃদুশ্বাসে,
অপূর্ব্ব সরম রাগে রঞ্জিত নয়নে,
চাহি সখী পানে, বালা অমিয় বচনে ;
“চির প্রিয় সহচরি, সুভাষী সুরলে।
সুনির্ম্মল স্বচ্ছ পূত সুরলার জলে †
স্নিগ্ধ যথা তাপি দেহ—স্নিগ্ধ দগ্ধ-প্রাণ,
সুরলা তোমার কথা অমৃত সমান ।
নিরাশে সঞ্চারে আশা, উপজয়ে বল,
কোথায় শিখেছ, সখি, এহেন কৌশল ?
এত যে দুঃখের দশা, হাসি হাসি মুখ

* পরিহাসে　　　　† গঙ্গা ।

দেখিলে তোমায়, তবু হয় যেন সুখ!
আপনারে ভুলে যাই তোমা মনে হলে!
সংযুক্তার কেহ আর নাহি ভূমণ্ডলে
তোমারই, প্রিয়সই, হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া মনের কথা কারে কব আর!

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য শিক্ষা।

(১৭৭ সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠার পর)

২য় অধ্যায়।

কোন মনুষ্যই একেবারে জ্ঞানবান্ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। অজ্ঞান অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, ক্রমে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে নানাপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানবান্ ও কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে থাকে। কিছু না কিছু শিক্ষা করা মনুষ্যের সম্বন্ধে স্বাভাবিক। জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে শিক্ষাবৃত্তিরও সঞ্চার হয়। অতএব ইচ্ছা না করিলেও ক্রমে মনুষ্যের নানাবিষয়িণী শিক্ষা আপনা হইতেই ঘটিয়া উঠে। যখন কোন না কোন প্রকার শিক্ষা হইবেই হইবে, তখন ইচ্ছা ও যত্ন করিয়া কোন ভাল বিষয় না শিখিলে মন্দ বিষয়ের শিক্ষা ঘটে। একজন বিজ্ঞলোক বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য কার্য্যের অভাবেই অকার্য্যে লিপ্ত হয়। বস্তুতঃ নিকর্ম্মা মনুষ্যই অধিক পরিমাণে পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিতে ভাল বাসে এবং হাতে কোন ভাল কার্য্য না থাকিলে মন্দ কার্য্যে লিপ্ত হয়। এবিষয়েও একটি স্ত্রী কবি উক্তি আছে যথা—

"নিকেমো কি করে?
ঘর ভেঙ্গে দোর করে।"*

* নিকেমো—নিষ্কর্ম্মা। দোর—দুয়ার।

বহুদর্শী বিজ্ঞগণ ভূয়োভূয় বলিয়াছেন যে মনুষ্যের জ্ঞান শিক্ষা ও কার্য্য শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র আলস্য করা উচিত নহে। যিনি উহাতে আলস্য করেন, সঙ্গদোষে তাঁহার মন্দ শিক্ষা ঘটে, সুতরাং তিনি কি ইহকাল কি পরকাল, উভয় কালই সুখে বঞ্চিত থাকেন।

পশুরা কোন ভাল বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, এ সকল শিখিতে পারে না, কেন না ঈশ্বর উহাদিগকে ঐ সকল শিক্ষা করিবার সামর্থ্য দেন নাই। ঐ সকল শিখিবার সামর্থ্য কেবল মনুষ্য জাতিরই আছে, এজন্যে কেবল মনুষ্যেরাই উহা শিখিয়া থাকে। মনুষ্য ঐ সকল গুণ শিক্ষা দ্বারা আত্মার উন্নতি সম্পাদন করে বলিয়া পশু অপেক্ষা সুখী ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে মানব উহা আত্মগত করিতে না পারেন, তিনি পশুর সমান—বরং পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া যান। পশুদের স্বভাবক্রমে তাহাদের কোন বিশেষ প্রকার পাপ শিক্ষা ঘটে না, কিন্তু মনুষ্য শিক্ষানিবিষ্ট না হইলে দুর্নিবার অসাধু ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করিতে থাকে। এই পরীক্ষা সিদ্ধ কথাটী প্রাচীন কালের স্ত্রী-কবিরাও জানিতেন যথা—"বসে বসে খুটি দুটি, অভাগী যেন পাপের কুটি।"ভাব এই যে, যে নারী কোন আত্মহিত-কর কার্য্য করিতে ভাল বাসেনা? নিদ্রা, বিলাস, শয়ন, আলস্য সুখ লইয়াই থাকে, সেই নারী নিশ্চয় অভাগ্যবতী হয়। নিষ্ক্রিয় থাকা মানব স্বভাবের বিরুদ্ধ, সুতরাং ভাল কার্য্যে লিপ্ত না থাকিলে খুটি দুটি অর্থাৎ বৃথা বা নিস্ফল কার্য্য করিতে হয়। বৃথা কার্য্যে রত হইলে ক্রমে পাপ সঞ্চার হয়, রোগ শোকাদি উপস্থিত হয়, সুতরাং সে অভাগ্যবতী হয়।

অনেকে মনে করেন যে, লিখিতে আর পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল; বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা বড় ভ্রম। যদি কার্য্য শিক্ষা না হয়, ক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানার্জ্জন, সুনীতি, সদাচার, গার্হস্থ্য প্রণালী শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে শুক পাখীর মত বৈ পড়া আর ভূমি আঙ্গড়নের তুল্য অক্ষর আঁকিতে শিখায় কি ফল?

কওএকটা অক্ষর আঁকিতে শেখা কখনই মনুষ্য জীবনের প্রধান কার্য্য বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুনীতি, সদাচার ও কার্য্য প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের দাস হইলে সে মনুষ্য অলস, দুর্ব্বলচিত্ত, অভিমানী, কার্য্যাক্ষম হইয়া যায়, বিলাসী, বাবু ও অহঙ্কারী হয়। অতএব কেবল অক্ষর আঁকিতে বা পড়িতে না শিখিয়া যদি লেখাপড়ার ফল শিখিতে পারে, তাহাহইলে ক্ষতি নাই। দেখা যায়, অনেকে লিখিতে কি পড়িতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় লেখা পড়ার সার উদ্দেশ্য বা ফল স্বরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, সুনীতি, সদাচার ও কার্য্যদক্ষতা গুণে পরিপূর্ণ। আত্মাতে এই সকল গুণ সম্পাদন করিবার নিমিত্তই লেখা পড়ার প্রয়োজন, নচেৎ পক্ষীর ন্যায় অক্ষর উচ্চারণ করা, আর আঞ্চড়নের ন্যায় আঁকিতে অভ্যাস করাই বৃথা।

লেখা পড়ার এত গৌরব কেন? তাহা যিনি বুঝেন, তিনিই যথার্থ লেখা পড়া শিখিতে পারেন। অল্পায়াসে ও সুবিধা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত যেমন বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ সহজে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার নিমিত্তই অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব লেখা পড়া এক প্রকার যন্ত্রের স্বরূপ।

মনুষ্য সংসারে থাকিয়া অনেক প্রকারে শিক্ষা পায়—কতক দেখিয়া শেখে, কতক বা শুনিতে শুনিতে শিখে, কতক বা ঠেকিয়া শিখে। এই সকল শিক্ষা পিতা মাতা ভ্রাতা বয়স্য ও গুরু প্রভৃতির নিকট হইতেই হয়। ফলতঃ যাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, সে যে কোন প্রকারে হউক, শিখিতে পারে সন্দেহ নাই। প্রাচীন স্ত্রীকবিরা এবিষয়ে এইরূপ উদাহরণ দিয়া থাকেনঃ—

"যে শেখে সে শেখে।
ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে॥"

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতি অর্জনভার আর গৃহিণীর প্রতি গৃহস্থাসির ভার ন্যস্ত আছে। সুতরাং গৃহস্থ ও গৃহিণীর

অগ্রে ইহা দেখা আবশ্যক যে, অর্জন-বিদ্যার অঙ্গ কি এবং গৃহস্থালি বিদ্যার অঙ্গ কি ? অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, কৃষি, বাণিজ্য শিল্প, রাজকার্য্য, সঙ্গীত, এই সকল বিদ্যা উপার্জ্জনের অঙ্গ ; এবং শিল্প, কার্য্যবিধান, স্বাস্থ্য বিধি, পুত্র ভৃত্যাদি পালন, সদাচার, পরিচর্য্যা, ও রন্ধন বিদ্যা এই সকল গৃহস্থতার অঙ্গ। অতএব যথার্থ যাহা উপার্জনের অঙ্গ, গৃহস্থ শ্রেণীর পুরুষের তাহাই শিক্ষা করা এবং গৃহিণী জাতীয় নারীর গৃহস্থালির অঙ্গ বিদ্যা করা অত্যাবশ্যক। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিনয় ও সাধুতা প্রভৃতি শিক্ষা করা সকলেরই আবশ্যক। এইরূপ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা করিলে প্রত্যেক সংসার উজ্জ্বল ও সুখময় হয় সংশয় নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত বা ব্যতিক্রম হইলে কোন ক্রমেই সংসারে থাকিয়া সুখ আশা করা যাইতে পারে না। এই প্রকার নিয়ম যে ভাল, তাহা প্রাচীনা গৃহিণীরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যথা—

রান্না বাড়্না ঘর কন্না
দেওয়া থোয়া করা কর্ম্ম
মেয়ে মানুষের হাতে ;
আনা নেওয়া করা কর্ম্ম পুরুষ মানুষের মাথে।

বারি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

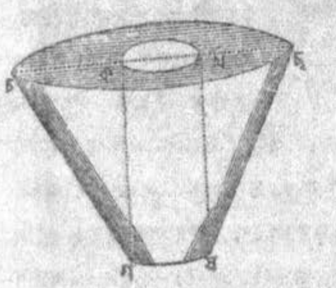
যদি কোন ধাতুময় পাত্র এ প্রকারে নির্ম্মিত হয় যে তাহার এক পার্শ্বে একটী মাত্র রন্ধ্র থাকে, এবং যদি সেই পাত্র জল-পূর্ণ করিয়া তাহার সেই রন্ধ্র মধ্যে একটী শলাকা দৃঢ়রূপে নিবেশিত করিয়া সমুদ্রে অথবা অন্য কোন গভীর জলাশয়ে নিমগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় সেই পাত্র ক্রমে ক্রমে যত মগ্ন হইতে থাকে, উল্লিখিত শলাকা উপরিস্থিত জলরাশির ভারে তাড়িত হইয়া সেই জলপাত্রের অভ্যন্তরে তত প্রবিষ্ট হয়। জলাশয়ের গর্ভমধ্যে কোন্ স্থানের জল উপরিস্থ জলরাশির ভারে কত নিপীড়িত হইয়া আছে, তাহা উক্তরূপে অবধারিত হইতে পারে।

স্রাবী পদার্থ অন্যান্য দিকের ন্যায় উর্দ্ধদিকেও নিপীড়িত ও গমনোন্মুখ হইয়া থাকে। কোন জলপূর্ণ পাত্রের এক স্থানে হস্ত মগ্ন করিলে, অন্যান্য স্থানের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ভৃঙ্গার বা গাড়ু জলে পূরণ করিবার সময়ে তাহার নলের মধ্যেও জল উত্থিত হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। উহার মুখ দিয়া জল ঢালিলে, সে জল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অধোদিকেই পতিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভৃঙ্গারের মধ্যে লবণ অথবা বালুকা নিক্ষেপ করিলে, সে লবণ বা বালুকা কদাচ নলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না, কারণ তরল বস্তু যেমন উর্দ্ধদিকে সকল দিকে নিপীড়িত হয়, কঠিন বস্তু সেরূপ হয় না। জল উর্দ্ধাধঃ পার্শ্ব সকল দিকেই নিপীড়িত হয়, এই নিমিত্ত ভৃঙ্গারের মধ্যে জল অধোদিকে পতিত হইয়াও উর্দ্ধদিকে নলের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হয়।

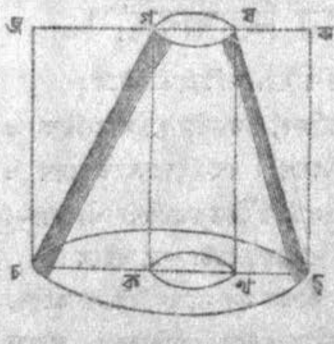
যে জলাধার যত উচ্চ ও যে জলাধারের তলা যত প্রশস্ত তাহার সেই তলা জলের ভারে তত আক্রান্ত হয়। যদি দুইটী কূপের মধ্যে একটীর জল পাঁচ হস্ত গভীর, এবং দ্বিতীয় কূপের জল দশ হস্ত গভীর

হয়, তাহা হইলে যে কূপের জল পাঁচ হস্ত গভীর, তাহার তলা উপরিস্থ জলের ভারে যত আক্রান্ত হয়, দ্বিতীয় কূপের তলা তদপেক্ষা দ্বিগুণ আক্রান্ত হইয়া থাকে। আর যদি দুইটী কূপ সমান গভীর হয়, কিন্তু একটীর তলা দ্বিতীয়টীর তলা অপেক্ষায় দ্বিগুণ প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বিগুণ প্রশস্ততল কূপের তলা উপরিস্থ জলের ভারে অপর কূপের তলা অপেক্ষায় দ্বিগুণ আক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই স্থলে যে জলপাত্রের চিত্র প্রকাশিত হইল, গ ঘ তাহার

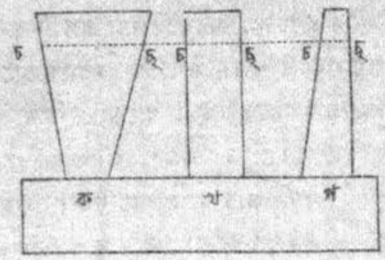


তলা ও চ ছ তাহার মুখ। উহা জলপূর্ণ করিলে, ক খ ঘ গ চিহ্নিত স্থানে যে প্রমাণ জল ধরে, উহার তলা সেই প্রমাণ জলের ভারে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ পাত্রের অন্তর্গত ক খ ঘ গ চিহ্নিত স্থান ভিন্ন, অন্য স্থানে যত জল ধরে, তাহার ভার ঐ পাত্রের তলার উপর কিছুমাত্র পতিত হয় না। ঐ পাত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ অন্য



একটী পাত্রের চিত্রময় প্রতিরূপ এস্থলে প্রকাশিত হইল। চ ছ ইহার তলা, এবং গ ঘ ইহার মুখ। এই পাত্রের তলা অবধি মুখ পর্য্যন্ত সমুদায় ভাগ চ ছ ঝ ঞ চিহ্নিত আকার ধারণ করিলে, তাহার তলা উপরিস্থিত জলের ভারে যত আক্রান্ত হইত, চ ছ ঘ গ চিহ্নিত পাত্রের তলাও তত আক্রান্ত হইয়া থাকে। কারণ ঐ উভয় পাত্রই সমান উচ্চ এবং উভয়েরই তলা সমান প্রশস্ত।

জলপাত্রের তলার আয়তন ও তত্রস্থ জলরাশির উৎসেধ বা উচ্চতা ব্যতিরেকে পাত্রের আকার বিশেষাদি অন্য কারণ দ্বারা তাহার জলের নিপীড়ন শক্তির ইতর বিশেষ হয় না। এই স্থলে, ক, খ, গ, চিহ্নিত তিনটী পাত্রের চিত্র প্রকাশিত হইল। ঐ তিনটী পাত্র সমান উচ্চ, ও উহাদের তলা সমান প্রশস্ত, কিন্তু উহাদের আকার ও আয়তন বিস্তর বিভিন্ন। যদি ঐ তিন পাত্র সমান উচ্চ চ ছ রেখা পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ তিনেরই তলা উপরিস্থিত জলের নিপীড়নবলে তুল্যরূপে নিপীড়িত হয়। যদি উহাদের তলা সমান প্রশস্ত না হইত, অথবা উহারা সমান উৎসেধ পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে, প্রত্যেকের তলা উপরিস্থিত জলপুঞ্জের নিপীড়ন বলে কদাচ সমান নিপীড়িত হইত না।



বঙ্গমহিলা সমাজের নিয়মাবলী।

১। এই সভা বঙ্গমহিলা সমাজ বলিয়া অভিহিত হইবে।

২। বঙ্গ মহিলাগণের আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ ও বক্তৃতা, সামাজিক সম্মিলন, নারী জাতির হিতকর বিষয় আলোচনা এবং অন্যান্য উপায়ে সভার উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হইবে।

৩। 'যে সকল বঙ্গমহিলা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই এ সভার সভ্যরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন। অধ্যক্ষ সভা আবশ্যক বিবেচনায় স্থলবিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন

৪। অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে, একজন সভ্যের প্রস্তাবে ও অন্যের পোষকতায় সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য কাহার নাম উল্লিখিত হইলে, তৎপরবর্ত্তী অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে, তিনি সভ্যরূপে গৃহীত হইবেন

৫। মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইবে। প্রয়োজন হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৬। বঙ্গ মহিলা সমাজের অধিবেশন মাসে অন্ততঃ দুইবার হইবে।

৭। একজন সভ্যের নিকট ক্রমান্বয়ে ৪ মাসের চাঁদা অনাদায় থাকিলে, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কারণে, অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে তাঁহার নাম সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করা যাইতে পারিবে।

৮। সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ইংরেজী বর্ষের প্রথমে সভার বর্ষিক অধিবেশনে একজন সভাপতি ও দুই জন সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। ৬ মাস পরে এই সকল কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তিত বা পুনঃ মনোনীত হইবেন। সম্পাদকদের মধ্যে একজন ধনাধ্যক্ষের কার্য্য করিবেন।

৯। প্রত্যেক সভ্য নিয়মিতরূপে সভাতে উপস্থিত হইবেন। যিনি বিশেষ কারণে আসিতে অক্ষম হইবেন, তিনি পত্রদ্বারা সম্পাদককে তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

১০। সভ্যগণ চাঁদা প্রদান ও অন্য প্রকার চেষ্টা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন।

১১। বিদেশস্থ মহিলাগণেরও এই সভার সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে।

কলিকাতা।
১৮৮০-এপ্রেল্।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।
সম্পাদিকা।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটী ইংরাজ রমণী সর্ব্ব প্রথম হইয়া যারপর নাই গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর ১৭টী রমণীও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২। ইংলণ্ডে কনসার্বেটিব বা রক্ষণশীল দল মন্ত্রিসভা হইতে অবসৃত হইয়াছেন এবং লিবারল বা উদার সম্প্রদায়ের কয়েকটী প্রধান লোক লইয়া একটী নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছে। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী এবং মার্কুইস্ অব হার্টিংটন ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়াছেন।

৩। বৈশাখের প্রথম হইতে সোমপ্রকাশ পত্র পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম। এই পত্র খানি দ্বারা বঙ্গসমাজের মুখোজ্জ্বল ও অশেষ হিত সাধিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ইহা পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবের সহিত দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে।

৪। আরব সাগরে কিসম দ্বীপে লবণের ও কেরসিন তৈলের ন্যায় এক প্রকার তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মস্কাটের সুলতান এই দ্বীপের অধিকারী, তিনি প্রজাদিগকে উক্ত লবণ ও তৈলের বাণিজ্য করিবার আদেশ দিয়াছেন।

৫। কারেল বক নামক এক সাহেব বর্ণিও দ্বীপের মধ্যে ওরাঙ পুনান নামক এক জাতীয় মনুষ্য দেখিয়াছেন। ইহারা আজিও গৃহ-নির্ম্মাণ বা বস্ত্র-বয়ন শিক্ষা করে নাই। ইহারা বন্য ফল মূল ও মাংস খায় এবং মৃত্তিকার উপর বা বৃক্ষতলে নিদ্রা যায়। ইহাদিগের পুরুষেরা কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা গৌরবর্ণ ও সুন্দরী। স্ত্রীলোকেরা এতদূর লজ্জাশীলা যে বক সাহেব অনেক কষ্টে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বামাগণের রচনা।

১

শুন গো ভগিনীগণ—
নববর্ষ পুনরায় আসিল ধরায়,
আজি এপৃথিবী হলো আনন্দ আলয়,
আনন্দে ভাসিল সবে, মহা কোলাহল রবে,

উঠিল আনন্দ ধ্বনি গগন ভেদিয়া,
মোহিত করিল আজ মানবের হিয়া।

২

আজি এ ভারতভূমি—
নববর্ষ আগমনে নূতন জীবন,
ধরিয়া ধরণী শোভে নয়নরঞ্জন,
মুছে ফেলে শোক তাপ,　করে শুধু সদালাপ,
ভাসিল সবার মন শান্তির হিল্লোলে,
নদী যেন বাহিরিল গভীর কল্লোলে।

৩

বিধির করুণাবলে—
কত দিন কত মাস অবাধে যাইল,
কালনদী মহাকালে আবার মিশিল,
উঠ যত ভগ্নিগণ,　ঘুমায়েছ বহুক্ষণ,
চেয়ে দেখ একবার কি সুখের দিন,
থেকোনা অলস হয়ে, মোহেতে মলিন।

৪

আজি এই বর্ষারম্ভে—
দৃঢ় মনে প্রাণপণে হব অগ্রসর,
স্মরিব সহায় সদা জগৎ ঈশ্বর;
এক মনে এক তানে,　জাগাইব সযতনে,
নিদ্রিত রয়েছে যত বঙ্গের ললনা,
বলিব কাতর স্বরে জাগনা জাগনা।

৫

গেল বর্ষ পুরাতন—
ত্যজ নিদ্রা ত্যজ খেদ উঠ ভগ্নিগণ,
অনন্ত উন্নতি মার্গে কর বিচরণ,
বিদ্যারস আস্বাদনে,　কর যত্ন প্রাণপণে,
বুঝিবে বিদ্যার স্বাদ মধুর কেমন,
পেয়ে জ্ঞানালোক সবে খুলিবে নয়ন।

৬

ভেবে দেখ ভগ্নিগণ!
সৃজেছেন জগদীশ রমণী রতনে,
কাটাতে কি চিরকাল অশন শয়নে?
ক্রোধ আর অভিমান,　সবে করি বলি দান,

প্রাণপণে বিদ্যাধনে করি উপার্জ্জন,
আয় গো স্বদেশ হিতে কাটাই জীবন।

৭

ভেবে দেখি একবার—
কিরূপে যেপেছি মোরা অমূল্য সময়,
যে সময় গেলে আর ফিরিবার নয়;
এই নূতন বরষে, এস মনের হরষে,
প্রাণ ভরে করি বিভু গুণানুকীর্ত্তন,
ধন্য ধন্য ধন্য দেব বিঘ্ন বিনাশন।

৮

ঈশ্বর কৃপায় আজ—
সুখ শান্তি সবাকার হইছে সাধন,
করুণা সাগর তিনি জগত জীবন;
বিশেষ করুণা তাঁর, পান করি অনিবার,
জীবিত রয়েছি মোরা পৃথিবী মণ্ডলে,
এস মোরা পড়ি গিয়ে তাঁর পদতলে।

৯

মিলে যতেক ভগিনী—
ভক্তির চন্দন আর প্রেমের প্রসূনে,
এস মোরা পূজি গিয়ে অতি সযতনে,
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর, কেবা পারে বর্ণিবার?
জগতের বন্ধু তিনি কাঙ্গাল শরণ,
অখিল কারণ পিতা অখিল তারণ।

১০

বিশ্বতাত জগদীশ!
পাপী তাপী বলে আমি লয়েছি শরণ,
নাহি মম কিছু জ্ঞান, কর প্রভু জ্ঞান দান,
যদি না চাহিবে তুমি কোথা যাব আমি,
চাহ পিতা একবার চাহ বিশ্বস্বামী।

১১

প্রিয় বঙ্গ বামাগণ!
নবোৎসাহে আজ পূর্ণ করি প্রাণমন,
এস এস যাই মোরা বিভুর সদন,
আজি এই শুভোৎসবে, নবোৎসাহে ভাসি সবে,
জাগাব ভারত-নারী করি প্রাণপণ,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"। শ্রীহেমলতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৮৫ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭—জুন ১৮৮০।	২য় কল্প। ২য় ভাগ।

ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালী।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রস্তাবে আর কিছু বিশেষ বিবরণ পাঠিকাগণের গোচর করিব। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজা, লর্ড সভা (House of Lords) ও সাধারণ সভা (House of Commons) এই তিনটী অঙ্গ দ্বারা গঠিত এবং এই তিনটী একনায়ক তন্ত্র, কুলীন তন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই তিন প্রকার শাসন প্রণালীর প্রতিনিধি স্বরূপ। রাজা বা রাজ্ঞী নামে মাত্র শাসনকর্ত্তা, কার্য্যতঃ মন্ত্রিসভা তাঁহার নাম লইয়া সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। লর্ডসভা ও সাধারণ সভা নামে পার্লেমেণ্ট মহাসভার যে দুই বিভাগ আছে, তাহার কতকগুলি সভ্য মনোনীত হইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা পার্লেমেণ্টের নিকট সমুদায় কার্য্যের জন্য দায়ী। শাসনের কোন ত্রুটি হইলে রাজা বা রাজ্ঞীর প্রতি কোন দোষ অর্পিত হয় না, কিন্তু তজ্জন্য মন্ত্রিসভা সাধারণের বিচারাধীন হয়। যখন একটী মন্ত্রিসভার প্রতি পার্লেমেণ্টের আস্থা না থাকে, তখন পার্লেমেণ্টের অভিপ্রায়মতে রাজাকে অন্য মন্ত্রিদল মনোনীত করিয়া লইতে হয়। অতএব

পার্লেমেণ্টের ক্ষমতাই সর্ব্বোপরি প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পার্লেমেণ্টে দুইটী বিপরীত দল বহু দিন হইতে আছে, পূর্ব্বে তাহাদিগকে হুইগ ও টোরি বলিত, এখন (Liberal) উদার ও (Conservative) রক্ষণশীল বলে। গত কয়েক বৎসর রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা রাজ্য করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতি সাধারণের অনাস্থা হওয়ায় সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধীনে উদার মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছে।

মন্ত্রিসভার সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিকে প্রিমিয়ার বা প্রধান মন্ত্রী বলে। পূর্ব্বে তাঁহার পদস্থ থাকা না থাকা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল, এখন পার্লেমেণ্টের সভ্যগণের সহায়তার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। এক্ষণে সাধারণ সভায় যে দল প্রবল, তাহার নেতাকে রাজা বা রাজ্ঞী প্রধান মন্ত্রীরূপে বরণ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষীয় ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিবার আদেশ করেন। প্রধান মন্ত্রিগণের সভাকে "ক্যাবিনেট" বলিয়াও থাকে। এই সভায় নিম্নলিখিত ৯টী পদধারী ব্যক্তি আছেনঃ—

১ প্রধান মন্ত্রী বা ধনাগারের প্রথম অধ্যক্ষ। (Premier or First Lord of the Treasury)
২ লর্ড চান্সেলর (Lord Chancellor)
৩ কোষাধ্যক্ষ (Chancellor of the Exchequer)
৪ স্বদেশীয় কার্য্য সম্পাদক (Home Secretary)
৫ বিদেশীয় কার্য্য সম্পাদক (Foreign Saeretary)
৬ উপনিবেশের কার্য্য সম্পাদক (Colonial Secretary)
৭ ভারতবর্ষের কার্য্য সম্পাদক (Indian Secretary)
৮ সামরিক কার্য্য সম্পাদক (Secretary-at-War)
৯ মন্ত্রিসভার সভাপতি (President of the Privy council)

মন্ত্রিসভাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পদও মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর ইহার সভ্য সংখ্যা ১৪।১৫ জনের অধিক হয় না:—

অর্ণব পোতের প্রধান অধ্যক্ষ।

বাণিজ্য সভার সভাপতি।

দরিদ্ররক্ষক নিয়ম সভার সভাপতি।

প্রিবি মোহরের অধ্যক্ষ।

আয়র্লণ্ডের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ;

পোষ্ট মাষ্টার জেনারল বা সাধারণ ডাক ঘরের অধ্যক্ষ।

লাঙ্কেষ্টর ডচির চান্সেলর ;

শিক্ষাসভার কমিটীর সহকারী সভাপতি।

যখন কোন মন্ত্রিদল সাধারণ সভার অধিকাংশ সভ্যের আস্থা হইতে বঞ্চিত হন, তখন সচরাচর তাঁহারা পদ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সময় সময় পরাভূত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ না করিয়া পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে নূতন পার্লেমেণ্ট গঠন করিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষীয় সভ্য সংখ্যা অধিক হইবার আশা থাকে। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসভা এই উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন, কিন্তু নূতন গঠিত পার্লেমেণ্টে তাঁহাদিগের সপক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হওয়াতে তাঁহাদিগকে অবসৃত হইতে হইয়াছে। ইংলণ্ডে এক্ষণে যে প্রকার নিয়ম আছে, তাহাতে পার্লেমেণ্ট ৭ বৎসরের জন্য অবস্থিতি করিতে পারে, কিন্তু এই নিয়ম ১৭১৬ সালে স্থাপিত হইয়া অবধি এপর্য্যন্ত কোন পার্লেমেণ্ট ৭ বৎসর কাল স্থায়ী হয় নাই। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে পার্লেমেণ্ট সকলের পরমায়ু পাঁচ বৎসরেরও ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, কেবল যে পার্লেমেণ্ট সম্প্রতি ভঙ্গ হইয়াছে তাহা ৬ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

লর্ডসভা—ধর্ম্মব্যবসায়ী ও বিষয়ী ৪৫২ জন সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া এই সভা গঠিত হয় যথা,

ধর্ম্ম ব্যবসায়ী।

ইংরাজ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ	২ জন
„ ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা বিশপ	৩৪

বিষয়ী।

ইংরাজ পৈতৃক উপাধিধারী	২৮৭
স্কচ ঐ	৪৩
আইরিস ঐ	৭৩
স্কচ প্রতিনিধি (প্রত্যেক পার্লেমেণ্টে মনোনীত)	১৬
আইরিস প্রতিনিধি (যাবজ্জীবনের জন্য)	২৮
	৪৫২

লর্ড চান্সেলর এই সভার সভাপতি। ইহাতে নিম্ন আদালত সকলের আপীলের চূড়ান্ত বিচার হয়। অর্থ সম্বন্ধীয় ভিন্ন অন্য সকল আইনের পাণ্ডুলিপি এ সভা হইতে প্রস্তুত হইতে পারে।

কমন্স বা সাধারণ সভার সভ্য সংখ্যা ৬৫৮ জন। ইহারা জেলা নগর উপনগর বা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মনোনীত :—

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স হইতে মনোনীত	৪৯৩
স্কটলণ্ড ,,	৬০
আয়র্লণ্ড ,,	১০৫

এই সভার সভাপতিকে (Speaker) বক্তা বলে, সভার হইয়া রাজার নিকট যাহা কিছু বলিবার ইনিই বলিয়া থাকেন। অর্থসম্বন্ধীয় আইন এই সভা হইতেই হয় সুতরাং ইহারা যেমন রাজকোষে অর্থ প্রদান করেন, তাহার ব্যয়াদির শাসনেও সমর্থ। সুতরাং রাজা ইহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন না। ইহাঁরা লর্ড সভাকেও শাসিত করিতে পারেন। কারণ লর্ড সভা সাধারণ সভার বিরোধী হইলে ইহার মনোনীত মন্ত্রিগণ নূতন লর্ড সকল সৃষ্টি করিবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দেন এবং রাজা যতজন আবশ্যক ততজন নূতন লর্ড মনোনীত করেন। এই নূতন লর্ডগণ সাধারণ সভার পক্ষ হইয়া লর্ডসভাকে দমন করিতে সমর্থ হন।

(ক্রমশঃ)

সৎ মা।

(১৮৪ সংখ্যা ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

নিস্তব্ধ নিশীথ, সকলেই নিদ্রিত। ধীরে ধীরে আলোক হস্তে একটী রমণী মৃণালের শয্যা পার্শ্বে উপনীত হইলেন। প্রফুল্ল কুসুমবৎ বালিকার সুকুমার মুখকান্তি গভীর নিদ্রায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সুচিক্কণ ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি আলুলায়িত এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখের পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রমণী শয্যা পার্শ্বে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "জগদীশ! আমার প্রতি যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, আমি যেন তাহা সম্যকরূপে বহন করিতে সমর্থ হই। পিতা! তুমি আমার চেষ্টার সহায় হও। আর কি বলিব, তোমার ইচ্ছা সফল হউক।" এই বলিয়া রমণী নিমীলিত নয়নে সেই দেব-দেবের চরণে প্রণত হইলেন। কেবল যে সেই ধ্বনি স্বর্গে প্রতিধ্বনিত হইল, তাহা নহে; সেই গৃহ পার্শ্বে এক জন যিনি এই সমুদায় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন, পত্নীর পবিত্র হৃদয়ের প্রার্থনা স্বামীর প্রাণকে শীতল করিল। গুণবতী ভার্য্যার গূঢ় অভিপ্রায় ও উন্নত জীবনের মূল্য এতদিনে তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। আর কতদিন যাইবে, যে তনয়া মাতার নাম শুনিলে বিরক্ত হইত, যে,মৃণালের প্রফুল্ল মুখ সৎমার সম্মুখে আসিলে মলিনভাব ধারণ করিত, আজ সেই মৃণাল আর এক প্রকার ভাব ধারণ করি-য়াছে। সৎমার গুণের যখন পরিচয় পাইল, তখন বুঝিল সংসারে মাতার স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাহাকে কাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখন কন্যা ও মাতার প্রতি দৃষ্টি কর। কত সুখী তাঁহারা, ঐ পবিত্র মুখচ্ছবিই তাহার প্রমাণ স্থল। ভ্রম কুসংস্কার অপনীত হইয়া কন্যার হৃদয় মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, "আমার মা নাই" এ কথা সে আর মনে ভাবিতেই পারিত

না। অশান্তির স্থানে শান্তি, অবাধ্যতার স্থানে বাধ্যতা অপ্রণয়ের স্থলে প্রীতি, বিকৃত ভাবের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক সরলভাব—এক মাতার গুণে সকলি হইল। একজনের সৎ দৃষ্টান্তে একটী পরিবার বাঁচিল। গুণবতী গৃহিণীর সদ্ব্যবহার ও অপরাজিত স্নেহের নিকট দুর্দ্দান্ত কঠোর-স্বভাব ঈর্ষ্যাপরায়ণ বালিকার হৃদয় পরাজিত হইল, সৎশিক্ষার গুণে সেই বিকৃত হৃদয় দিন দিন অধিকতর শোভা সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইতে লাগিল। ভালবাসার এতদপেক্ষা উচ্চ প্রতিদান আর কি হইতে পারে ?

পাঠিকা ! যদি তোমাদের কাহারও সৎমা থাকেন, জানিও তিনি যাহা বলেন যাহা করেন আপাত দৃশ্যে কঠোর হইলেও তাহার ভিতর ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। অনেক সময় এমন হয় যে রাক্ষসী তুল্য নির্দ্দয় নির্ম্মম সৎমা আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, সুখের সংসার দুঃখের আলয় ও অশান্তির চির নিবাস হইয়া উঠে। কিন্তু কখন আবার দেখা যায় মৃণালের সৎমার ন্যায় অশেষ গুণশীলা রমণী-রত্নকেও সন্তানদিগের দোষে মর্ম্মপীড়িত হইয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে হয়।

সন্তান ভাবে সৎমা কখন ভাল হইতে পারে না এবং সৎমাও মনে করেন সপত্নী-সন্তানগণ তাঁহার প্রতি উদাসীন, এই শোচনীয় অবিশ্বাসেই অনেকের গৃহ—অনেকের হৃদয় শ্মশানতুল্য বিষাদপূর্ণ। যাহাতে এ প্রকার ভাব না হয়, সকলেরই তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

সৎমা, আপনিও জানিবেন যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়া সপত্নী সন্তানগণের শুভসাধনে নিযুক্ত হয়েন, আপনার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। সন্তানকে বুঝিতে দিন, আপনি তাহার প্রতি স্নেহপরায়ণা। প্রকৃত স্নেহের এমনি ধর্ম্ম যে যাহাকে স্নেহ করা যায় সে অবশ্যই শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, বুঝিবে। মাতৃহীন শিশু যে মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল, তাহা কতদূর দেখাইতে পারেন দেখান, শিশু আপনাকে

জননীর স্থানীয় জানিয়া সেই মাতৃভক্তি ও প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া আপনার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণ শীতল করিবে। আপনি দৃষ্টান্ত দেখান। ক্ষুদ্র শিশু কি জানে? সে আপনা হইতে আপনার দিকে আকৃষ্ট হইবে। ভাল শিক্ষা দিন তাহারাও ধন্য হইবে আপনিও ধন্য হইবেন। এ সংসারে না হইলেও পরলোকে পরমদেব আপনার সাধু চেষ্টা ও মহদ্‌গুণের পুরস্কার বিধান করিবেন।

গার্হস্থ শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, সদাচারী ও বিনয়ী হওয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আবশ্যক। ধার্ম্মিক সত্যবাদী না হইলে লোকে তাহাকে বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহার স্বচ্ছন্দ উপার্জ্জন করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। বিনয়ী না হইলে লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকে না, ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত সুখে সংসার নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। গৃহিণীদিগের পক্ষেও এইরূপ—গৃহিণী সদাচারী, বিনয়ী, দয়ালু না হইলে সংসারের শ্রী থাকে না। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, বিশেষতঃ মাতা প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদাই কলহ জন্মে। অতএব, সদাচার ও বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য।

"যদি হয় সুজন এক হাঁড়িতে ন জন।" *

সুজন হইলে বহুজন একান্নে থাকিলেও কোন প্রকার অসুখের কারণ ঘটে না। কিন্তু কুজন হইলে দুই জন মাত্র একত্রিত হইলেই বিভ্রাট ঘটে।

কতকগুলি পুরাতন স্ত্রীকবি বচন আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, কি কি দোষে

* (এক হাঁড়িতে—একান্নে।)

নারী জাতি কুলক্ষণা এবং কি কি গুণে সুলক্ষণা বলিয়া উক্ত হয়। কবিতার মধ্যে গ্রাম্য দোষের জন্য পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কুলক্ষণ যথা———

"অখিল পুরে আনে মিন্সে মাগী লক্ষীছাড়া।
এক কড়িতে আর করে সদা খায় তাড়া।"
"ধান চা'ল ধন দৌলত ছড়াছড়ি যায়।
ইন্দুরে বাঁদরে খায় ফিরে নাহি চায়।"
"দাঁতে ছ্যাতলা তিন পুরু ভূত পলায় গন্ধে।
রাঙের রাধা গলে পড়েন শোন তিন সন্ধ্যে।"
"খড়ম পেয়ে চিরুণ দাঁতি ট্যাস ট্যাসানে কথা,
হাতের লক্ষী ছেড়ে যায় হেন নারী যথা।"
"কাযে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে মারে পোড়ায়ে,
উঠতে হইলেই সর্ব্বনাশ বাছারে চড়ায়ে।"
"ঘরে এলে অতিথ ব্যথিত বজ্র ভেঙ্গে পড়ে
মুখ যেন তোলো হাঁড়ি গুমরে গুমরে মরে।"
(দুঃশীলা নারীর লক্ষণ।)
লাজ নেই লজ্জা নেই, ধরম নেই করম নেই,
কেবল আছে গলা।"
লোক নেই লোকুতো নেই, সাঁজ নেই সকাল নেই
আছে কেবল নোলা।"
জ্ঞান নেই গুণ নেই গহনা হলেই হলো,
মরে যাক ছেড়ে যাক পেট ভরলেই হলো।"
খির খির ঝির ঝির কুঁদুলে মেয়ের দশা।
কিছু ময়না, জলে মরেন, কথায় কথায় গোসা।"
পরের ধনে মরেন ফেটে আপন গণ্ডায় ভাল,
(বলেন) আড়ির চাল চিবিয়ে ফেলবো ছাড়বো কেন ভাগ।"

নারী জাতির এই সকল দোষ অতি মন্দ। যাহাতে এই সকল

দোষ উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। বাল্যকাল হইতে এই সকল দোষে লিপ্ত না হইবার অভ্যাস করা আবশ্যক।

জল সেবন।

অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জল অমিশ্র ও অযৌগিক পদার্থ নহে, অম্লজান এবং অজান নামে দুই প্রকার বাষ্প সংমিলিত হইয়া উহা উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শরীর রক্ষার্থে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন আবশ্যক, জলও তদ্রূপ। জল না হইলে ভোজ্য দ্রব্য পাকস্থলিতে জীর্ণ হয় না। শরীর রক্ষার্থে জলীয় ভাগের কিয়দংশ শরীরে প্রবেশ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; এই নিমিত্ত জীব মাত্রেরই জলপানে আকাঙ্ক্ষা হয়। আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করি, তাহাতে প্রায় জলীয় ভাগ অধিক দৃষ্ট হয়।

ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্রেরই তিনটী গুণ আছে। কতক ভাগে শরীরের স্থূলত্ব বৃদ্ধি করে, কতকভাগে শরীরের অন্তরস্থ উত্তাপকে রক্ষা করে, এবং কতক ভাগে ধাতু ঘটিত পদার্থ আছে, তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। কিন্তু এমন কোন আহারীয় দ্রব্য নাই, যাহাতে শুদ্ধ এই তিনটী গুণাত্মক পদার্থ আছে, অন্য কিছু নাই। পশ্চাৎ সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্যের নির্ঘণ্ট করা গেল। যথা একসের তণ্ডুলকে ১০০ ভাগ করিলে তাহার সপ্তাংশ স্থূলত্ব উৎপাদক, ২২ অংশ উত্তাপদায়ক এবং ১ অংশ ধাতুপদার্থ, অবশিষ্টাংশ জল। এক সের গোল আলু ঐরূপ বিভাগ করিলে তাহাতে দুই অংশ স্থূলত্ব উৎপাদক, ২৭ অংশ উত্তাপদায়ক, এবং ১ অংশ ধাতু পদার্থ পাওয়া যাইবে, অবশিষ্ট ৭০ অংশ শুদ্ধ জল। দুগ্ধ যদিও জলীয় পদার্থ, কিন্তু উহাতেও ঐ প্রকার ত্রিবিধ পদার্থ ১৪ ভাগ ও জল ৮৬ ভাগ দৃষ্টহয়। পক্ক মাংসের ৬৩ ভাগ জল এবং ৩৭ ভাগ উক্ত ত্রিবিধ পদার্থ।

ময়দায় ১৭ ভাগ স্থূলত্ব উৎপাদক, ৬৬ ভাগ উত্তাপদায়ক এবং ১ ভাগ পুষ্টিকর পদার্থ, অবশিষ্ট ১৬ ভাগ কেবল জল। মটর কলায়, দাল প্রভৃতি যত দ্রব্য আছে, উহাতেও ঐ ত্রিবিধ পদার্থ ৮৬ অংশ, জল ১৪ অংশ। পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত যে মনুষ্যের শরীর ওজনে ২ মণ, তাহার শরীরের জলীয়ভাগ ১॥ মণ। ইহাতে এক প্রকার প্রতীয়মান হইতেছে যে, শরীর রক্ষার্থে জল নিতান্ত আবশ্যক। আহারীয় যত দ্রব্য ব্যবহার করা যায়, প্রায় সমুদায়ই জল ভিন্ন পরিপাক হয় না। মুখের রস ও পাচক রস, ইহারাও জল ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। তবে জলেতে ও ঐ রসেতে ভিন্নতা এই যে, উক্ত আহারীয় দ্রব্যচয় যদি শুদ্ধ জলে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে দ্রবীভূত হইবে না, কিন্তু মুখের রস সংলগ্ন হইবা মাত্র এককালে কোমল ও দ্রব হইয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে, ঐ রস দ্বয়েতে একপ্রকার দ্রবীকরণ গুণ আছে যাহা জলেতে নাই। ফলতঃ, আহার জীর্ণ করিবার জন্যই জগদীশ্বর ঐ রসদ্বয়ে ঐ প্রকার গুণ প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে পানীয় জলের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। পৃথিবীর যেখানে যত জল আছে, প্রায় সকলের আকর মহা সমুদ্র। সূর্য্যের কিরণ প্রভাবে ঐ জল বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া মেঘ হইয়া থাকে, সেই মেঘ দ্রব হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে বারিরূপে বর্ষিত হইয়া জলাশয়ের উৎপত্তি হয়। নদী, নির্ঝর, কূপ প্রভৃতি যত প্রকার জলাশয় দেখাযায়, তাবতই সাগরের জল, কেবল রূপান্তর মাত্র। সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া প্রাণী মাত্রেরই পান কিম্বা গাত্রধৌত করিবার উপযোগী হয় না, কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা সমুদ্র জলের লবণ পদার্থ বিভিন্ন হইয়া যায়, শুদ্ধ জল বাষ্পরূপে উত্থিত হয়। সমুদ্র হইতে উত্থিত বারি বাষ্পরূপে উদ্গত হইয়া যে মেঘ হয়, সেই মেঘই একেবারে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় না। ঐ বাষ্প আদৌ উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে চালিত হয়, সেখানে অধিকতর সংশোধিত হইয়া গাঢ়

মেঘ হয়, সেই মেঘ পশ্চাৎ বিস্তারিত হইয়া স্থানে স্থানে বারিবর্ষণ করে। জলের মধ্যে বৃষ্টির জল পানের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহাতে অন্য কোন অপকৃষ্ট পদার্থের সংস্রব নাই। সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া লবণাক্ত পদার্থের অংশ বিয়োগান্তর যে রূপ ধারণ করে তাহাই অতি পরিশুদ্ধ এবং বৃষ্টির জল সেই পরিশুদ্ধরূপ। কিন্তু বৃষ্টির জলেরও দোষ হইতে পারে। জনাকীর্ণ সহরে কিম্বা নানাবিধ শিল্প কার্য্যালয় যে সকল স্থানে আছে, সেই স্থানের বৃষ্টির জল সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ নহে, যেহেতু সেই সকল স্থানের নভোমণ্ডলস্থ বায়ু গন্ধক, অম্লজান ও আমোনিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। রন্ধনশালা ও বাষ্পীয় যন্ত্রালয় হইতে যত ধূম উত্থিত হয়, সেই ধূমেতেও অঙ্গার নামক আর একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প আছে, সেই বাষ্প নভোমণ্ডলস্থ বায়ুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বৃষ্টিপতনকালে জল ঐ বাষ্পের সহিত সংলগ্ন হইয়া দূষিত হয়। সেই কারণে নগর কিম্বা সহরের বৃষ্টির জল দূষণীয়, এবং নগরস্থ প্রাসাদের ছাদের নল দ্বারা যে বৃষ্টির জল বহির্গত হয় তাহা অধিকতর দূষ্য। পানের নিমিত্ত বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিতে হইলে নগরের বহিঃস্থ কোন স্থান হইতে তাহা আহরণ করিলে ভাল হয়।

নির্ঝর, কূপ এবং পুষ্করিণী এই তিন প্রকার জলাশয়ের জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নির্ঝর বঙ্গভূমিতে অতি বিরল, কেবল চট্টগ্রাম প্রভৃতি দুই এক স্থানে আছে। যদি কূপের জল পানের নিমিত্তে ব্যবহার করিতে হয়, যে কূপের খাদ অধিক, তাহারই জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বঙ্গদেশে গভীর কূপ হইবার উপায় নাই। এই দেশ সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত বলিলে হয়, ইহার মৃত্তিকা অতিশয় আর্দ্র, সুতরাং অল্প খনন করিলে জল উঠে। বঙ্গদেশে কূপের জল পানের নিমিত্ত প্রায় ব্যবহৃত হয় না, পুষ্করিণীর জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প খাদযুক্ত কূপের জলের যে দোষ, অল্প খাদযুক্ত পুষ্করিণীর জলেরও সেই দোষ। পৃথিবীর মৃত্তিকা স্তরে স্তরে স্থাপিত,

প্রত্যেক স্তরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা, যথা,—বালুকা, কঙ্কর, কৰ্দ্দম, চাথড়ী, এবং প্রস্তরময় অন্যান্য স্তর। বালুকা, কঙ্কর ও কৰ্দ্দম প্রভৃতি স্তর পৃথিবীর উপরিভাগে থাকে। এই সকল স্তর দিয়া সহজে জল নিঃসরণ হয়। অল্প খনন হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ অপরিষ্কার দুর্গন্ধবৎ যত জল, তৎসমুদায়ই নিঃসারিত হইয়া কূপ কিম্বা পুষ্করিণীতে একত্রিত হয়। নিকৃষ্ট কৰ্দ্দমপূর্ণ জলাশয় কিম্বা হ্রদ সন্নিহিত পুষ্করিণীর জল কথনও বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ হয় না। যে কূপের কি পুষ্করিণীর জল দৃশ্যে নিৰ্ম্মল, স্বাদে মিষ্ট, এবং স্পর্শে স্নিগ্ধ, তাহাকেই পরিশুদ্ধ জল জ্ঞান করা উচিত নহে। নিকৃষ্ট গলিত মৎস্য কি গুল্ম পত্রাদি মিশ্রিত না হইলে জলের স্বাদ মিষ্ট হয় না। যদি জলের বর্ণ চিক্কণ হয়, তাহাতে আঙ্গারিক অম্লজান নামক বিষাক্ত বাষ্প আছে এইটী নিশ্চিত। যদি স্নিগ্ধতা থাকে, তাহা হইলে এই মীমাংসা হইতে পারে যে তাহাতে নিকৃষ্ট গলিত প্রাণি-দেহের অণু সকল মিশ্রিত আছে। সমাধি ক্ষেত্র সন্নিহিত জলাশয়ের জলের মিষ্টতাও ঐ কারণে হয়। কূপ তড়াগাদি জলাশয়ের জল অপেক্ষা, নদীর জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাত আছে; কিন্তু যদি সেই নদীতে কেবল পৰ্ব্বত নির্গত জল ভিন্ন, অন্য কোন প্রকার জল মিশ্রিত না থাকে তাহা হইলে ঐ খ্যাতি সঙ্গত বটে। বড় বড় রাজধানী ও জনাকীর্ণ নগরের যাবদীয় অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ নিকৃষ্ট দ্রব্যাদি যে নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার জল কথনও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না।

জলের মধ্যে যে সকল অনিষ্টকর অপবিত্র পদার্থ মিশ্রিত থাকে, রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, এবং তাহা দূরীকরণ করিবার উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আঙ্গারিক অম্লজান নামক একরূপ বিষাক্ত বাষ্প অনেক পদার্থে আছে, কিন্তু জলেতে ইহা নানা রূপে দৃশ্য হয়। ইহার অস্তিত্ব নানাপ্রকারে নির্ণীত হইতে পারে। যখন আমোনিয়া-অঙ্গারক যোগ থাকে, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ অম্লরস মিশ্রিত করিলে

আপনা হইতেই নির্গত হইয়া যায়। খানিক খড়িমাটি যদি অম্লরসাক্ত দ্রব্যের সহিত একত্র করা যায়, তাহা হইলে একরূপ ভুড় ভুড় শব্দ শ্রুত হয়, তাহাতে ঐ বাষ্প নির্গত হইয়া যাইতেছে সপ্রমাণ হয়। এই বাষ্প কোন স্থানে, কি পাত্রে আছে কি না, এইটী নির্ণয় করিবার নিমিত্তে একটী দীপ জ্বালিয়া ধরিতে হয়, যদি থাকে, দীপ আপনা হইতে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যে জলপাত্রে এই বাষ্পের ভাগ সমধিক, তাহাতে খানিক চুণের জল মিশ্রিত করিয়া দিলে সেই জল তখন একবারে অত্যন্ত ঘোলা ও কর্দ্দমময় দেখায়। আঙ্গারিক অম্লজান নামক বিষাক্ত বাষ্প কূপ ও পুষ্করিণীর জলে যে পরিমাণে, নদী কিম্বা স্রোতের জলে সে পরিমাণে নাই। নভোমণ্ডলস্থ বায়ু যে পরিমাণে স্রোতের জলের সহিত সংলগ্ন হয়, কূপ কি পুষ্করিণীর জলের সহিত সে পরিমাণে হয় না; এই নিমিত্তে স্রোতের জলে ঐ বাষ্পের ভাগ অতি অল্প দেখা যায়।

গ্রাম্য বালিকা।

কি বলিব এ সংসারে সকলি অসার,
আমি যাহা ভাবি তাহা হইবার নয়,
যেন কার গুপ্ত বলে রাজত্ব আশার
সীমাবদ্ধ হয়ে শেষে শূন্যে পায় লয়।
অতএব মম দশা হেরি ভগ্নীগণ!
সুযতনে সেই সীমা কর নিরূপণ। ১।

হীন গ্রামে মম দীন জনক আলয়,
শৈশবে খেলেছি সহ গ্রাম্য শিশুগণ;
ছিনু মাতৃ-আশাধার; শিশু ভ্রাতৃদ্বয়
বলিত যে মম সনে কাটাবে জীবন।

অনন্তর এক অতি নবীন সুজন
পরিণয় সূত্রে মোরে করিল বন্ধন। ২।

একদা সে গুণধাম আনন্দিত মনে
বসি, মম পাশে মোরে করি সম্বোধন
বলিলেন—"প্রিয়ে! তব প্রণয় বন্ধনে
বেঁধেছ আমারে করি যে দিন যতন,
সুচারু তোমার গুণ সরোবর জলে
ডুবেছে এ মন মম সে দিন বিরলে।" ৩।

তখনি বুঝিয়া আমি নাথের হৃদয়
হইয়াছে বিনিময় মম হিয়া সহ,
হাসিলাম মৃদু মৃদু, দেখি সদাশয়
ভাসিলেন প্রীতি নীরে অতি সুখাবহ;
দেখিনু আনন্দ অশ্রু তাঁহার নয়নে
শোভিল কি মনোহর মৃদু হাসি সনে। ৪।

ত্যজিনু তাহার পর জনক কুটীর,
কাঁদিলেন মাতা, তাঁর অবোধ তনয়
স্নেহভরে অশ্রুজলে হইয়া অধীর
আমাকে বলিল—"যাব তোমার আলয়,"
না শুনিয়া তার কথা ছাড়িনু তাহায়,
সে কোমল দেহ হ'ল লুণ্ঠিত ধূলায়। ৫।

নগরী বাসের সুখ আশায় তখন
মুগ্ধ ছিল মম মন কিবা নিশি দিন।
কিন্তু এক মাস তথা করিয়া যাপন,
সে সুখ আমার কাছে হ'ল রসহীন।
প্রকৃতির সুবিচিত্র শোভা দরশন
করিতে আমার মন ধাইল তখন। ৬।

বলিলাম প্রাণনাথে মানস আমার,
রমণীয় স্থানে বাসে করি দৃঢ়পণ ;
বলিলেন তিনি ইহা বিরুদ্ধ বিচার,
তথাপি সে অভিলাষ ভুলিল না মন ;
বাধ্য হ'য়ে করিলেন মম প্রাণধন
গিরি নদী সমাকীর্ণ সুদেশে গমন। ৭।

তদবধি পতি সহ যমুনা পুলিনে,
বহুকাল অনাথিনী করেছে যাপন ;
কত যে মনের কথা রজনী কি দিনে,
বলিয়াছে নিরন্তর তুষি তাঁর মন।
সে সুখ দিনের কথা স্মরিলে এখন
বিষাদে বিমুগ্ধ মন হয় অনুক্ষণ। ৮।

নিশাশেষে উষাদেবী মিহির সঙ্গিনী
সমীরণ সহ আসি রম্য কুঞ্জবনে
ফুটালে কুসুম, নদী তীর নিবাসিনী
কোকিল বধূর রব শুনি, পতি সনে
ভ্রমিতাম স্নিগ্ধানিল করিতে সেবন ;
তুষিত বিহঙ্গকুল মোদের শ্রবণ। ৯।

ভাসিত তরণী নীল যমুনা সলিলে,
উঠিত তরঙ্গকুল, যেন তরঙ্গিণী
উথলিত মহোল্লাসে, বাতাস বহিলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে তার প্রতি শৈবলিনী
তুমুল বিরোধপর হ'লে, তুষ্ট মনে
দেখিতাম সে কৌতুক প্রাণপতি সনে। ১০।

ভানুতাপে প্রতাপিত হইলে শরীর,
অশ্বত্থের মূলে মোরা যমুনার তীরে

বসিতাম, যথা বহি মলয় সমীর
হরিত নিদাঘ জ্বালা নাথের শরীরে।
তার পরে পতি সহ প্রবেশি কাননে
হইতাম পুলকিত কথোপকথনে। ১১।

মরি কি সুন্দর কথা হইল স্মরণ!
একদা প্রাণেশ সহ বসন্তের কালে
ছিনু বসি প্রীতি জলে হইয়া মগন;
হরিণ শাবক এক মণ্ডিত শৈবালে
ভীত হয়ে অকস্মাৎ আসিল তথায়,
তা দেখি হইল মন বিষাদিত হায়! ১২।

বলিলেন প্রাণনাথ " শুন সুনয়নে!
পুষিব কুটীরে মোরা এই কুরঙ্গিণী,
তব নেত্র অনুরূপ ধরিয়া লোচনে
মোহিছে যে মন মম দেখ বিনোদিনি!
নিবিড় কানন দেখ কত মনোহর,
বিহরে এ কুরঙ্গিণী যাহার ভিতর। ১৩।

দিনমণি অস্তাচলে যান যে সময়
কালিন্দী কি চারুশোভা করিত ধারণ!
কি সুন্দর! তটিনীর তরঙ্গ নিচয়
রবি করে হেমকান্তি ধরিত যখন।
অংশুমালী অস্তকালে পাদপ শিখর
পরিত কি হেমময় বিভা মনোহর। ১৪।

এই কালে সহ সেই প্রিয় সহচরী,
পুষেছিনু যারে মোরা করিয়া, যতন,
ভ্রমিতাম কত স্থানে, আসিলে সর্ব্বরী
শিরে ধরি শশধরে কুমুদ রঞ্জন,

দেখিতাম বসি সুখে যমুনার তীরে
কুমুদ শশাঙ্ক প্রেম সুবাসিত নীরে। ১৫।
ক্রমশঃ

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মাতা।

(১৫৭ সংখ্যা—১৪৬—পৃষ্ঠার পর)

"দুঃখের উপর দুঃখ" ইহা একটি প্রাচীন বাক্য। রামলিনীর (নেপোলিয়ানের মাতা) এই দুঃসহ দুরবস্থার সময় আবার একটী বিষম বিপদ উপস্থিত। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট পায়োলিকে করসিকার সেনাধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি একটী ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া সমস্ত করসিকা দ্বীপ ব্রিটিষ রণতরীর অধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করেন। ঘটনা ক্রমে নেপোলিয়ান এই সময়ে করসিকায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক্ষণে ফরাসি গোলোন্দাজ সৈন্যের একজন কাপ্তেন, অবকাশ লইয়া বাটী আসিয়াছেন। পায়োলির এই দুরভিসন্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে একান্ত যত্নপর হইলেন। ব্রিটিষ জাতি ফরাসীর চির শত্রু, তাহারা করসিকা অধিকার করিবে, করসিকা-নন্দন নেপোলিয়ানের তাহা কখন সহ্য হইতে পারে না! জন্মভূমির স্বাধীনতার তিরোধানে কোন্ বীর পুরুষই বা নিশ্চন্ত থাকিতে পারেন? পায়োলি নেপোলিয়ানের পিতৃবন্ধু, কিন্তু তিনি যেরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপরোধ রক্ষা করা নিতান্ত অসঙ্গত এই ভাবিয়া নেপোলিয়ান বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিতে দৃঢ়সংকল্প করেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে আজাকৃসিয়ো নগরী গ্রহণ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু পায়োলির দলবল অধিক থাকাতে শেষে পরাস্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তিনি সপরিবারে স্ব-দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। করসিকাধিবাসীরা পায়োলির একান্ত

অনুরক্ত ছিল, তাহারা যেমন আপনারা তাঁহার মতের বিপরীতাচরণ করিত না, সেইরূপ অন্য কাহাকেও বিপরীতাচরণ করিতে দেখিলে তাহাদিগের ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। এই জন্যই নেপোলিয়ান ও তাঁহার পরিবার তাহাদিগের কোপানলে পতিত হন। নেপোলিয়ান ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, সেই জন্যই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ছদ্মবেশে সপরিবারে পার্ব্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়াতে অবশেষে কালভি-তে পলায়ন করেন। পলায়ন সময়ে রামলিনীর কষ্টের অবধি ছিল না। প্রকাশের ভয়ে দিবসে পর্ব্বতাঞ্চলে লুক্কায়িত থাকিতেন, ঘোর দ্বিপ্রহরা যামিনীতে যখন প্রকৃতি নিস্তব্ধ এবং জনমণ্ডলী নিদ্রাভিভূত, তখন নিঃশব্দে গুপ্ত স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সপরিবারে যাত্রা করিতেন। অগ্রে নেপোলিয়ান, মধ্যে অন্যান্য অপগণ্ড সন্তান সন্ততিগণ এবং পশ্চাতে দুই তিনটী শিশু সন্তান! কাহাকেও পৃষ্ঠে, কাহাকেও কক্ষে লইয়া এবং কাহারও হস্ত ধারণ করিয়া রামলিনী মন্থর গমনে ধাবমানা হইতেন। তাঁহার তৎকালীন দীন মলিন বেশ দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত। সন্তানগণের ভারে পীড়িতা ও আক্লান্তা, শ্রমজনিত ঘর্ম্মধারে শরীর অভিষিক্ত, আলুলায়িত কেশ পাশ ধূলায় লুটাইয়া পড়িতেছে, কণ্টক ও কঙ্করাঘাতে পদতল বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিরূপে সন্তানগণ নিরাপদে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইবে এই চিন্তাই তাঁহার মনে চির জাগরূক রহিত। প্রকাশের ভয়ে অনেক সময়ে সরল রাজপথ দিয়া গমন করিতে পারিতেন না। পার্ব্বতীয় ও আরণ্য বক্র পথেই অধিকাংশ সময় পরিভ্রমণ করিতে হইত। একে ঘোর অন্ধকার রজনী, তাহাতে কণ্টকময় বন্ধুর পথ, ইতস্ততঃ গিরিনদী ও নির্ঝরণী, কোথাও উপত্যকা, কোথাও অধিত্যকা, কোথাও নিবিড় বন প্রভৃতি নানা প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের যাত্রার ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। হিংস্রজন্তু হইতেও তাঁহারা অল্প ভীত হন নাই।

যাহাহউক ঈশ্বর কৃপায় অনেক বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা কাল্‌ভিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ানের ধর্ম্ম পিতা লরেন্ট গিউবিয়া কাল্‌ভিতে বাস করিতেন, তিনি সাদরে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিজনবর্গকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার আলয়ে কিছুদিন সুখে অবস্থান করিয়া ফ্রান্সের প্রধান বন্দর মার্সিলিসে গমন করিলেন। এখানে অনেক বৎসর বহু কষ্টে ও ক্লেশে তাঁহাদিগকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্য বশতঃ রামলিনীর পূর্ব্ব পরিচিত কয়েক জন ভদ্রলোক এখানে বাস করিতেন, তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বের সৌভাগ্য দেখিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই আধুনিক দুঃখের অবস্থায় দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ সাধ্যানুসারে সাহায্য দান দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রধানতঃ ইহাঁদিগের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া, রামলিনীকে তথায় দিনপাত করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে নেপোলিয়ান ইতালির সেনাপতি হন, এবং করসিকা দ্বীপ পুনর্ব্বার ফ্রান্সরাজ্যের সহিত সংযুক্ত হয়, রামলিনীও সেই উপলক্ষে পুনর্ব্বার করসিকার আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হন।

প্রসিদ্ধ ক্রমেয়ারের অষ্টাদশ দিবসে (৯ই নবেম্বর ১৭৮৯) অধ্যক্ষ-সভা ভঙ্গ করিয়া যখন নেপোলিয়ান ফ্রান্সের প্রথম কন্সল বা এক মাত্র অধীশ্বর হন, রামলিনী পুত্রের সৌভাগ্যের অংশভাগী হইবার জন্য রাজধানী পারিসে নীত হইলেন। তথায় কিছুদিন রাজভোগে অতিবাহিত করিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফের সমভিব্যাহারে রোম নগরে গমন করেন। জোসেফ ফ্রান্সের প্রতিনিধি হইয়া রোমীয় সাধারণতন্ত্রে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রামলিনী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন সুতরাং তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া ছিলেন। জোসেফ প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি তাঁহার সহিত পারিসে "রুডু রোচার" নামক অট্টালিকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যদিও তিনি তৎকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের বর্দ্ধনশীল সৌভাগ্যের

বিষয় বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেন, জানিতেন যে ভবিষ্যতে তিনি অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর হইবেন এবং লোকপাল সকল বিনীত ভাবে তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইবে, বাস্তবিক নেপোলিয়নের গর্ভধারিণী বলিয়া তিনিও পৃথিবীমণ্ডলে ধন্যা হইবেন, তথাপি তিনি নেপোলিয়ানের প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী বা পক্ষপাতিনী ছিলেন না। বরঞ্চ অকৃতী সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার সমধিক স্নেহ প্রকাশ পাইত। যখন লুসিএন ও জিরোম অবাধ্যতা হেতু নেপোলিয়ানের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন, রামলিনী তাঁহাদিগের পক্ষাশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে যত্নবতী হন, এই কারণে তিনি নিজেও কিছু কালের জন্য নেপোলিয়নের বিরাগভাজন হন। কিন্তু তিনি তজ্জন্য কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই, বরঞ্চ আপনাকে দুঃখী সন্তানদিগের দুঃখভাগিনী জানিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। রামলিনীর দীন সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের আর একটী উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল। লুসিএন ম্যাডাম যুবার্টান নাম্নী একটী অশিষ্ট-স্বভাবা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, বংশ মর্য্যাদায় তিনি বোনাপার্ট বংশের সমপদবীস্থ ছিলেন না। সুতরাং এরূপ পরিণয়ে নেপোলিয়ানের অণুমাত্র সম্মতি হয় নাই। লুসিএন ভ্রাতার অসম্মতিতে বিবাহ করিলেন বলিয়া তাঁহার বিষনয়নে পতিত হইলেন এবং অবশেষে পারিস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ন সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন, পৃথিবীময় তাঁহার জয় উদ্ঘোষিত ও কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মান হয়। অধীনস্থ সমস্ত লোক আহ্লাদে অধীর হইয়া বহু প্রকার উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে। পৌরবর্গের আনন্দের সীমা নাই! কিন্তু রামলিনী এই সমস্ত সাম্রাজীয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দুঃস্থ সন্তান লুসিএনকে লইয়া রোমনগরে গমন করেন। তথায় তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনাকে সমধিক সুখী বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

বিনীতবেশ।

(১ম প্রস্তাব)

কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাঁহাদিগের বেশ ভূষা দেখিলে প্রত্যেকের হৃদয়গত ধর্ম্মভাবের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মের আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে বিনীতবেশ পরিহিত হইতেই হইবে, তাহার বেশ ভূষা বিনয় ও শান্তভাবের পরিচয় দিবে। যাহার হৃদয় অদ্যাপি ধর্ম্মভাববিহীন, বা পাপে মলিন, তাহার বেশ ভূষায় উদ্ধতস্বভাব, চপল প্রকৃতি ও তমঃদোষের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিলাসীর বেশভূষা বিলাসবৃত্তি ব্যঞ্জক। অধুনা বঙ্গ সমাজের অঙ্গ সকল নূতন ভাবে সংগঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই গঠনের ভিত্তি যদি ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত হয়, তবে তাহা ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতে থাকিবে, নচেৎ তাহা ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়িবে। আমরা প্রথমে বলিয়াছি যে, বেশভূষায় মানুষের ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব বঙ্গ সমাজের অঙ্গ যতটুকু গঠিত হইয়াছে তাহা কিরূপ বেশভূষা ধারণ করিয়াছে দেখা কর্ত্তব্য। যদি তাহা বিনীতবেশ পরিধান করিয়া থাকে, তাহা হইলে আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদি তাহা না হয়, তবে সংস্করণের এই সময়। বয়োবৃদ্ধি হইলে সংস্করণ দুরূহ হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমরা এই বিষয় আন্দোলন করা বিহিত জ্ঞান করিলাম।

কোন সমাজের বেশ ভূষা দেখিতে হইলে বামাকুলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কেন না সর্ব্বত্রই বেশ-বিন্যাস ক্রিয়ায় বামাকুলের অধিকতর আকিঞ্চন। অতএব সীমন্তিনীগণের বেশ ভূষা এই প্রস্তাবের বিচার্য্য। যিনি বঙ্গাঙ্গনা সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, কয়েকজন সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মভীরু রমণী ব্যতীত অধিকাংশ রমণীর বেশভূষার দিকে অধিক টান। সর্ব্বাঙ্গ ভূষণে ভূষিত করা, সতত সুচিক্কণ বসন

পরিধান করা যেন তাঁহাদের জীবনের সার কার্য্য। তাহা না করিতে পাইলে তাঁহাদের মন উঠে না। কেবল আধুনিক রমণীগণের কথা বলি কেন, পুরাকালের অনেক রমণীরও সেই চর্চ্চা ছিল। কি সভ্য কি অসভ্য অবস্থায়, কি প্রাচীন কি ইদানীন্তন কালে, সকল দেশে ও সকল সময়ে সীমন্তিনীগণ বিবিধ বেশভূষায় স্বীয় স্বীয় অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। বননিবাসিনী বর্ব্বর রমণীগণও ঐ নিয়মের অধীনা। তাহারা মনোহর কারুকার্য্য খচিত অলঙ্কার রাজি না পাইয়া বনবৃক্ষের পুষ্প পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহারই দ্বারা বেশভূষা করিয়া থাকে। তবে দেখা যাইতেছে যে, রমণীগণের বেশভূষাপ্রিয়তা সদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি প্রাচীন কালের ঋষিকন্যারাও ঐ প্রবৃত্তির অধীনতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলা গ্রন্থে রমণীগণের এই প্রবৃত্তি কেমন সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই বর্ণনা এই ঃ—

অবতং সয়ন্তি সদয়ং
শিরীষ কুসুমানি প্রমদাঃ।

অর্থাৎ প্রমদারা শিরীষ পুষ্প গুলি লইয়া অতি যত্নে তাহাদ্বারায় আপন আপন কর্ণ ভূষণ নির্ম্মাণ করিতেছেন।

যখন বল্কলপরিহিতা ঋষিকন্যাগণ অলঙ্কার পরিতে এত ভাল বাসিতেন, তখন বর্ত্তমান কালের সীমন্তিনীরা যে, ঋষিকন্যাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক বিলাসপরায়ণা হইবেন, ও তজ্জন্য তাঁহাদিগের আত্মীয়গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন তাহাতে বিচিত্র কি?

এই ত গেল আমাদের দেশের কথা। একবার ইউরোপ খণ্ডে গমন কর। তথায় গেলেও দেখিতে পাইবে, কি পুরাকালে কি ইদানীন্তন সময়ে সতত মহিলাগণ বেশভূষা লালসার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। গ্রীষীয় সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সমাজের রমণীগণ অতিরিক্ত বেশভূষায় শরীর

অলঙ্কৃত করিতেন বলিয়া অসাধারণ গুণসম্পন্ন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য খ্রীসষ্টম্ তাঁহাদিগকে বারংবার তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সমাজের অপরাপর লেখকগণও ঐ কুরীতির নিন্দাবাদ করিয়াছেন। সাত আট বৎসর হইল, পরলোক নিবাসী ডাক্তার ডফ এডিনবরা নগরে এক প্রকাণ্ড সভা সমীপে বক্তৃতা করিবার সময় বলেন যে, স্কটলণ্ড নিবাসিনী রমণীগণের গাউনের যে পুচ্ছ কেবল রাজ পথ ঝাঁট দিতে দিতে জীর্ণ হইয়া যায়, তাঁহারা যদি সেই পুচ্ছের বস্ত্রটুকু বাদ দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতেন, তাহা হইলে এত অর্থ বাঁচিত যে, তদ্দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের ভরণ পোষণ চলিয়া যাইতে পারিত। তবে দেখা যাইতেছে যে, বেশভূষা করা সকল জাতীয় রমণীগণের যেন অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি? একটী কারণ এই যে সমুদয় মহিলা নিজ নিজ হৃদয়ের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়াতে বিলাস প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। সেই পিশাচমূর্ত্তি বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে কত শত রমণী অতিরিক্ত অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা আপন আপন অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আবার ইউরোপ নিবাসিনী কতকগুলি রমণী তাঁহাদের বিলাস প্রবৃত্তি ঢাকিবার জন্য সভ্যতার ভান করেন। সভ্যতামার্গ অধি-রোহণ করিতেছি ইহা মনে করিয়া কতকগুলি ইউরোপ নিবাসিনী গৌরাঙ্গিণী পূর্ব্বোক্ত বিগর্হিত আচরণের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহারা যাহাকে সভ্যতা বলিয়া থাকেন, তাহা সভ্যতা নহে। কেন না সভ্যতা কখন ধর্ম্মনীতির বিরোধী হয় না। সভ্যরীতি (ফ্যাসন) নামে এক কিম্ভূত কিমাকার রাক্ষসী আছে। সেই রাক্ষসীই সভ্যতার ভেক ধারণ পূর্ব্বক জনসমাজে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলমতি মহিলাগণের চিত্তবিকার সম্পাদন করিতেছে। ফ্যাসন আর সভ্যতা এক নহে। জ্ঞানী ও ধর্ম্ম পরায়ণ জনগণের সমাজে সভ্যতার জন্ম, সংসারপরায়ণ দুর্ম্মতি লোকদিগের মধ্যে ফ্যাসনের

সৃষ্টি। যাহাদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই, যাঁহারা ধর্ম্ম নীতির প্রতি সতত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যখন ফ্যাসনের প্রবর্ত্তয়িতা হইলেন, তখন ফ্যাসন ও সভ্যতা এক কিরূপে হইবে? ফ্যাসন যদি সভ্যতা হইত, তাহা হইলে পয়োজীবী শিশুগণের উপাদেয় স্তন-দুগ্ধ শোষক লৌহনির্ম্মিত উত্তোলকের (Stays) * সৃষ্টি হইত না। ফ্যাসন যদি সভ্যতা হইত তাহা হইলে ধর্ম্মবিনিন্দিত রঙ্গশালা ও নারী নৃত্যের সৃষ্টি হইত না। ফ্যাসন ও সভ্যতার যদি বৈরিভাব না থাকিত, তাহা হইলে কুরীতির পৃষ্ঠপূরক নিত্য নববেশ উদ্ভাবনী শক্তি সমাজে প্রতিপত্তি পাইত না। বাস্তবিক ফ্যাসন সমাজের কি সর্ব্বনাশই না করিতেছে। কোন কোন সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়ের নিরাকরণ সাধন করিতেছে। কোথায় কোমলমতি মহিলাগণ গদ্‌গদচিত্তে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং সেই সেবার ফলস্বরূপ তাঁহাদিগের বদনমণ্ডলে শরন্মেঘ সমাচ্ছন্ন শশধর সদৃশ পবিত্র ভাব প্রতিভাত হইতে থাকিবে, না, পিশাচপ্রকৃতি ফ্যাসনের উপাসনায় নিযুক্ত থাকাতে তাঁহাদিগের মুখচন্দ্রে কালিমা পড়িতেছে। বাস্তবিক যে হৃদয়ে ফ্যাসন রাজত্ব করে, সে হৃদয়ে ঈশ্বর স্থান পান না। আবার বলি, ফ্যাসন কেবল সভ্যতার ভেক ধারণকরিয়া সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে ও থাকিয়া থাকিয়া চপলমতি রমণীগণকে নাচাইয়া তুলিতেছে।

আমরা বঙ্গ মহিলা সমাজের বেশ ভূষার বিচার করিতে গিয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিতে ছিলাম। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্যে প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া এক অপরূপ নববেশ ধারণ

* বিজ্ঞানে বলে যে, যে স্ত্রীলোক লৌহ নির্ম্মিত বা অন্যবিধ উত্তোলক পরিধান করেন তাঁহার স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্য যে সকল ইংরাজরমণী ধর্ম্মপরায়ণা, তাহারা উহা পরিধান করেন না।

করিয়া এক নবীন সমাজের অভ্যুদয় হইতেছে। এই নবীন সমাজ ঐ ইংরাজ সমাজের অনেক রীতি পদ্ধতির অনুসারী হইতে পারে। অতএব ঐ ইংরাজ সমাজে কি কি দোষ আছে তাহা এই নবীন সমাজের জানা কর্ত্তব্য। তাই আমরা ইয়ুরোপ দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। এক্ষণে প্রত্যাগত হইলাম। দেখা যাউক, নবীন বঙ্গ মহিলা সমাজে ফ্যাসন রাক্ষসী প্রশ্রয় পাইয়াছে কি না? দেখা যাউক, ঐ বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসী বঙ্গাঙ্গনাগণকে পরাভব করিতে পারিয়াছে কি না? হায়! ঐ যে বঙ্গমহিলা সমাজ মধ্যে ও ঐ রাক্ষসীর ভীষণ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ যে বঙ্গাঙ্গনাগণের পদযুগল হইতে কেশদাম পর্য্যন্ত স্বর্ণাভরণে সমাচ্ছন্ন! ঐ যে দেখিতেছি বাঁড়ুজ্যেদের ছোট বউ অঙ্গভরা অলঙ্কার পান নাই বলিয়া স্বামিসমক্ষে মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন ও ইঙ্গিতচ্ছলে বলিতেছেন আমাকে ঘোষালদের মেজবউয়ের মত সাজাও। ও দিকে ঘোষালদের মেজ বউ অঙ্গভরা অলঙ্কার পরিয়া বসুন্ধরা সরা জ্ঞান করিতেছেন। তবে কেমন করিয়া বলি যে, নবীনা বঙ্গসমাজে ফ্যাসন রাক্ষসী প্রতিপত্তি পায় নাই। কিন্তু কথা এই যে পিশাচী দেশ ভেদে, কাল ভেদে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ ধরিয়া সমাজ অধিকার করিয়া থাকে। আমরা ইউরোপ দেশে তাহাকে বস্ত্রাবরণে দেখিয়াছি আর বঙ্গ দেশে অলঙ্কার বেশে দেখিতেছি। কিন্তু বঙ্গসমাজে পরিচ্ছদরূপী ফ্যাসনের এককালে যে অস্তিত্ব নাই আমরা তাহা বলিতে পারি না। নূতন রুচির সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন ধরণের জঘন্য বস্ত্র উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হইতেছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় লজ্জাহীনা বিলাসিনী দিগের পছন্দ মতে এইরূপ বস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। পরে সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগের নিকট আদরণীয় হইয়া ইহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়। যাহাহউক এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে বঙ্গাঙ্গনাগণ সভ্যতার ভান করিয়া গহনা পরিধান করেন না। তাঁহারা অশিক্ষিতা ও অজ্ঞান সুতরাং তাঁহারা

সভ্যতার ধার ধারেন না। দেশের প্রথা অনুসারে বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হওয়া তাঁহাদের একপ্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে যাঁহাদিগের হৃদাকাশে ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা অতিরিক্ত অলঙ্কার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ঈদৃশী রমণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যাহাদের হৃদয় ধর্ম্মের অনুশাসনে শাসিত নহে, তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক। এমন কি প্রথমোক্ত রমণীগণের সংখ্যা আধ আনা, শেষোক্তগণের সংখ্যা সাড়ে পনর আনা।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে বঙ্গসমাজ মনোহর নববেশ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে সমাজ হইতে ফ্যাসন রাক্ষসীকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া অতি কর্ত্তব্য। কেননা সমাজের বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহাকে ফ্যাসনের তীব্র প্রভাব বিবর্জ্জিতা করা দুরূহ ব্যাপার। এক্ষণে বাঙ্গালীগণ নূতন নূতন নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। এই সময় তাঁহাদিগকে, ফ্যাসন ঘৃণা করা, অতিরিক্ত অলঙ্কার পরিধান ঘৃণা করা, সুচিক্কণ বসন লালসা ত্যাগ করা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে এক জন ফ্যাসন বিদ্বেষিণী ইংরাজমহিলা কি বলেন শ্রবণ করুন। সেই রমণীর নাম মিসেস্ মেকিন। ছয় বৎসর হইল তিনি ইংলণ্ডের কোন স্থানে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন ঃ—"কোমলমতি যুবতীগণকে নাচিতে, লাফাইতে, বদনমণ্ডল রঞ্জিত করিতে, ক্ষীণ পরিবর্ত্তন-শীলা ফ্যাসনের অনুসারিণী হইয়া বেশ ভূষা করিতে শিক্ষা দিলে, তাঁহাদিগের শোভা সম্পাদন করা হয় না ; বরং তাঁহাদিগের কলেবর বিকৃত ও হৃদয় কলুষিত করিয়া দেওয়া হয় ঃ ফ্যাসন পরতন্ত্র রমণীগণ কখনই পতির হৃদয়ানন্দদায়িনী হইতে পারেন না, কেননা অপরের চিত্তবিনোদন করাই তাঁহাদিগের ব্রত। নতুবা তাঁহারা নব নব বেশ ভূষা করিয়া সমাজে ফিরিবেন কেন? অন্যের মনোরঞ্জন করিবার

জন্যই যদি বেশ ভূষা না করিবেন, তবে বাহিরে যাইবার সময় অলঙ্কার প্রভৃতি পরিধান করিবেন কেন?" * মিসেস্ মেকিন ঠিক্ কথা বলিয়াছেন। অপরকে দেখাইবার জন্যই অধিক বেশ ভূষা করা। তবে কি তাহা ঘৃণার্হ বিষয় নহে? বাস্তবিক মহিলাগণ যখন বিনীত বসন পরিধান করেন, তখন তাঁহাদিগকে কেমন কমনীয়া দেখায়! তবে বঙ্গসমাজের যে সকল মহিলা বিনীত বেশের কমনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অপরাপর রমণীগণকে সেই দৃষ্টান্তের অনুসারিণী করিবার চেষ্টা করুন।

রমাবাইর সম্মানার্থ সভা।

ঢাকায় বিদুষী রমাবাইর সমাগমে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে একটী সভা হইয়াছিল, তাঁহার যে কার্য্য বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তাহাকে পদ্যে যে উপহারটী প্রদত্ত হয় স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

১। গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু জগন্মোহন রায় নামক একজন হিন্দুমহোদয়ের বাটীতে বিদুষী রমাবাইর সম্মানার্থ ভদ্রমহিলাদিগের একটী সভা হয়। ব্রাহ্মিকাদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হয়, যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, সকলেই আসিয়াছিলেন, সভাতে অন্যূন ৩০।৩৫টী ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। রমাবাই উপস্থিত হইলে গদ্যে একটী রচনা লিখিত হইয়াছিল, প্রথমে সেইটী কুমারী সরলা রায় পাঠ করেন, তৎপরে শ্রীমতী হেমলতা রায় একটী পদ্য পাঠ করেন। পরে লিখিত কাগজগুলি ও বাবু আনন্দ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লিখিত পুস্তকগুলি ও উক্ত পদ্যটী তাঁহাকে প্রদান করা হয়, তিনি স্বহস্তে সাদরে গ্রহণ করেন।

---

* পেল মেল বজেট (Pall Mall Budget) ২০ এ জুন, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

তৎপরে তিনি হিন্দিতে একটী সুমধুর বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাটী উপদেশে পূর্ণ ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে হেমলতা রায় তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন যে যাহাতে বঙ্গরমণীগণকে উত্তমরূপে শিক্ষিতা করিয়া, এক একটী রমণী রত্ন করিয়া তুলিতে পারেন এবং স্ত্রীজাতিকে কুসংস্কার মুক্ত করিয়া জ্ঞানের আলোকে প্রবিষ্ট করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষরূপে সহায়তা করেন। তজ্জন্য তিনি পরে সুমিষ্ট বঙ্গভাষায় আর একটী উপদেশ দেন, উপদেশের সারমর্ম্ম এই "প্রিয় ভগিনীগণ! আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করি, কিন্তু সংসারে শিক্ষক ও রক্ষক একটী মাত্র সহোদর ছিলেন, ঢাকাতে আসিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আশ্রয় ও রক্ষকবিহীনা হইয়াছি। যদ্যপিও নিরাশ্রয় হইয়াছি, তথাপি জগদীশ্বর আমার সহায় আছেন, আপনাদিগের পদ্য ও উৎসাহ পূর্ণ উপদেশে আমার নির্জীব হৃদয় সজীব হইল। যদিও মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে অনেক ব্যবধান আছে, তথাপি আপনারা মনে করিবেন না যে বঙ্গরমণীগণ আমার নিকট অপরিচিত বলিয়া আমি তাহাদের জন্য কিছু চেষ্টা করিতেছি না। আমার নিকট ভারতের সমগ্র নারীই এক। যত দিন পর্য্যন্ত শরীরে এক বিন্দু মাত্র রক্ত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত আপন জাতির (অর্থাৎ স্ত্রীজাতির) কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে কোন ক্রমে পরাঙ্মুখ হইব না। আজ হইতে নারী জাতির উন্নতি সাধন করিব এই ব্রত ধারণ করিলাম। আপনারা আমার যে গুণের প্রশংসা করিলেন, আমার নিকট তাহা একটী তৃণবৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। অনেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত অহঙ্কারী হন, এইটী মনে রাখিবেন বিনয়ই বিদ্যার অঙ্গ ও সৌন্দর্য্য। যিনি অবিনয়ী হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন তাঁহার সে বিদ্যার দ্বারা কোন ফল দর্শে না।

আপনারা যেমন আমাকে উৎসাহ দানে সজীব করিলেন সেইরূপ আপনারাও উৎসাহিতা হইয়া দিন দিন উন্নতির সোপানে, আরোহণ

করুন। পরের উপর নির্ভর করিলে কিছুই হয় না, অতএব ভগিনী-গণ। নিজের নিজের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হউন, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইবেন। আপনারা এই গুলি যেন স্মরণ রাখেন আমার এই মাত্র অনুরোধ।"

সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে বিদুষী রামাবাইকে উদ্দেশ করিয়া দুইটী সঙ্গীত হয়। অবশেষে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন।

বিদুষী রমাবাইর ন্যায় অমায়িক বিনয়ী শান্ত ও গুণবতী স্ত্রীলোক দেখি নাই। অনেকে এরূপ আছেন অল্প বিদ্যা শিখিলে মনে করেন, আমি কি হইলাম. তিনি একবার রমাবাইর নম্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার গর্ব্বকে খর্ব্ব করুন। তাঁহাকে প্রায় ৪০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। তিনি গত ১০ ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুরে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সভাস্থ সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় রমণী রমাবাইর ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ঢাকায় জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া গত ২৭ এ বৈশাখ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রমাবাই একমাত্র ইঁহারই সমভিব্যাহারে দেশ বিদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনার অসাধারণ গুণের পরিচয় দান ও প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম, রঙ্গপুরের জমীদার সদয় হইয়া ইঁহাকে আপন আশ্রয়ে রাখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এরূপ গুণবতী রমণীকে স্ত্রীশিক্ষার কোন কার্য্যের ভার দিয়া কলিকাতায় রাখিবার কি কোন উপায় করা যায় না? কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীদিগের ইঁহার প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়।

২। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার

কলিকাতা বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩। জাপানদ্বীপে একটী বৃহদাকার কাঁকড়া ধৃত হইয়াছে, তাহার সম্মুখের এক একটী দাড়া ৮ হাত করিয়া দীর্ঘ।

৪। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার নূতন পরিবর্ত্তনে লর্ড লিটন ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, লর্ড রিপন তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইনি রোমান কাথলিক। শুনা যায় কিছু দিন পূর্ব্বে রোমনগরে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মার্থ একলক্ষ টাকা দান করেন। যাহা হউক ইঁহার যোগ্যতার খুব সুখ্যাতি আছে।

৫। নিম্নলিখিত পঞ্চদশ ব্যক্তিকে লইয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছে;—

(১) গ্লাডষ্টোন—প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্বসচিব।

(২) লর্ড শেলবোরণ—লর্ড চান্সেলর। প্রধানতম বিচারপতি।

(৩) আরল স্পেন্সার—কাউন্সিলের সভাপতি।

(৪) ডিউক অব আর্গাইল—লর্ড প্রিবিসীল।

(৫) হারকোর্ট—স্বদেশীয় কার্য্য সম্পাদক।

(৬) আরল গ্রানভিল—বিদেশীয় কার্য্য সম্পাদক।

(৭) আরল কিম্বারলি—উপনিবেশ সমূহের ষ্টেট সেক্রেটারি।

(৮) চিল্‌ডার্স — সামরিক ষ্টেট সেক্রেটারি।

(৯) মার্ক্‌ইস হার্টিংটন—ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরি।

(১০) লর্ড নর্থব্রুক—আডমিরাল্‌টি বা রণপোতের প্রথম অধ্যক্ষ।

(১১) ব্রাইট—ডচিঅব লাঙ্কেষ্টরের চ্যান্সেলার।

(১২) চেম্বারলেন — বোর্ড অব্‌ট্রেটের প্রেসিডেন্ট।

(১৩) ডড্‌সন—স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট।

(১৪) ফষ্টার— আয়র্লণ্ডের সেক্রেটারী।

(১৫) ফসেট—পোষ্টমাষ্টার জেনারল।

বামাগণের রচনা।

সাধের কুসুম।

সখিরে! যবে মন সুখে গহন কাননে,
জুড়াতে মনের জ্বালা,
বসিনু বিরলে চিকণ চিকণে
গাঁথিতে প্রসূন মালা;
তুলি বনফুল চিত্ত বিনোদন,
কুসুম লইয়া করে,
প্রণয় সূত্রেতে মন নিবেশিয়া
গাঁথিনু পতির তরে।
হাসিয়া হাসিয়া কত প্রেম ভরে,
গাঁথিয়া প্রসূন মালা,
প্রেমের অঞ্চলে বাঁধিনু যতনে
পরাতে চিকণ কালা।
চলিনু ভবনে পুলকিত কায়,
দেখিতে হৃদয় মণি,
দেখিবারে হায়! পর্য্যঙ্ক উপরে
রয়েছে প্রেমের খনি।
পথ শ্রান্তে হায়! কত ক্লেশ ভরে
চলিনু পতির পানে,
কত কুশাঙ্কুর নাচিয়া নাচিয়া
ফুটিল মম চরণে।
প্রবেশি কক্ষেতে পরম আদরে
কহিনু পতির কাছে,
কত শত হায় কানন মাঝারে
প্রসূন ফুটেছে গাছে।
দেখি বন ফুল, হইয়ে আকুল
ইচ্ছিনু গাঁথিতে মালা,
না পারিনু হায়, লইতে ও ফুল
ঘটিল বিষম জ্বালা।
হতাশ হইয়া বনের ভিতরে
তৃণের আসনে বসি,

পাদপ হইতে মনেতে ভাবিনু
  কেমনে লইব ও ফুল শশী
এমন সময় পশ্চিম গগণে
  উঠিল নীরদ মালা,
বহিল পবন করি স্বন স্বন,
  হইল কুসুম তোলা।
পাতিয়া অঞ্চল বসিয়া তাহাতে
  গাঁথিনু প্রেমের সূতে,
সাপটিয়া হার পরম আদরে
  বাঁধিনু অঞ্চল মাথে।
ধর নাথ! বলি হাসিতে হাসিতে
  টানিনু অঞ্চল ধরি,
শূন্যময় দেখি আঁচল আমার
  পাছনে রয়েছে পড়ি।
না হেরিয়া হার, মোহের সঞ্চার
  হইল আমার মনে,
যথা ফণিধর বিস্তারিয়া ফণা
  দংশিল বিষ দশনে।
পবন তাড়ন রসাল হইতে
  পড়িল যেমতি লতা,
ভূমিতলে হায়! আছাড়ি পড়িনু
  মনেতে পাইয়া ব্যথা।
পুন সংজ্ঞা লাভে মন দুঃখ ভরে
  চলিনু কানন পানে,
না পারিনু হায় বিবাদ করিয়া
  দুরন্ত "মোহের" সনে।
মনে ছিল আশ, হৃদয় আমার
  শোভিবে কমল ফুলে,
ছিঁড়িল কমল ডুবিল মৃণাল
  মোহের অতল জলে।

শ্রীমতী সত্যবতী সেন।
চট্টগ্রাম।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৮৬ সংখ্যা। } আষাঢ় ১২৮৭—জুলাই ১৮৮০। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

বেহুলার পতিভক্তি।

বেহুলার আসাধারণ পতিভক্তি এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই রমণী আপনার পতি নখিনন্দরের জন্য যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে বিবাহের রাত্রেই তাঁহার পতির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় এবং তিনি একাকিনী তাঁহাকে লইয়া ছয় মাসের পথ গমন করেন ও তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনেন। পরীক্ষা, প্রলোভন, বিপদ অসংখ্য প্রকারে তাঁহাকে ঘেরিয়াছিল, তিনি সে সকলই ধর্ম্মবলে অতিক্রম করিয়াছিলেন। মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করা অসম্ভব, সম্ভবতঃ নখিন্দর বিষে জর্জ্জরিত ছিলেন এবং কোন ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করেন। বেহুলা যে সর্পদিগকে বশীকরণ ও তাহাদিগের বিষ দমন করিবার কৌশল জানিতেন, তাহা বিলক্ষণ বোধ হয়, অদ্যাপি বেদিয়ারা সাপ খেলাইবার সময় তাঁহার নাম লইয়া থাকে। মনসা দেবীর পূজা প্রবর্ত্তনেরও তিনি যে সহায় ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, মনসার ভাসানে তাঁহারই কীর্ত্তি গীত হইয়া থাকে। কিন্তু বেহুলার

উপাখ্যানে এত অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে যে ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য হইতে পারে না। ইহার মধ্য হইতে ঠিক্ সত্য ঘটনাগুলি নির্ব্বাচন করা নিতান্ত কঠিন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে (১) যে সকল স্থানের বর্ণনা আছে, সে গুলিও প্রকৃত কি কল্পিত, অবধারণ করা দুরূহ। তাঁহার শ্বশুরালয় চম্পক নগর ভাগলপুরের নিকট বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু অনেকে আবার ইহা বঙ্গদেশের অন্তর্ভূত কোন কোন স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি যেখানে ধোপানীর সহিত মিলিত হন, তাহা কাহার কাহার মতে আসামের অন্তঃপাতী ধুবড়ী। ধোবাবুড়ী হইতে এই ধুবড়ী নাম হওয়া অসম্ভব নহে এবং এখানে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদও আছে। তিনি যে দেবতাগণের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা হয়ত সর্প চিকিৎসাকুশল আসামবাসী লোক। যাহাহউক যাঁহারা প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী, তাঁহাদিগকে আমরা এই সকল বিষয় অনুসন্ধানার্থ অনুরোধ করি এবং তাঁহার উপাখ্যানে যে সকল অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত আছে, তাহা অন্ধভক্তিহেতু ধর্ম্ম বিষয়ক অতি বর্ণনা মাত্র বলিয়া গণনা করি। পাঠিকাগণ ইহাঁর উপাখ্যানের কুসংস্কার-দূষিত অংশ সকল পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁর জীবনে যে মহৎ গুণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করেন, ইহাই আমাদিগের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বেহুলা নিছনি নগরের সায়বেণিয়ার কন্যা, তাঁহার মাতার নাম অমলা। সুবল, সুন্দর ও হরি নামে তাঁহার তিন সহোদর ছিল। বেহুলা যেরূপ রূপবতী, সেইরূপ গুণবতী এবং নৃত্যগীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন—তাঁহার নাম 'বেহুলা নাচনী' অতি প্রসিদ্ধ। তিনি বাল্যকালাবধি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীর উপাসিকা বা ব্রতদাসী ছিলেন। বিবাহ যোগ্য বয়স হইলে দেশীয় প্রথানুসারে নখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নখিন্দর চম্পক-

(১) "মনসার ভাসান" পুস্তক হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইল।

নগরের চাঁদ বেণিয়ার পুত্র, তাঁহার মাতার নাম সনকা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ছয় সহোদর ছিল, সকলেই সর্পাঘাতে নিহত হয়। চাঁদবেণ্যা মনসাকে কিছু মাত্র ভক্তি করিত না, তাঁহাকে 'চেঙমুড়ি কাণী' বলিয়া বিদ্রূপ করিত এবং সর্পভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একগাছি হেঁতালি লইয়া সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিত। শুভদিনে ও শুভলগ্নে বেহুলার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হইল। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, বিবাহ রাত্রে সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে। চাঁদ বেণ্যা এই দৈবজ্ঞ-বচন ব্যর্থ করিবার জন্য সুদৃঢ় লোহার বাসর ঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং বিবাহ রাত্রেই বরকন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া লৌহগৃহ মধ্যে বদ্ধ করিলেন। তাহার ভিতরে নখিন্দর ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং বেহুলা জাগ্রত থাকিয়া সতর্কতার সহিত তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম তিন প্রহর রাত্রে ক্রমে ক্রমে বঙ্করাজ, কালদন্ত ও উদয়কাল এই তিনটী বিষধর সর্প গৃহমধ্যে আসিয়া দেখা দিল, বেহুলা খুড়া জেটা ও দাদা সম্বোধন পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইবার ছলে তাহাদিগকে সোণার সাড়াশী দ্বারা বদ্ধ করিল। শেষ প্রহর রাত্রে নখিন্দর একবার ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠেন এবং বেহুলা বাসরঘরের মধ্যেই মাঙ্গিল্য হাঁড়ির চাউল লইয়া ও পরিধেয় বাস জ্বালিয়া অন্ন প্রস্তুত করেন। পরে কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়াতে নিদ্রাভিভূত হন। এই অবসরে কালনাগিনী সর্প আসিয়া নখিন্দরের পদে দংষ্ট্রাঘাত করিল। বর্ণিত আছে, বিশ্বকর্ম্মা চাঁদ বেণ্যার আদেশে উক্ত লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু পরে মনসার কোপভয়ে তিনি শূলাঘাত করিয়া গৃহের এক দিকে একটী সূক্ষ্ম ফাঁক রাখিয়া যান এবং তাহা কয়লা দিয়া বুজাইয়া দেন, তাহা দিয়াই কালনাগিনী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক সর্পাঘাত মাত্রেই নখিনন্দর চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বেহুলা জাগ্রৎ হইয়া কালনাগিনী পলাইতেছে দেখিয়া তাহার লাঙ্গুলোপরি স্বর্ণ জাতি নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আড়াই অঙ্গুলি পরিমাণ লেজ কাটিয়া গেল।

বেহুলা লেজটী অঞ্চলে বাঁধিলেন। পরে মৃত নখিন্দরকে কোলে লইয়া উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনিতে শাশুড়ী, অন্যান্য আত্মীয় পরিবার ও প্রতিবাসিনী আসিয়া শোক বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অলক্ষণা পতিঘাতিনী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। চাঁদ বেণ্যা অবশিষ্ট এই একমাত্র পুত্রের নিধন সংবাদে হেঁতালি স্কন্ধে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল "চ্যাঙমুড়ি কাণী" আর আমার কিছু অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।"

বেহুলাকে শোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া পরে আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন এবং নখিন্দরের সৎকার্য্য করিবার প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু বেহুলা বলিলেন "মৃতপতিকে ছাড়িব না কলার মান্দাসে জলে ভাসিয়া যেথানে মনসার বাস সেইখানে যাইব এবং পতিকে যদি বাঁচাইতে পারি ফিরিব নতুবা ফিরিব না।" তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া হতভাগিনী ক্ষেপিয়াছে বলিয়া সকলে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বেহুলা তখন একান্ত কাতরতার সহিত শ্বশুরের নিকট একটী মান্দাস গঠন করিয়া দিবার প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে শ্বশুর তাহা গঠন করাইয়া দিলেন।

বেহুলা তৎপরে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মান্দাসে চড়িলেন এবং মৃতপতিকে আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিল, তিনি তাঁহাদিগের কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, শেষে আর কেহ তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না।

বেহুলা প্রথমে গাঙ্গুড়ী-নদীর জলে ভাসিয়া চাঁপাতলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার তিন সহোদর অনেক দ্রব্যভার লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। বেহুলা মিষ্টবাক্যে সহোদরদিগকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন

এবং আপনি শব ক্রোড়ে লইয়া ভাসিয়া চলিলেন। কুণ্ডববন্দ, হুবরাজপুর, নবখণ্ড অতিক্রম করিয়া বাঁকা ও দামোদর দিয়া গোবিন্দপুর, বৰ্দ্ধমান ও গঙ্গাপুরের ধার দিয়া চলিলেন। গঙ্গাপুরে মান্দাস খুলিয়া গেল, অনেক কষ্টে তাহা পুনরায় ঠিক্ করিলেন। দেপুরে আসিয়া মড়া পচিয়া ঢোল হইল, বেহুলার তাহাতে গ্রাহ্য নাই। তিনি নোয়াদার ঘাট ও কেয়ুদা হইয়া আদমপুরে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে এক ঘাটে এক গোদা মৎস্য ধরিতেছিল, তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"দুইপদ ফুলা তার চারি নারী ঘরে,
সুধু ভাত খেতে নারে নিত্য মৎস্য ধরে,
গলায় শঙ্খের মালা কর্ণে রাম কড়ি,
আশে পাশে ফেলিয়াছে বড়সীর দড়ি,
ঘন ঘন দেয় খেঁচ বড় মৎস্য উঠে,
কলার মান্দাস ভেসে আইল সেই ঘাটে,
বেহুলার রূপে গোদা হইল মূৰ্চ্ছিত,
কাকুতি মিনতি করে কথা বিপরীত।"

গোদা বেহুলার রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া চারি গৃহিণীর উপর প্রধানা গৃহিণী করিবার জন্য অনেক প্রলোভন প্রদর্শন ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। বেহুলা উপেক্ষা করিয়া চলিলেন দেখিয়া গোদা কলার মান্দাস ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কিন্তু গোদের ভরে নড়িতে না পারিয়া পরিত্রাহি বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। শেষে বেহুলার বরে সে উদ্ধার পাইল। ইহার পর মড়া পচিয়া ঘোরতর দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বেহুলার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না, বরং মৃতদেহের প্রতি তাঁহার আদর ও যত্ন বাড়িতে লাগিল।

"মড়া মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ,
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ,

ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে
মড়া সঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে।"

একটী কুক্কুর এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মড়া খাইবার জন্য বেগে আসিতে লাগিল, বেহুলা ভয়ে অস্থির, কিন্তু একটী কুম্ভীর আসিয়া কুকুরের পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তৎপরে জগতী ঘাটায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে লোকে তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে তাহার প্রতি অত্যাচার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু পরে তিনি যখন তাহাদিগের নিকট আপনার দুঃখময় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তখন তাহারা দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মড়া লইয়া চলিলেন। মড়ার মাংস ক্রমে গলিয়া গিয়া অস্থি কঙ্কাল মাত্র সার হইল। বেহুলা আর কি করিবেন কেবল তাহার উপর পরিষ্কার জল সিঞ্চন করিয়া দিতেন। বোয়ালিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে রঘুবোয়াল নামে এক বৃহৎ মৎস্য নখিন্দরের হাঁটুর মালা গিলিয়া ফেলিল। বেহুলার মান্দাস পরে হাসনহাটী ও নারিকেল ডাঙ্গা হইয়া বৈদ্যপুরে আসিল। বৈদ্যপুরে এক বৈদ্য ঘাটে স্নান করিতেছিল, সে বেহুলারে হস্তগত করিবার জন্য বলিল আমি এ মড়া বাঁচাইয়া দিব, কিন্তু তোমাকে একটী অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহার মন্দ অভিপ্রায় বুঝিয়া

"বেহুলা বলেন বৈদ্য তোর মুখে ছাই,
মনসা জপিয়া মনে জলে ভেসে যাই।"

তৎপরে বেহুলা পিড়তলী ও গহরপুর হইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেণীর ঘাটে নেত নাম্নী এক ধোপানী কাপড় কাচিতে ছিল। বেহুলা এই ধোপানীর এক আশ্চর্য্য কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন। ধোপানীর এক পুত্র তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে অত্যন্ত কাঁদিয়া মাতাকে বিরক্ত করাতে ধোপানী এক চাপড়ে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। নির্ব্বিঘ্নে কাপড় কাচিয়া যখন দিবাবসান হইল, তখন ধোপানী আবার এক চাপড়ে মৃত সন্তানকে বাঁচাইল এবং

তাহাকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল। বেহুলা এক ওকড়া বনে লুকাইয়া ধোপানীর এই কার্য্য কয়েকদিন দেখিলেন। দেখিয়া তাহার মনে হইল এ রমণী যদি মরা ছেলেকে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলে আমার মৃতস্বামীকে বাঁচাইবারও উপায় বলিয়া দিতে পারে। পরে বেহুলা ধোপানীর নিকটস্থ হইয়া তাহার পায় জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিয়া আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। পরে তিনি তাহার বদলে কাপড় কাচিবার অনুমতি চাহিলেন। ধোপানী দেবতাদিগের কাপড় কাচিত, পাছে খারাব হয় বলিয়া আপত্তি করিল। কিন্তু বেহুলা কিছুতেই ছাড়িলেন না, কাপড় কাচিতে লাগিলেন। বেহুলার কাচা কাপড় ধোপানীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল হইতে লাগিল ঃ—

"ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর বোলে,
বেহুলা কাপড় কাচে স্বধু গঙ্গা জলে।
ধোপানী বসন কাচে কাচড়ার ফুল।
বেহুলা যে বস্ত্র কাচে সূর্য্য সমতুল।"

বেহুলা সুদ্ধ জলে যেরূপ কাচিলেন, ধোপানী মসলা দিয়া কাপড় কাচিয়াও সেরূপ করিতে পারিলেন না। ধোপানী সেদিন কাপড় গুলি শুকাইয়া বেহুলাকে সঙ্গে লইয়া সুরপুরে গমন করিল। পরে বেহুলাকে একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া বস্ত্রগুলি দেবসভায় অর্পণ করিল। দেবতারা বেহুলার কাচা কাপড় গুলি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কে কাচিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধোপানি তাহার বোনঝি কাচিয়াছে বলিল। দেবতারা বোনঝিকে তাঁহাদিগের সভায় আনিবার অনুরোধ করিলেন। নেত তাহাকে দেবসভায় উপস্থিত করিলে বেহুলা দেবগণের সন্তোষ সাধনার্থ নৃত্য গীত আরম্ভ করিলেন। দেবগণ নৃত্যগীতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলে বেহুলা তাঁহাদিগের নিকট আপনার শোচনীয় বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিলেন। সকল দেবতা তাঁহার উপাখ্যান শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং

নখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্য মনসাকে অনুরোধ করিলেন। দেবগণের অনুরোধে এবং বেহুলার স্তবস্তুতিতে মনসা নখিন্দরকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং তৎপরে তাহার আর ছয় সহোদরকেও জীবিত করিলেন। বেহুলা পতির সহিত প্রথমে পিতৃভবনে পরে শ্বশুর ভবনে গমন করিলেন এবং মনসার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া পরমাশ্চর্য্য মানিল এবং বেহুলার সতীত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। বেহুলা আপনার গৌরব তুচ্ছ করিয়া মনসাদেবীর জয়-ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুরন্ত শ্বশুরকেও মনসাপূজায় প্রবর্ত্তিত করিলেন।

জর্ম্মণ বীরাঙ্গণা।

শীতপ্রধান দেশের লোকেরা শীতকালে বরফের উপর অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। হুসম নগরের প্রান্তবর্ত্তী নদী বরফাবৃত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তথায় সমারোহ সহকারে একটী মেলা করিবার মানস করিল। নদীপৃষ্ঠে শত শত শিবির স্থাপিত হইল, আবালবৃদ্ধ নগরবাসী সকলে তথায় মিলিত হইল। কেহ লৌহাবৃত পাদুকা পরিয়া, কেহ চক্রহীন শকটে আরোহণ করিয়া হিমশীলার উপর দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, বাদকেরা নানাবিধ তালমানে যন্ত্রবাদনে নিযুক্ত হইল, নর্ত্তকেরা নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল, যাহারা বয়োবৃদ্ধ তাহারা স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া যুবক যুবতীদিগের ক্রীড়াকৌতুক দর্শনে আমোদিত হইতে লাগিল, অনেকে তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন এইরূপ আমোদে গেল। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে দশদিক্ উজ্জ্বল হইল, বরফের উপর সে কিরণ পড়িয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি উৎপাদন করিল, সমাগত সকলেই মহোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হুসমের সমস্ত নরনারী এই উৎসব

উপলক্ষে মিলিত হইয়াছিলেন, কেবল একটী বৃদ্ধা রমণী খঞ্জ এবং অথর্ব্ব হইয়া শয্যাগত ছিলেন, এ জন্য গৃহের বহির্গত হইতে পারেন নাই। তাঁহার গৃহ নদীর অতি নিকটবর্ত্তী, এজন্য তিনি শয্যাতে শয়ান থাকিয়াই বরফের উপর যে সকল নৃত্যগীত ভোজ মহোৎসব হইতেছিল, সকলি সন্দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু রজনী সমাগত হইবামাত্র তিনি হঠাৎ আকাশের পানে তাকাইয়া ভয়াকুল হইলেন। পশ্চিমাকাশে একটী ক্ষুদ্র মেঘের রেখা দেখা দিয়াছিল, তাহা যে একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ডের পূর্ব্ব লক্ষণ তিনি বুঝিয়াছিলেন। এই রমণীর স্বামী নাবিক ছিলেন, ইনি তাঁহার সহিত অনেকবার জলপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রে পশ্চিম দিকে এরূপ মেঘ উঠিলে বুঝিতে হয় বায়ুর গতি পরিবর্ত্ত হইয়াছে এবং প্রবল ঝটিকা আসন্ন, এ বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন এই ঝড় বহিলেই বরফ রাশি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং তদুপরিস্থ লোক সকল জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমোদমত্ত লোকদিগকে এই বিপদের বার্ত্তা কিরূপে জ্ঞাপন করেন? ঘরে তাঁহার সঙ্গে কেহ ছিল না, প্রতিবাসী-দিগেরও গৃহ সকল জনপ্রাণি শূন্য। তাঁহার যতদূর শক্তি ছিল, চিৎকার স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বর শ্রবণ করিবে কে? এদিকে মেঘ ক্রমাগত বৃহদাকার ও গাঢ়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে, আর অল্পক্ষণ পরেই ঝড় বহিতে আরম্ভ হইবে, তখন উৎসবকারী লোক-দিগের গতি কি হইবে ভাবিয়া তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। চলৎশক্তি-হীন বৃদ্ধা বিপন্ন লোকদিগের জীবন রক্ষার উপায় কি করিবেন? কিন্তু তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিকে ধন্যবাদ, তিনি তৎক্ষণাৎ যাহা করা কর্ত্তব্য মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন। যতটুকু শক্তি ছিল, প্রাণপণে চালনা করিয়া শয্যা হইতে নামিলেন এবং হামাগুড়ি দিয়া উনানের নিকটে গেলেন। তথা হইতে একখান জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আপনার তৃণশয্যায় সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তাঁহার গৃহ জ্বলিয়া উঠিলে কি ব্যাপার হইয়াছে দেখিবার জন্য নদীস্থ লোক সকল তীরে

আসিবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নগরবাসীদিগের জীবন রক্ষার্থ আপনার গৃহ ও সম্পত্তি অগ্নির মুখে আহুতি দিয়া বৃদ্ধা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইলেন। অবিলম্বে কুটির অগ্নিময় হইল, তাহার আভা বরফরাশির উপর পতিত হওয়াতে তত্রত্য সকল লোক শশব্যস্ত হইয়া তীরের দিকে ধাবমান হইল। সৌভাগ্য ক্রমে ঠিক্ সময়েই তাহারা নদীপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, বায়ু গর্জন করিতে লাগিল, এবং নদী তোলপাড় হইয়া সমুদয় বরফ কোথায় গিয়া পড়িল। একজন ক্ষীণ অথর্ব্ব রমণী আপনার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিয়া সমগ্র নগরটী রক্ষা করিলেন, ইহা অপেক্ষা সাধুতার ও স্বার্থ ত্যাগের মহত্তর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? ইনিই প্রকৃত বীরাঙ্গণা।

পয়সা ও মোহর।

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পয়সা ও মোহরের মধ্যে বিবাদের কথা শুনিয়া আর আশ্চর্য্য হইবেন না। প্রত্যুত এই বিবাদে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, জনসমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া যে আদৃত, তাহার আর অভিমানের সীমা থাকে না, নিকৃষ্টকে সে অগ্রাহ্য ও অবমাননা করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর নিকৃষ্টকেও কিছু না কিছু গুণে ভূষিত করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপালাভ করিলে অনেক সময় সে প্রাধান্যাভিমানী উচ্চপদস্থ অপেক্ষা জগতের মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারে।

এক টাঁকশালে এক টেবলের উপর একটী সদ্যোজাত সোণার মোহর ও তামার পয়সা চিক্ চিক্ করিতেছিল, তাহাদিগের উপর

সূর্য্যের কিরণ পতিত হওয়াতে উভয়েরই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মোহর পয়সার উজ্জ্বলতা দর্শনে হিংসায় অধীর হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিল "তুই ছোটলোক; নীচ কুলে তোর জন্ম, তোর এত অহঙ্কার কেন? আমার কাছে আসিয়া এক আসনে তুই বসিয়াছিস। শীঘ্র দূর হ। তুই আজিবাদে কালি কালমূর্ত্তি হয়ে মাটীতে পড়ে থাক্‌বি, তোকে কেও ছোঁবে না। আমি উচ্চবংশজাত। আমি পৃথিবীতে সম্মানের সহিত ভ্রমণ করিব, বড় বড় রাজারাজড়া আমাকে হাতে করে ধন্য হবে। আমি জগতে কত মহৎ কাজ সম্পন্ন করে অবশেষে সম্রাটের মুকুটের ভূষণ হইয়া চিরকালের জন্য শোভা পাইব।" পয়সা ম্রিয়মাণ হইয়া বলিল "স্বর্ণ! তুমি বড় লোক এবং আমি ছোট লোক সত্য বটে, কিন্তু যিনি তোমাকে বড় ও আমাকে ছোট করিয়াছেন, আজি তাঁহারই ইচ্ছায় তোমায় আমায় এক আসনে বসিয়াছি; আবার তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি ছোট হইয়া লোকের পদতলে পড়িয়া থাকিতে পার, আমি হয়ত রাজার মাথায় উঠিতে পারি।"

পয়সা এইকথা বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। অনতিদূরে অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে গম্ভীর মূর্ত্তি এক বিড়াল চৌকীর উপর শয়ন করিয়াছিল। সে পণ্ডিতের ন্যায় শিরশ্চালনা করিয়া বলিল "বিধাতার অপার লীলা, পয়সার বাক্য সফল হওয়া বিচিত্র নহে !!"

ফলে তাহাই হইল। মোহরটী এক ধনাঢ্য কৃপণের হস্তগত হইল। সে প্রথমে ইহা বাক্সে পূরিয়া রাখিল, সেখানে আরও শত শত স্বর্ণমুদ্রার সহিত সেটীও কিছুকাল অলসভাবে রুদ্ধ রহিল। পরে একদিন কৃপণের মনে হইল, তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন, পাছে তাহার ধন কেহ লয় এই ভাবিয়া এক গভীর গর্ত্ত খুলিয়া তন্মধ্যে সমুদায় ধন পুতিয়া রাখিল। আমাদিগের গর্ব্বিত মোহর সেই গহ্বরে নিক্ষিপ্ত এবং সেইখানেই চিরকালের মত সমাধি প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু পয়সাটীর ভাগ্য অন্যরূপ হইল। টাঁকশালে এক গরিব

বালক চাকরী করিত, সে প্রথমে পুরস্কার স্বরূপ ইহা প্রাপ্ত হইল। সে সেটী বাটী লইয়া গেল এবং সুন্দর চকচকে পয়সা দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী আবদার করাতে তাহাকে পয়সাটী দিল। তাহা পাইয়া বালিকার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তাহা লইয়া মাতাকে দেখাইবার জন্য বাগানে দৌড়িয়া গেল। সেখানে এক অতি শীর্ণকায় গরিব ভিক্ষুক আসিয়া তাহার নিকট কিছু আহার ভিক্ষা করিল।

বালিকা বলিল "খাবার কিছু নাই, থাকিলে দিতাম।"

ভিখারী বলিল "মা, একটা পয়সা যদি দেও, কিছু খাবার কিনিয়া খাই, উপবাসী রহিয়াছি।" এইকথা শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল। সে তৎক্ষণাৎ পয়সাটী ভিখারীর হস্তে দিল।

ভিখারী এক রুটীওয়ালার দোকানে রুটী কিনিবার জন্য গেল। কিন্তু দেখিল সেখানে এক ফকীর আসিয়া বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর ছবি বিলাইতেছে এবং একটী বাক্সে করিয়া কিছু কিছু পয়সা সংগ্রহ করিতেছে। ভিখারী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাইবেন?" ফকীর বলিলেন, "শত শত ক্রোশ দূরে আমাদিগের পুণ্য তীর্থ জরুজলম, (১) সেখানে আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাঁহার সমাধিস্থানে গিয়া প্রার্থনা করিব। তুরুষ্কদিগের নিকট হইতে আমার এক ভ্রাতাকে মুক্ত করিব, সেইজন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছি।"

"তবে আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করুন।" ভিখারী এই কথা বলিয়া পয়সাটী ফকিরের হস্তে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রুটীওয়ালা

(১) আসিয়ারি তুরস্কের অন্তঃপাতী জরুজলম্ নগরে য়িশু খৃষ্টের মৃত্যু হয়, এই জন্য খৃষ্টানেরা সেই স্থানকে মহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণনা করেন। তুরস্ক মুসলমান রাজা, মুসলমানেরা জরুজলম অধিকার করিয়া খৃষ্টানদিগের তীর্থ যাত্রার ব্যাঘাত করেন, এ জন্য খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে বহুকালব্যাপী যুদ্ধ হয়।

তাহার অবস্থা ও ভাবগতিক দেখিয়া বিনামূল্যে তাহাকে একখানি রুটি দিল।

ফকীর নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া জরুজলমে উপস্থিত হইলেন এবং খৃষ্টের সমাধিস্থলে ভজনা করিয়া তাঁহার স্বদেশীয় বন্দীকে উদ্ধার করিবার মানসে তুরুষ্ক সুলতানের নিকট গমন করিলেন। তিনি সুলতানের অনুগ্রহলাভার্থ প্রভূত অর্থ তাঁহার নিকট অর্পণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। তখন ফকির বলিলেন “তোমাকে আমি আর কিছু দি, এমন আমার ক্ষমতা নাই, তবে দয়া-পরবশ হইয়া একটী ক্ষুধার্ত্ত গরিব ভিখারী এই পয়সাটী দান করিয়াছে, ইহা তুমি গ্রহণ কর। তাহার ন্যায় তুমি দয়ালু হও, তাহাহইলে এই সামান্য পয়সাটীর অনেক মূল্য, বুঝিতে পারিবে।”

এই কথা শুনিয়া সুলতানের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল এবং তিনি সেই পয়সাটী লইয়া বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। সুলতান পয়সাটী জেবের ভিতর রাখিয়া দিয়া তৎপরে সে বিষয় ভুলিয়া গেলেন। এই সময়ে সম্রাট্ জরুজলম আক্রমণ করিয়া সুলতানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একদিন যুদ্ধে শত্রুদিগের এক বাণ তাঁহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হয়, ইহা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল, কিন্তু তৎপরে হঠিয়া গেল। সুলতান যুদ্ধাবসানে আপনার অসম্ভাবিত প্রাণরক্ষার জন্য আশ্চর্য্য হইয়া জামা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহার বক্ষস্থলের জেবটী তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তিনি ইহারই মধ্যে সেই পয়সাটী রাখিয়াছিলেন। তখন এই তাম্রখণ্ডটী তাঁহার নিকট মাণিক অপেক্ষা বহুমূল্য বলিয়া বোধ হইল এবং তিনি একটী সোণার চেইন দিয়া ঝুলাইয়া তাঁহার তরবারীর বাঁটে ইহা সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। পরে আর এক যুদ্ধে সুলতান পরাজিত হন, তাঁহার তর-বারি সম্রাটের হস্তগত হয়।

একদিন সম্রাট ভোজে বসিয়া একপাত্র পানীয় হস্তে করিয়া লইয়াছেন, এমত সময় রাজ্ঞী তুরুষ্ক সুলতানের তরবারি খানি

দেখিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। সম্রাট তাহা তৎক্ষণাৎ আনিবার আদেশ করিলেন। পরে পানপাত্র রাখিয়া তিনি তরবারিখানি মহিষীকে দেখাইতেছেন, এমত সময়ে তৎসংলগ্ন পয়সাটী পানপাত্রে পড়িয়া গেল। তিনি তাহা উঠাইয়া লইলেন, কিন্তু লইতে না লইতে পাত্রস্থ সুরা হরিদ্বর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। সুরাতে বিষ ছিল, তখনি সকলে বুঝিতে পারিলেন। সম্রাটের প্রাণ নাশ করিবার জন্য এক দুষ্টাশয় ভৃত্য এই কার্য্য করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সে ভৃত্যের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হইল এবং পয়সাটী সম্রাটের মুকুটে স্থাপিত হইল।

দেখ পয়সাটী কত সৎকার্য্য সাধন করিল। ইহা একটী বালিকার আনন্দবর্দ্ধন করিল, এক ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর আহার যোগাইল, এক বন্দীকে কারামুক্ত করিল, সুলতানকে তীরাঘাত হইতে রক্ষা করিল এবং অবশেষে বিষপান হইতে সম্রাটের প্রাণরক্ষার উপায় হইল। এরূপ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সে যে সম্রাটের শিরোভূষণ হইয়া থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এ দিকে গর্ব্বিত স্বর্ণ মোহর মাটীর মধ্যে মাটী হইয়া যাইতেছে, কে তাহার সংবাদ লয়? ঈশ্বর এইরূপে নম্র-ব্যক্তিকে পুরস্কৃত ও অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন।

স্ত্রী-শিল্পী।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সকল রমণী শিল্পবিদ্যার প্রভাবে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন সময়ের অন্তর্গত। অধুনাতন সময়ে ইউরোপে যে সকল রমণী শিল্পী বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন, পশ্চাৎ তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছয়জন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্ত্রী-শিল্পী

জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে সফোনিশ্বা সর্ব্ব প্রধান। তাঁহার বয়স যখন ১০ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার চিত্র-কার্য্য দেখিয়া লোকে অবাক্ হইত। তাঁহার বাল্যকালের চিত্রিত ছবি সকলের মধ্যে একখানি, শিল্পদক্ষ বাসারি নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। একটী মোচাচিংড়ির দাড়ে একটী বালকের হাত জড়াইয়াছে এবং তাহা দেখিয়া একটী বালিকা হাস্য করিতেছে। এই চিত্রটী এরূপ সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছিল যে, তাহা তৎসময়ের প্রধান চিত্রকরদিগের হস্তাঙ্কিত ছবিসকলের সমকক্ষ বলিয়া গণনীয় হইয়াছিল। সফোনিশ্বা চিত্রপট সকল অধ্যয়ন করিতে বাল্যকালাবধি ভাল বাসিতেন। বাসারি এই রমণীর পিতৃগৃহে ইহাঁর রচিত একখানি ছবি দর্শন করেন, তাহাতে ইহাঁরা তিন ভগিনী একটী প্রাচীন পরিচারিকার সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন। মূর্ত্তি সকল এরূপ নৈপুণ্য সহকারে চিত্রিত হইয়াছিল, যে বাক্‌শক্তিহীন না হইলে ঠিক্ জীবন্ত মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইত।

সফোনিশ্বা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীগণকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাঁহার বাল্যাবস্থার চিত্রদ্বারা তিনি খ্যাতিলাভ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার সহিত মিলান নগরে গিয়াছিলেন। তথায় স্পেনরাজের প্রতিনিধি সেসার ডিউক তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ছবি অঙ্কনের পুরস্কার স্বরূপ ৪টী রেসমী পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মূল্যবান্ উপঢৌকন প্রদান করেন ১৫৫৯ সালে তাঁহার নাম সমুদায় ইটালী দেশে ব্যাপ্ত হয়। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ সুকুমার বিদ্যার উৎসাহদাতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবার জন্য নিতান্ত লোলুপ ছিলেন। তিনি এই বালিকার যশের প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী মাড্রিডে আহ্বান করেন। আল্‌বার ডিউক রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে লইয়া যান, সঙ্গে সুসজ্জিত বেশধারী দাসদাসী সঙ্গিনী অনেকগুলি যায়। ফিলিপ ও তাঁহার রাজ্ঞী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজভবনে সমারোহে আতিথ্য করেন। তিনি

তথায় রাজা, রাজ্ঞী, রাজকুমার ও স্পেনের সমুদয় সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। রাজা তাঁহার প্রতিকৃতি দর্শনে এতদূর আহ্লাদিত হন যে প্রায় ৪০০০ সহস্র টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক ও ৫০০ টাকা বৃত্তি পুরস্কার দেন। তিনি রাজসমীপে অন্যান্য উপঢৌকন ও সম্মান নিদর্শনও লাভ করেন।

স্পেনের রাজা ও রাজ্ঞী ইহাঁর শিল্প-কুশলতা দর্শন করিয়া ইহাঁকে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত ইহাঁর বিবাহ দেন এবং ইহাঁকে চিরদিনের মত রাজ-ভবনের নিকটস্থ করিয়া রাখেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সিসিলির অধিপতি ডন ফেব্রিজিওর সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, তিনি ইহাঁকে আপনার রাজ্যে লইয়া যান। স্পেনের রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ৩০০০০ টাকা এবং বার্ষিক বৃত্তি স্বরূপে ২৫০০ টাকা প্রদান করেন এবং আদেশ করেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা এই বৃত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা বিচিত্র বসন ভূষণ ও মুক্তাখচিত একটী পরিচ্ছদ প্রদান করেন। নবদম্পতি রাজধানী পালার্ম্মোতে গমন করেন, তথায় কয়েক বৎসর পরে ফেব্রিজিওর মৃত্যু হইল। এই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র স্পেনের রাজা ও রাজ্ঞী পুনরায় তাঁহাকে মাড্রিডে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু সফোনিশ্বা রাজসমীপে যাইবার পূর্ব্বে ক্রিমোনাতে আপনার আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি জেনোয়া দেশের এক জাহাজে চড়িয়া যান, ওরেজিও লোমিলেনী নামক সম্ভ্রান্তবংশীয় এক যুবক সেই জাহাজে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন, তিনি এই যুবতীর প্রতি বিশেষ সমাদর ও সম্মাননা প্রদর্শন করাতে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয় এবং উভয়ে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন।

সফোনিশ্বা অতঃপর জেনোয়াতে বাস করিয়া অবিশ্রান্ত উৎসাহের সহিত চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য সুসভ্য ও

বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার গৃহে আসিয়া সর্ব্বদাই সমবেত হইতেন। স্পেনের রাজা ও রাজ্ঞীও তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা তাঁহার বৃত্তি পরিমাণ সহস্র মুদ্রা বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। রাজসম্মান লাভ করিয়া ও জেনোয়া-বাসীগণের অনুরাগভাজন হইয়া সফোনিস্বা বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত পরম-সুখে কালযাপন করেন। বয়স অধিক হইলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক শক্তি, শিল্পানুরাগ অথবা সুরুচিসম্পন্ন লোকদিগের সহিত সম্মিলনেচ্ছার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তিনি আপনার ভবনে যে সভা করিতেন, তাহাতে সর্ব্ব-স্থানের চিত্রকরগণ উপস্থিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ বাণ্ডিক সচরাচর তাঁহার গৃহে আসিতেন এবং তিনি বলিতেন বড় বড় চিত্রকরদিগের শিল্পকার্য্য অধ্যয়ন করিয়া তিনি যে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা এই অন্ধনারী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাণ্ডিক সুবিখ্যাত চিত্রকর রুবেন্সের প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তাঁহার মুখে এইরূপ প্রশংসা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেনোয়া নগরে শিল্পের অতি হীনদশা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার প্রভূত উন্নতি সাধনের সহায়তা করেন। তাঁহার প্রথম শিক্ষাগুরু, রাফেলের আদর্শে চিত্র করিতেন, তাঁহার চিত্রেও রাফেলের চিত্রসৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হইত, এতদ্ভিন্ন করিজিওর চিত্রের যেরূপ মাধুর্য্য তাহা তৎসঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল। বাসারী বলেন "তিনি অঙ্কন সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয়ে প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন ও শিল্পকুশলতার পরিচয় দান করিয়াছেন, কেবল যে তিনি আকৃতিও প্রতিকৃতি দেখিয়া অঙ্কন, রঞ্জন ও চিত্রণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু কল্পনা হইতে অনেক সুন্দর ছবি উদ্ভাবন করিয়াছেন।"

সফোনিস্বার সুখ্যাতি শুনিয়া পোপ চতুর্থ পায়স স্পেনরাজ্ঞীর একখানি ছবি আঁকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি

আনন্দে দ্বিতীয় বার অতি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরে তিনি এই মর্ম্মে পোপের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া ছবিখানি পাঠাইয়া দেন "এই রাজ্ঞীর আত্মা চিত্র করা সম্ভব হইলে তদপেক্ষা আশ্চর্য্যতর বস্তু আর কিছুই আপনার নয়নগোচর হইত না।" পোপ মূল্যবান্ নানাবিধ প্রস্তর ও পবিত্র ভস্মপূর্ণ বাক্সদিয়া তাঁহার মহৎগুণের পুরস্কার করেন।

অনুদিন করিব দর্শন।

১

সেই এক দিন, সেই আনন্দের দিন ;
স্মরিলে মরমে কত হর্ষের উদয়।
শৈশবে আনন্দ মনে
মিলিয়ে তোমার সনে
বাল্য খেলা খেলি যবে কেটেছি সময়।

২

আনন্দ আহ্লাদে সদা হইয়ে বিহ্বল ;
সুখের সাগরে আমি দিয়েছি সাঁতার।
হেঁসেছি গেয়েছি যত,
আমোদে মেতেছি তত,
সংসারে কিছুতে নাহি উপমা তাহার।

৩

ক্ষণেকের তরে মনে ভাবিনি কখন,
চিরদিন তরে হ'বে লইতে বিদায় ;
আর না হ'বে কখন,
তোমার সনে মিলন,
এ জীবনে কভু আর পাবনা তোমায়।

৪

জানি নাই সেই কালে ; নির্দ্দয় শমন
করিবে অকালে ভাই তোমারে হরণ।
"আমি তবে তোল মুখ
দেখিয়া জুড়াই বুক"
তব মুখে নাহি আর করিব শ্রবণ।

৫

যখনি এ কথা হয় মানসে উদয় ;
ছাড়িয়া গিয়াছ তুমি জন্মের মতন ;
বিচ্ছেদের হুতাশন
দ্বিগুণ হ'য়ে তখন
জ্বলে উঠে অভাগীর পোড়াতে জীবন।

৬

ভুলিবনা কভু আমি থাকিতে জীবন
স্নেহপূর্ণ তব সেই প্রফুল্ল আনন,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
রেখেছি অঙ্কিত করে
তব মূর্ত্তিখানি অতি করিয়া যতন।

৭

স্মৃতি তব হবে মম সখী চির দিন,
সতত সঙ্গিনী হ'য়ে করিবে গমন।
যখন যে ভাবে থাকি,
সর্ব্বদা সম্মুখে রাখি,
তব মূর্ত্তি অনুদিন করিব দর্শন।

৮

তোমারে হৃদয়ে ধরি করিব গমন
কার্য্য ক্ষেত্রে ক্রমাগত, সমরে যখন

স্বর্গধামে দুই জনে
মিলিব; আনন্দ মনে
কাটাব একত্রে কাল অনন্ত জীবন।

জমীদারের দুহিতা—বিরাজ।

বিরাজের পিতার নাম ব্রজেন্দ্র সিংহ। ইনি এক জন অতি প্রতাপশালী জমীদার। ইনি ইহাঁর প্রজাদিগের উপর এত নির্দ্দয় ছিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে এত বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতেন যে তাহারা তাঁহাকে দিবানিশি অভিশম্পাৎ করিত। বিরাজই তাঁহার একমাত্র কন্যা। তিনি অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব এত সুন্দর ও মনোহর যে একবার দেখিলেই মন বিমোহিত হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ। তিনি পিতা ও মাতার একমাত্র আদর ও যত্নের বস্তু। যখন যাহা অভিলাষ করেন, তখনই তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। জমীদারের কন্যা, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, সুখসম্ভোগের ইয়ত্তা নাই। যখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্বরূপরাশি জনিত অহঙ্কার মনোমধ্যে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা অহঙ্কারে রঞ্জিত হইতে লাগিল। হীরক খচিত রত্নালঙ্কারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভূষিত করিতে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। বেশবিন্যাসে প্রায় অর্দ্ধেক দিবস অবসান হইত এবং আর অর্দ্ধ দিবস নৃত্য গীত ও বিশ্রামে অতিবাহিত হইত। প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সখিগণ সমভিব্যাহারে প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। কষ্ট, দুঃখ ও পরিশ্রম কাহাকে বলে তিনি তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। পরিচারিকাদের প্রতি দয়া শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক, তিনি তাহাদের উপর এত অত্যাচার করিতে লাগিলেন যে তাহাদিগের বাটীতে থাকা অত্যন্ত কষ্ট-

সাধ্য হইয়া উঠিল। জমীদারের দুহিতা, ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। তিনি তাঁহার নির্দ্দয় পিতার ন্যায় বাটীর লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। শিক্ষার মধ্যে কেবল বর্ণপরিচয় মাত্র হইয়াছিল। ১৪ বৎসরের মধ্যে একদিনও একখানি পুস্তকের এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে কষ্ট স্বীকার করেন নাই। রাত্রিকালে সুখময় পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাওয়া, দিবসে অঙ্গের সুসজ্জা এবং পরিবারস্থ নরনারীদিগকে উৎপীড়ন করা তাঁহার জীবনের সার কার্য্য হইয়াছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া তিনি অর্থ দিয়া কোন দরিদ্র বিধবার দারিদ্র্যবিমোচনে অভিলাষী হন নাই—অর্থ দিয়া কোন অনাথ বালকের নয়নবারি মুছান তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার জানিতেন না। কেবল আমোদের উত্তেজনার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন। প্রজাদিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধা ব্রজেন্দ্র সিংহের ভবনে যাতায়াত করিতেন, তিনি বিরাজকে গল্প শুনাইয়া আমোদিত করিতেন।

বিরাজ যখন পঞ্চদশবর্ষীয়া হইলেন, তখন তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ পত্র নির্দ্ধারিত হইল। তাঁহার যোগ্য রূপবান্ ও উচ্চবংশোদ্ভব পাত্র পাইবার জন্য তাঁহার বিবাহের এত বিলম্ব হইল। বিরাজের বিবাহ হইবে, ব্রজেন্দ্রসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই। বিরাজের মনে যে কি অনুপম আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা পাঠিকা সবিশেষ অনুভব করিতে পারিতেছেন। ব্রজেন্দ্র সিংহের বাটী কোলাহলময়। চারিদিকে আনন্দসূচক বাদ্য বাজিতেছে। অন্তঃপুরে রমণীদিগের মহোল্লাস দেখে কে? উজ্জ্বল নক্ষত্র পরিবেষ্টিত হইয়া শশধর যেমন শোভা পায়, বিরাজও সুন্দরী রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। নিয়মিত সময়ে বিবাহ সমারোহ সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর বিরাজ কিছু দিবস পিতৃভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন একটী বোবা ভিক্ষুক তাঁহাদিগের বাটীতে ভিক্ষা করিতে

আসিয়াছে। উহার বাক্‌শক্তি নাই, অস্ফুটস্বরে তাহার মনোগত ভাব জানাইল। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা সেই সময় বিরাজদের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই বোবাটীকে দেখিয়া সেখানে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিরাজ এই অস্ফুট শব্দ শুনিয়া সত্বর নিম্নে গমন করিলেন। বোবাটী তাঁহাকে দেখিয়া আর একবারে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বিরাজ তাহার অস্ফুটশব্দ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং পাশ্চাদ্বর্ত্তিনী পরিচারিণীকে বলিলেন "দেখ্‌বি ঝি! এটাকে আবার "কেঁউ" "কেঁউ" করাব?" এই বলিয়া তিনি দ্বারদেশে উপবিষ্ট সেই বোবাটীকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। বোবাটী চীৎকার করিতে লাগিল। বিরাজ "দেখ্‌লি ঝি কেমন মজা হোলো, বেটাকে বেশ জব্দ করেছি, এ রকম লোকগুলকে দেখলে আমার ঘৃণা করে। না আছে রূপ, না আছে গুণ, কিম্ভূত কিমাকার! দ্বারবানকে বলিস্ এ অদ্ভুত জানোয়ারগুলকে আর যেন বাড়ীতে ঢুকতে দেয়, না।" বোবাটী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল। বৃদ্ধা এই আচরণ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—উঃ কি যৌবনের অহঙ্কার! একবারে হিতাহিত জ্ঞানভ্রষ্ট!

বিরাজ বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিল "ও বুড়ি! উপরে আয়, আজ তোকে গল্প বল্‌তে হবে।" বৃদ্ধা তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন, উভয়েই বিরাজের গৃহে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধা ভাবিতে লাগিলেন অন্যান্য দিন ভূত, ডাকাতের গল্প বলে থাকি, আজ গল্পচ্ছলে উপদেশ দিয়ে দেখিনা কেন? আমার যদি এই জন্য সর্ব্বস্বান্ত করে, করিলেই বা, আমার ত্রিসংসারে কেহ নাই। লোকের উপকার করিতে যদি মরিতে হয় তাহা হইলেও আমার দুঃখ নাই।' এই ভাবিয়া বৃদ্ধা আরম্ভ করিলেন :—"দেখ বিরাজ! পূর্ব্বকালে নৃসিংহ রাও নামে একজন সিংহবিক্রান্ত রাজা ছিলেন। তোমার পিতা অপেক্ষা তিনি অনেকগুণ সমৃদ্ধিশালী। তাঁহার প্রেমদা ও জ্ঞানদা নাম্নী দুই দুহিতা ছিল। প্রেমদা তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা। তুমি যেমন তোমার পিতা

মাতার অত্যন্ত প্রিয়, প্রেমদাও তাঁহার পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ছিলেন। প্রেমদা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর অত্যন্ত হিংসা করিতেন। অতি অল্প বয়সে প্রেমদার বিবাহ হইয়াছিল। যত তাঁহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি তত নম্র ও লজ্জাবতী না হইয়া উদ্ধত এবং গর্ব্বিত হইতে লাগিলেন। লোকের সহিত সর্ব্বদা ইচ্ছা করিয়া বিবাদ করিতেন এবং পিতার নিকট তাহাদিগের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে দণ্ড বিধান করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিতেন। রাজা অনেক সময় সত্যাসত্য বিচার না করিয়া প্রেমদার কথা শুনিতেন। এইরূপে প্রেমদা অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করেন। কেহ কিছু বলিলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার সমুচিত শাস্তি না দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। লোকে তাঁহার অত্যাচারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। একদিন তিনি কৌতুকবাসনায় একপাত্র জল হস্তে লইয়া নিজ কক্ষের বাতায়নে দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক সেই বাতায়নের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতেছিল, প্রেমদা তৎক্ষণাৎ সেই পাত্রস্থ জল তাহার মস্তকে বর্ষণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটী "কে গা একটু দেখে ফেল্লেইত হোতো" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটীর এই কথা শুনিয়া প্রেমদা ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পিতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন "বাবা ও বুড়ী! আমায় গালাগালি দিলে কেন? তুমি ওকে উচিত মত শাস্তি দেও।" রাজার আদেশে স্ত্রীলোকটি তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। হতভাগ্য স্ত্রীলোক দুর্দ্দান্ত রাজার সমীপে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিল না। রাজা তাঁহার ভৃত্যদিগকে তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিতে এবং তাহাকে তাঁহার রাজ্যের প্রান্তভাগে নির্বাসিন করিতে আদেশ দিলেন। নির্দ্দোষী স্ত্রীলোক হতাশ্বাস হইয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে নৃসিংহ রাজার রাজ্য অসংখ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইল। তাহারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বাটীর সমস্ত লোককে কয়েদী করিল এবং তাঁহার

রত্নরাজি লুণ্ঠন করিল। প্রেমদা সৌভাগ্যক্রমে শত্রুহস্তে পতিত হন নাই। বাটীতে বিপক্ষ সৈন্যের উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাজার দুহিতা, কখন দুই পদ পথ দিয়া চলিয়া যাইতে হয় নাই—তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর একজন পত্রবাহক তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। ঐ পত্রখানিতে তাঁহার পতির মৃত্যু সংবাদ লিখিত ছিল। পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র তাঁহার শোক সাগর উথলিয়া উঠিল—এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবলবেগে নির্গত হইতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত নিরাশ হইয়া নিকটস্থ একটী কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই কুটীরটি তাঁহার পিতার রাজ্যের প্রান্ত ভাগে অবস্থিত। ইহাই সেই সর্ব্বস্বান্ত হতভাগ্য স্ত্রীলোকটীর কুটীর। এই স্ত্রীলোক তাহাকে প্রেমদা বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অতি সমাদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইলেন। তিনি প্রেমদার এই সর্ব্বনাশ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নিজে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন এবং যাহাতে তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রেমদার পূর্ব্ব অত্যাচার একবারও মনে না করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।”

বিরাজ এই গল্পটী শুনিয়া অনিমেষ নয়নে বৃদ্ধার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু ভাবিতেছেন। বোধহয় তাঁহার স্বীয় অবস্থা প্রেমদার অবস্থার সহিত মিলাইতেছিলেন। পরে বৃদ্ধা আরম্ভ করিলেন—“দেখ মা বিরাজ! পৃথিবীর কোন অবস্থা চিরস্থায়ী নহে! প্রেমদার যে এই দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। সমৃদ্ধিশালী রাজার কন্যা হইয়া তিনি লোকের উপর যত অত্যাচার করিলেন, একবারও ভাবিলেন না যে তাঁহার এ সুখের

অবস্থা থাকিবে না। কালক্রমে তাঁহার বীর্য্যশালী পিতা শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। শত্রুরা তাঁহার সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অকালে স্বামীর মৃত্যু হইল। একদিনও পতিগৃহবাসের সুখলাভ করিতে পারিলেন না। দেখ বিরাজ! প্রেমদার সে ঐশ্বর্য্য, সে সম্পদ, সব চলিয়া গেল। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী একবারে অন্তর্হিত হইল। এখন তাঁহার দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদিতে লাগিল। মা বিরাজ! কোন অবস্থায় গর্ব্বিত হইও না। এ পৃথিবীর সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আজ তুমি এই পালঙ্কে বসিয়া রহিয়াছ, এখনই তোমার মৃত্যু হইতে পারে। এখনই তোমাকে এই অতুল সম্পদ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তোমার পিতা, তোমার সম্পদ এবং তোমার এই নব যৌবন তখন তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার এই সুন্দর যৌবনশ্রী, বৃদ্ধ হইলে এরূপ থাকিবে না। ঐ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ বৃদ্ধবয়সে শুক্ল হইয়া যাইবে। এই যৌবনকালের মনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ সকলি অন্তর্হিত হইবে। জরাগ্রস্ত হইয়া যখন তোমার শরীর শীর্ণ এবং মলিন হইবে, তখন তোমার পানে কেহ চাহিবে না, কেহ তোমাকে তখন এখনকার মত আদর করিবে না। মা বিরাজ কিছুরই অহঙ্কার করিও না। বাস্তবিক এ পৃথিবীতে কিছুই অহঙ্কার করিবার নাই। আচ্ছা ঐ স্ত্রীলোকটির কেমন উদারতা ও বদান্যতা! যাহা হইতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল, যাহার চেষ্টায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি যারপর নাই দুঃখিত হইলেন, এবং তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেখ বিরাজ এইরূপে শত্রুকে ভাল বাসিতে হয় এবং যত্ন করিতে হয়। বিরাজ! তুমি যে ঐ বোবা লোকটিকে পদাঘাত করিলে, উহা করা তোমার কি ভাল বিবেচনা হইয়াছিল? বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে যখন তোমার কাকী মার পুত্র গঙ্গার জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন উহাকে জল হইতে কে উত্তোলন করে?

সেই সময়ে গঙ্গায় বন্যা আসিয়াছিল। যখন তোমার কাকীমার পুত্র জলে ডুবিয়া গেল, তখন চারিদিক্ হইতে লোক সকল 'ধর ধর' করিয়া গঙ্গার তীরে দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া বিপদসঙ্কুল গঙ্গায় নামিতে পারিল না। এই বোবা লোক সর্ব্বপশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছিল, সে তীরে উপস্থিত হইয়া এই ঘটনা শুনিবামাত্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে জলে লম্ফ প্রদান করিল। নিজের কি দশা ঘটিবে, তাহা একবারও মনে ভাবিল না। ছেলেটি যেখানে পতিত হইয়াছিল, সেখানকার জল গভীর ছিল না। বোবাটী কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সন্তানটিকে জল হইতে উত্তোলন করিল। এইরূপে সে প্রাণদান পাইল। তোমার পিতা যখন তাহাকে পুরস্কার দিতে আসিলেন, তখন সে তাহার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। দেখ্‌লেত বিরাজ এই বোবাটীর অন্তরে কি গুণ। পরোপকার যেন তাহার জীবনের সারকার্য্য। দেখ বিরাজ কোন লোকের রূপ দেখিয়া তাহার গুণের বিচার করিও না। তুমি এত সুন্দর, কিন্তু তোমার মধ্যে কৈ উচ্চ গুণসকলের লেশ মাত্রও দেখিতে পাইতেছি না। আচ্ছা যদি তুমি ঐরূপ বোবা হইতে এবং তোমাকে কেহ যদি পদাঘাত করিত, তাহা হইলে তুমি কি মনে করিতে? বিরাজ অধোমুখী হইয়া রহিলেন। বিরাজ! তুমি যে বলিতেছিলে যে ওরূপ লোকগুলকে দেখলে তোমার ঘৃণা করে। আহা! ভেবে দেখ দেখি যে যিনি তোমাকে এবং এই বোবা এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবকে সৃজন করিয়াছেন তিনি উহাকে কখন ঘৃণা করেন কি না? সেই অদ্বিতীয় জগন্নিয়ন্তা যাঁহার কৃপায় আমরা জীবিত রহিয়াছি, তিনি ত উহাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন, উহাকে অন্ন পান দিতেছেন এবং উহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেছেন। তুমি উহাকে ঘৃণা কর, কোন্ ছার? তুমি এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়; তোমার কিসের অহঙ্কার?" বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া বিরাজের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি বৃদ্ধার দিকে সজল

নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বাস্তবিক আমি এত দিন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যৌবন ভরে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। আমি আমাকেই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম। আজ হইতে তুমি আমাকে আর সে বিরাজ দেখিবে না, আজ হইতে আমি পৃথিবীর সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিলাম এবং সেই অধমতারণ জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম।" বৃদ্ধা ইহার পর যখন তাঁহার বাটীতে আসিতেন, তখন তিনি বিরাজকে প্রায় নির্জনে বসিয়া কাঁদিতে দেখিতেন; তাঁহার আর সে উদ্ধত কথা নাই, শরীরে অলঙ্কার নাই, বেশভূষায় ইচ্ছা নাই, স্বভাব নম্র ও বিনীত হইয়াছে।

সৎমা কর্ত্তৃক সৎমার প্রতিবাদ।

বামাবোধিনীতে 'সৎ মা' বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল, কোন সহৃদয়া সৎমা তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আমাদিগের আনন্দের বিষয় এই যে আমরা যদি ঠিক্ বুঝিয়া থাকি যাঁহাদিগের উদ্দেশে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের এক জন এত অভিনিবেশ সহকারে ইহা পাঠ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার ক্লেশ হইয়াছে অবশ্যই দুঃখের বিষয়। কিন্তু তিনি জানিবেন কোন সৎমার মনে অকারণ ক্লেশ উৎপাদন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। পত্র প্রেরিকা পুরুষ বোধে আমাদিগের লেখার প্রতি যে সকল অনুযোগ করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণে প্রস্তুত নই, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি হইতেই আমাদিগের প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত রমণীকে দেখাইয়া দিতে পারি না পারি, ইহা বিশ্বাস করি, তাঁহার যে ভাব এই পত্রের বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সকল সৎমার অন্তরকে অধিকার করিলে আমরা অনেক মৃণালের মা দেখিতে

পাইব এবং তাহা হইলে আমাদিগের লেখনী ধারণ সার্থক হইবে।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।"

আমার স্বামী সওদাগরি আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী, তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর দুইটী মেয়ে ও একটী ছেলে আছে, সুতরাং পাঁচ জনের খাওয়া পরায় সমুদায় টাকা ব্যয় হইয়া যায়; আর কোন কাজে কিছু ব্যয় করিবার থাকে না। আমি যে অবধি সংসারে আসিয়াছি নিজে সমুদয় কাজ করি, একটী চাকরাণী পর্য্যন্ত নাই, বড়মেয়েটীর বয়স দশ বৎসর, তথাপি সে তৃণের কাজ করেনা। ঈশ্বর আমাকে কোন সন্তান দেন নাই, সপত্নী তনয় তনয়ার দ্বারা সে স্থান পূর্ণ হইয়াছে। তাহারা মনে ব্যথা পাইবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে কোন কথা বলি না, ঈশ্বর জানেন যে তাহাদিগকে কত ভাল বাসিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি আমি তাহাদিগের ভাল বাসা পাইলাম না, তাহারা আমার কোন কথা শুনিলেই রাগ করে, পাড়ার লোকে তাহাদিগকে আরও খারাপ করিল। আমার স্বামী অতি ভাল মানুষ, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, তথাপি ভাবেন ছেলে মেয়ে আমার দোষেই বশ হয় না। সৎমার যে কি কষ্ট তাহা কোন পুরুষকে বুঝাইতে পারা যায় না। আমি কোন কথা বলিতে গেলেই তিনি বিলাতের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, সপত্নী সন্তানকে বশ করিয়াছে, বিলাতে এমন অনেক সৎমা আছেন। আমি বলি, আমরা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, বিলাত অতি দূর দেশ, তথাকার কথা কি জানি, যদি এদেশে এমন স্ত্রীলোক দেখা-ইতে পার আমি তাহার দাসী হইয়া থাকিব। সেই দিন আমার স্বামী আফিস হইতে তাঁহার কোন বন্ধুর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

মাসের বামাবোধিনী চাহিয়া আনিয়া আমাকে পড়িতে দিয়াছেন, এ দেশেও যে ভাল সৎমা আছে, মৃণালের মার কথা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমি সৎমা প্রস্তাব পাঠ করিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হয় ইহা কল্পিত গল্প। আপনারা পুরুষ, স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যাহা কিছু অনায়াসে কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক কখনও এইরূপ অপ্রাকৃত গল্প লিখিতে পারিতেন না। আর যদি মৃণালের মা বস্তুতও কেহ থাকেন, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ঠিকানা লিখিবেন, আমি স্বামীর অনুমতি লইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিব। সেই ভাগ্যবতীর উপদেশে যদি আমার সন্তানেরা বশীভূত হয়, আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিব। আমার সংসারে আর কোন অসুখ নাই, এক সপত্নী সন্তানদিগের অবাধ্যতায় আমি বিষ ক্লিবৎ চিরযন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি।

সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যদি সৎমার প্রস্তাব কল্পিত হয়, তবে আপনি আর এমন প্রস্তাব লিখিয়া আমাদিগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবেন না। আপনি হয়ত জানেন না যে, কত হতভাগিনী আপনার প্রস্তাব পাঠ করিয়া মনে করিতে পারে যে সৎমা হওয়া বস্তুতঃ অসুখের ব্যাপার নহে, এবং এই ভ্রম বিশ্বাসে সুশীতল জল ভাবিয়া অনলে ঝাঁপ দিতে পারে। আপনি যদি পুরুষ না হইয়া স্ত্রীলোক হইতেন এবং অবিবাহিত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনাকে বলিতাম, ভগিনি, এইরূপ কল্পিত প্রস্তাব লিখিয়া পরকে বিপদে ফেলিবে কেন, যদি সাধ থাকে নিজেই একবার সৎমা হইয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে সৎমা হওয়া কেমন সুখের ব্যাপার এবং অবাধ্য সপত্নী সন্তানকে কেমন বাধ্য করিতে পার। লিখিতে বলিতে ত সকলেই পারে, কিন্তু তদনুসারে কাজ করা সহজ নহে।

এক জন সৎমা।"

নূতন সংবাদ।

১। গত ২০এ মে ইংলণ্ডেশ্বরী নূতন পার্লেমেন্টে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ভারতবর্ষের রাজস্বের প্রতি রাজপুরুষদিগকে অধিক মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন এবং আফগানস্থানে শান্তি স্থাপিত হইয়া যাহাতে আফগান ও ইংরাজদিগের মধ্যে বন্ধুভাব বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

২। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ পুরুষদিগের ন্যায় শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, এজন্য বহুদিনাবধি চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি এই উদ্দেশে তাঁহারা এক বৃহৎ সভা করেন, লেডী হাবার্টন সভাপতি হন। বিবি আর্ণোল্ড, কুমারী রোধা গারেট, কুমারী ডাউনিঙ প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণ বক্তৃতা করেন। ইংলণ্ড এত সুসভ্য হইয়াও শাসনবিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে কিছু মাত্র অধিকার দানে প্রস্তুত নন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু ইংরাজ রমণীগণ যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগের ন্যায্য স্বত্ব অবিলম্বে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন আশা করা যায়।

৩। ইংলণ্ডে মৃতা স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। সম্প্রতি ৪২ হাজার স্ত্রীলোক স্বাক্ষর করিয়া ইহার বিরুদ্ধে পার্লেমেন্টে এক আবেদন করিতেছেন।

৪। লৌহের সহিত গঁদ উত্তমরূপে মিশাইলে তাহাতে মরিচা ধরে না, এই কৌশল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫। গত ৩রা জুন রুষিয়ার রাজমহিষী পরলোক গত হইয়াছেন।

৬। কিছু দিন হইল মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহার প্রাসাদে এক সম্মিলন সভা করেন, তাহাতে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা কুমারী ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেশীয় পরিচ্ছদ অর্থাৎ সাটী প্রভৃতি পরিধান করিয়া যান, মহারাণী ইহা দেখিয়া অহ্লাদিত হন।

৭। রুসিয়া ও চিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে।

৮। বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য গ্রীষ্মাবকাশে একমাস স্থগিত ছিল, উৎসাহের সহিত পুনরারব্ধ হইয়াছে। গত ১৯ এ জুন উপাসনা এবং ২৬ এ জুন সম্মিলন সভা হয়। শেষোক্ত সভায় প্রায় ৪০টী রমণী উপস্থিত ছিলেন। নানাদেশের ছবি প্রদর্শন, বিবিধ স্থানের প্রয়োজনীয় সংবাদ জ্ঞাপন, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং কথোপকথন ও সঙ্গীতাদি হয়। বিলাত হইতে কুমারী ম্যানিঙ এই সভায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এই সভা একটী পুস্তকালয় স্থাপনে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, তাহার বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যুৎ।

কেলো অয়ি দীপ্তিময়ি শূন্য-বিহারিণি!
গাঢ় কাদম্বিনী মাঝে, অপরূপ রূপ সাজে,
কার সনে খেলা করি চঞ্চলগামিনী,
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া লুকাও অমনি। (১)

কি ভয়ে লুকাও দেবি! বলনা আমায়?
কে তোমাকে নিরমিল, কেবা হেন রূপ দিল,
মানবে চকিত করি তাহার আভায়,
সৌন্দর্য্য গৌরবে বুঝি লুপ্ত কর কায়। (২)

আর এক কথা আমি সুধাই তোমারে,
রূপ ধর অতুলন, যাহে মুগ্ধ সর্ব্ব জন,
কিন্তু কেন ভয়াবহ হৃদি-ভেদস্বরে
ক্ষণ মাত্রে স্তব্ধান্বিত কর চরাচরে? (৩)

সে ধ্বনিতে কারে ডাক গভীরনাদিনি!
ভাবে বুঝি সুবদনে, ডাক সেই বিশ্বধনে,

যিনি সৃজেছেন এই বিচিত্র ধরণী,
যাঁহার আজ্ঞায় হয় দিবস রজনী। (৪)
অতি বেগে চমকিয়া কাদম্বিনী পরে,
ঘোর শব্দে নিনাদিয়ে, ত্রিভুবন কাঁপাইয়ে,
ডাকিতেছ বিশ্বরাজে উল্লাস অন্তরে
পুণ্যবতী তুমি সতি! এভব সংসারে।

শ্রীঅন্নদা সুন্দরী ঘোষ।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

১। নারীধর্ম্ম: কলিকাতা ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৵ আনা। এই পুস্তকখানিতে কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রবচন অবলম্বন করিয়া নারীদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বচন সকলের মধ্যে অনেকগুলি আমাদিগের মতে দূষণীয়। বাল্য যৌবন কি বৃদ্ধ কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা নাই; স্বামি-সেবাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম এবং মুক্তির উপায় এবং সন্তানবতী হওয়া ভার্য্যার সুকৃতির লক্ষণ ইত্যাদি মত বর্ত্তমান রুচির ও ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ। গ্রন্থকার অনেকস্থলে উদারভাবে বচন-সকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পুরাতন বোতলে নূতন মদ্য ঢালিবার প্রয়াস প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাহউক এই পুস্তকে নারীজাতির সতীত্ব,গৃহকার্য্যদক্ষতা সহিষ্ণুতা, বিনয় ও ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন সদ্‌গুণের যেরূপ ব্যাখ্যান আছে তাহা হৃদ্য হইয়াছে এবং তজ্জন্য গ্রন্থকার প্রশংসার্হ।

২। লক্ষ্মীশ্বর চম্পূ—সুপ্রসিদ্ধ রমাবাই প্রণীত ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রমাবাইর বিদ্যা, বুদ্ধি ও সদ্‌গুণ সাধারণের অবিদিত নাই। এই পুস্তক খানি দ্বারা তিনি সংস্কৃত কবিতারচনায় বিচিত্র পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৮৭ সংখ্যা। } শ্রাবণ ১২৮৭—আগষ্ট ১৮৮০। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

শিক্ষিতা রমণী ও বঙ্গীয় নারী সমাজ।

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

যখন লোকের অভাব প্রচুর ও সঙ্গতি অল্পমাত্র থাকে, তখন কথঞ্চিৎ যে সম্বল থাকে তাহাই অতি যত্নে সংরক্ষণ করে; এবং পাছে এক কপর্দ্দকও অপব্যয় হয়, এই ভয়ে তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করে। ঠিক্ এইরূপ ভাব হইতে আমাদেরও ভাবনা ও উৎকণ্ঠা হইয়াছে যে যে অল্পসংখ্যক বালিকা বা বয়স্থা রমণী বিদ্যালোচনা করিতেছেন বা কথঞ্চিৎ করিয়াছেন, পাছে কোন ক্রমে তাঁহাদের এক জনেরও শিক্ষার সদ্ব্যয় না হয়—পাছে তাঁহাদের একটীরও সাহায্য আমাদিগকে হারাইতে হয়। এই উৎকণ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা কয়েকটী কথা বলিব,—বঙ্গনারী-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের যে দুই একটী ভগ্নী শিক্ষিতা হইতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় কিরূপভাবে প্রস্তুত করা উচিত, কিরূপ মন্ত্রে তাঁহাদিগকে দীক্ষিত হওয়া চাই;—সমাজের কোন্

কোন্ উন্নতি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিভাগ তাঁহাদের প্রত্যেকের অবিশ্রান্ত নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ভিন্ন চিরকাল অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকিবে—তাহাই উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক দেশের বিবরণেই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সমাজ সংস্করণের প্রথম অবস্থায় বহুসংখ্যক নর নারীকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য ও অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে;—ইহা ভিন্ন কোন দেশীয় লোক কখন সভ্য বা উন্নত হয় নাই। ইংলণ্ড তো আজ কত বড় সভ্য দেশ, তা বলিয়া এ-পর্য্যন্ত কি সে দেশীয় নরনারী স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন? কই, তাহা হইলে আর মেরী কার্পেণ্টার, নাইটিংগেল প্রভৃতি রমণীগণকে চিরকালের মত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া—চিরকুমারী ও উদাসীনীর ব্রত গ্রহণ করিয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইত না। সে দেশ তো কত উন্নত! ঐ রমণীরা কি এইরূপ ভাবিতে পারিতেন না যে আমাদের এত কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন নাই, যেমন দশজনে সংসার সুখে মগ্ন আছে, আমরাও সেইরূপ থাকি; হয়তো আর কেহ দেশের মঙ্গলের চেষ্টা করিবে; কত লোকই তো আছে!" তাঁহারা এরূপ ভাবিতে পারেন নাই; তাঁহারা এমন মেয়ে নন যে আর কাহারও উপর নির্ভর করিয়া অলস ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন। তাঁহারা সেই সভ্যতম সমাজেও এত অভাব, এত দুঃখ, এত অন্ধকার দেখিয়াছিলেন যে একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না;—পিতা মাতার চক্ষের জলের দিকে চাহিলেন না; দম্পতি জীবনের মাধুর্য্যের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না; তাঁহারা নারী-জীবনের সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সমাজের দুঃখ দূরীকরণার্থ অগ্রসর হইলেন। তবে কি কেবল আমাদের ভগ্নীরাই এই অন্ধকার-নিমজ্জিত দেশে অভাব দেখিতে পাইবেন না—তাঁহারা কি তাঁহাদের পার্শ্বস্থ সহস্র সহস্র অজ্ঞানান্ধ যুবতী, ও অশিক্ষিতা বালিকার দশা দেখিতে পাইবেন না? তাঁহারা

কি বঙ্গনারী-সামাজে সৎশিক্ষা ও সুনীতির বল না থাকাতে তাহাদের উপর দিয়া অনুক্ষণ যে যন্ত্রণার প্রবাহ, অত্যাচারের প্রবাহ, ও পাপের ভয়ানক প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে, তাহা এক বারও স্মরণ করিবেন না! তাঁহারা এই ভাবিয়া কি বসিয়া থাকিবেন যে 'আমাদের মস্তক ব্যথিত করিবার প্রয়োজন কি? যাদের দুঃখ তারা বুঝুক; লেখা পড়া শিখিয়া আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, আপনাদের সুখসচ্ছন্দের উপায় করিতে পারিলেই হইল।' এই কি তাঁহাদের চিন্তা! যদি তাহাই হয় তবে বলিব শিক্ষিতা ভগ্নীগণ! তোমারা অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর, তোমরা সমাজের নিকট ঘোর অপরাধিনী। অথবা তাঁহারা কি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে নারীজাতির উন্নতি কি আর আমার একটু খাটুনির জন্য বসিয়া থাকিবে! যত দিনে হয় হইবেই; তবে আর আমার এত গায়ের রক্ত জল করিয়া, এত আত্ম-সুখের মাথায় পদাঘাত করিয়া পরদুঃখে ক্লিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি?—এই কি আমাদের শিক্ষিতা অথচ অলস, নিশ্চেষ্ট ও সমাজের প্রতি উদাসীন ভগ্নীগণের ভাবনা!! যদি হয় তাহা হইলে বলিব শিক্ষিতা ভগ্নীগণ! তোমাদের অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। মানব চেষ্টা ভিন্ন কোন সমাজ কখনও উন্নত হয় নাই। সহৃদয় নর-নারীর অবিশ্রান্ত প্রয়াস, আত্মসুখ-বিরহিত, স্বার্থ-চিন্তা বিবর্জিত আজীবন পরহিত ব্রতাবলম্বন ভিন্ন—সমাজের এক তিল উপকার সাধিত হইবে না।—কোন দেশে হয় নাই; তবে কি কেবল বঙ্গেই মানব চেষ্টা ভিন্ন সমাজ-সংস্করণী দেবী অনাহূতা আপনা আপনি আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন?

আর যদি শিক্ষিতা রমণীগণ মধ্যে এমন কেহ থাকেন যিনি এই সংস্কারে বসিয়া আছেন যে যাহা করিতে হয় পুরুষেরাই করিবেন, আমার দুর্ব্বল হস্ত কি কার্য্য সাধন করিবে? তাঁহার প্রতি এই মাত্র বক্তব্য যে তিনি আপন আলস্য-নিদ্রা ও কল্পনার মোহিনী আশায় থাকিতে থাকিতেই অচিরাৎ দেখিবেন তাঁহার সংস্কার, তাঁহার আশা কি ভয়ানক অমূলক, কি ভয়ানক ভ্রমাত্মক। তিনি অনতিবিলম্বেই